গোগৃহ

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

সরকার গ্রন্থমালা সংখ্যা—১৮

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—

শ্রীগণপতি সরকার

৬৯ নং বেলেঘাটা মেন্ রোড

কলিকাতা

প্রিন্টার—মানবেন্দ্র নাথ চৌধুরী
ভাগ্যলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০এ/১/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

অনেকদিন হইতেই গ্রন্থকারের কাব্য লিখিবার ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার কয়েকসর্গ লেখাও হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি হারাইয়া যায়। তারপর কাব্য লিখিবার ইচ্ছা মন্দীভূত হয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ইনি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন। তাহার কোনটি হয়তো কোন মাসিকে বাহির হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই লোকসমাজে প্রচার হয় নাই। সেগুলি প্রচার হইলে তাহা কাব্যামোদীগণের সুখসেব্য হইবে। এই কাব্য লিখিবার পূর্ব্বে কবি অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন। সেগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হইলেও অনেকস্থলে অভিনীত হইয়াছে। যতখানি খোসামোদ করিতে পারিলে এবং অন্যান্য কারণ ঘটিলে নবীন কবির নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় হয়—তাহার অভাবেই এইগুলি ঐ সুযোগ পায় নাই, নতুবা এগুলি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলে যে রঙ্গালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিত তাহা কাব্যামোদী মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। যাই হউক এই নাটকাদি লিখিবার পর, আমি বার বার বলায়, কবি এই "গোগ্রহ" কাব্যখানি লিখিয়াছেন, এবং আমিই চেষ্টা করিয়া ইহা ছাপাইতেছি। ছাপাতে বানান ভুল দুই একটি রহিয়া গিয়াছে—তার জন্য আমিই দায়ী।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ভারতীর শ্রেষ্ঠসেবক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই; এম্-এ; ডি-লিট্; এফ্-এ-এস্-বি; এম্-আর-এ-এস্ মহাশয় এই কাব্যখানি, শুনিয়া এবং স্বয়ং পড়িয়া ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে ও কবিকে অশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে আর ধন্যবাদ কি দিব তিনি আমাদের ধন্যবাদের অতীত।

এই কাব্যখানি যদি সাধারণের সুখপাঠ্য হয়, তাহা হইলে কবির পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৬৯ নং বেলেঘাটা মেন রোড,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল

প্রকাশক

ভূমিকা

কি শুভক্ষণেই বাল্মিকি ও বেদব্যাস রামায়ণ ও মহাভারত লিখিয়া গিয়াছিলেন। তিন চারি হাজার বৎসর ধরিয়া কত লোক যে তাঁহাদের মহাকাব্য হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া মহাকাব্য লিখিয়া গেলেন তাহার ঠিকানা নাই। সংস্কৃত-কাব্যের ত প্রায় তিন ভাগের দুইভাগ রামায়ণ ও মহাভারত হইতে লওয়া—বাংলায়ও প্রায় তাই। মনে করা গিয়াছিল একালে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আর কাহারও মনে থাকিবে না, কিন্তু কালে ঠিক উল্টা হইয়াছে। একালের প্রথম মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" হইতে এখন পর্য্যন্ত যত উল্লেখযোগ্য কাব্য ও নাটক হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক রামায়ণ ও মহাভারত হইতে লওয়া। নাটকের মধ্যে দেখিতে পাই পৌরাণিক নাটকই (মাইথলজিক্যাল্) বেশী। যিনি কবি হইতে ইচ্ছা করেন, নিজের মাথা হইতে দু'এক-খানি কাব্য লিখিয়াই পরে বাল্মিকি ও বেদব্যাসের শরণাপন্ন হন। কালিদাসও হইয়াছিলেন—ভবভূতিও হইয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদনও হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ সরকার বাঙ্গলার একজন উদীয়মান কবি। তিনিও ভারতবর্ষের কবি সম্প্রদায়ের ধাতরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিন চারিখানি কাব্য ও নাটক নিজের মাথা হইতে লিখিয়া অথবা ইতিহাস এবং বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে লিখিয়া এখন মামুলি বেদব্যাসের শরণ লইয়াছেন। মহাভারতরূপ রত্নখনি হইতে তিনি আর একখানি রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। বিরাটপর্ব্বের কীচকবধ পর্য্যন্ত কাব্য হইয়া গিয়াছে, বিরাট পর্ব্বের অবশিষ্ট অংশটুকু লইয়া বিধুবাবু "গোগৃহ কাব্য" লিখিয়াছেন। কীচক মরিয়াছে, এক গন্ধর্ব্বে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ভাইবন্ধুও মারা গিয়াছে শুনিয়া, কীচক যাহাদের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন তাহারা খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ত্রিগর্ত্তের রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এতদিন দুর্য্যোধনের রাজসভায় বাস করিতেছিলেন। বিরাটের প্রধান সহায় ছিল তাঁহার শ্যালক, সে মরিয়াছে, এখন বিরাটকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। দুর্য্যোধনের সভায় পরামর্শ হইল, ত্রিগর্ত্ত আপন রাজ্য হইতে বিরাটকে আক্রমণ করিবেন এবং তাঁহার গোধন হরণ করিবেন, দুর্য্যোধনও দক্ষিণমুখে গিয়া বিরাটের উত্তর-গোগৃহের গাভীসকল হরণ করিবেন। ত্রিগর্ত্তের রাগ বেশী—তিনি চট্পট্ গিয়া বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিলেন—বিরাট প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন—হারিয়া গেলেন এবং বন্দী হইলেন এবং ত্রিগর্ত্ত তাঁহার নানারূপ লাঞ্ছনা করিলেন।

এই সংবাদ বিরাটের রাজধানীতে পৌছিতে না পৌছিতেই আবার খবর আসিল, দুর্য্যোধন বিশালবাহিনী লইয়া উত্তর-গোগৃহ

লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছেন; বিরাটের রাজধানীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

. যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী ছদ্মবেশ ধরিয়া বিরাটের রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। বিরাট তাঁহাদের চিনিতে পারেন নাই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম বিরাটের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। ত্রিগর্ত্ত বিরাটকে ধরিয়া লইয়া গেল দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে ইঙ্গিত করিলেন—ভাই তুমি ইহাকে উদ্ধার কর। দাদার ইঙ্গিত পাইয়া ভীম মহাবেগে ত্রিগর্ত্তের সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে একেবারে তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত। তখন বিরাটের অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজসভার সকলেই তাঁহাকে টিট্‌কারি দিতেছে এবং নানা উপায়ে তাঁহাকে অপমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভীম উপস্থিত হইলে সকলে চমকাইয়া গেল। তিনি ত্রিগর্ত্তের ঝুটি ধরিয়া এবং বিরাটকে কোলে করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে গন্ধর্ব্ব কীচককে বধ করিয়াছে সেই ত্রিগর্ত্তকে লইয়া গেল। যুধিষ্ঠির বিরাটকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ত্রিগর্ত্তকে ছাড়িয়া দিউন—উনি মানী লোক, উনি মানে মানে আপনার দেশে ফিরিয়া যাউন। যেমন কথা তেমনি কাজ হইল। বিরাট-নগরে খবর গেল—যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিরাট ফিরিতেছেন।

যখন বিরাটনগরে হাহাকার পড়িতেছে তখন বিরাটের ছেলে উত্তর রাজার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন, বাবা সব সৈন্য সামন্ত লইয়া গিয়াছেন—একটি সারথিও নাই, একটি

সারথি থাকিলে আমি কৌরবদের হারাইয়া দিতাম। এইকথা শুনিয়া উত্তরের বোন উত্তরা বলিল—দাদা সৈরিন্ধ্রী বলিয়াছে, ঐ যে হিজ্‌ড়েটা আমাদের নাচগান শেখায়, ও নাকি অর্জ্জুনের সারথি ছিল, ওকে সারথি পাইয়াই অর্জ্জুন খাণ্ডববন পোড়াইতে পারিয়াছিলেন। তুমি উহাকে সারথি করিয়া লইয়া যাও, তোমার কোন ভয় নাই। অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাহাই ঠিক হইল। বৃহন্নলা সারথি, উত্তর রথী, উত্তর গোগৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শ্মশানের কাছে একটা সাঁইগাছের নিকট রথ থামাইয়া সারথি বলিল,—দেখ উত্তর, এই গাছে একটা প্রকাণ্ড থলিতে পাণ্ডবরা তাঁহাদের অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছে, তুমি আনিয়া দিতে পার? তাহা হইলে যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় জয় হইবে। উত্তর বলিল—সে কি? ওখানে যে ভূতপ্রেত থাকে, ওখানে মড়া বাঁধা আছে, আমি কেমন করিয়া তাহা ছুঁইব। সারথি বলিল—তুমি সেই থলিটি নামাইয়া আন, উহাতে ভাল ভাল অস্ত্র আছে। ক্রমে সে অস্ত্রের থলি নামান হইল। অর্জ্জুন আপনার অস্ত্র বাছিয়া লইলেন এবং কপিধ্বজ রথকে স্মরণ করিলেন। কপিধ্বজ রথ আসিল, সারথি তাহাতে উঠিলেন। উত্তর জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে বল? তুমি ত সামান্য লোক নও। সারথি বলিলেন—আমি অর্জ্জুন—আমি উর্ব্বশীর শাপে হিজ্‌ড়ে হইয়াছি, ইহাতে আমার অজ্ঞাতবাসের খুব সুবিধা হইয়াছে। ক্রমে অর্জ্জুন রথ হাঁকাইয়া লইয়া চলিল। উত্তর দেখে সম্মুখে এক সমুদ্র—উত্তর বলিল—তুমি কোথায় আনিলে, এ যে সমুদ্র। অর্জ্জুন বলিলেন—ও সমুদ্র নয়; ও তোমাদের গরুসকল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, কত গরু দেখছ? আর ঐ দেখ কুরু-সৈন্য, ঐ দেখ

ভীষ্মের রথ,দ্রোণের রথ। উত্তর বলিল, আমি এদের সহিত লড়াই করিতে পারিব না, আমি সারথি হই, তুমি রথী হও। অর্জ্জুন রথী হইয়া রথে বসিলে, ধ্বজায় হনুমান ছিলেন, তিনি এক হাঁক দিলেন। কুরুকুলের ভিতর মহাগোল পড়িয়া গেল। ওরে অর্জ্জুন আস্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণ বলিলেন—ব্যাপার বড় সোজা নয়—সৈন্যগণকে দু'ভাগ কর, এক ভাগ গরু তাড়াইয়া লইয়া যাক্, আর এক ভাগ যুদ্ধ করুক। অর্জ্জুন কিন্তু এমন কৌশল খেলিলেন যে অল্প সময়ের ভিতরেই গোরক্ষী সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, আর গরুগুলা হাম্বা হাম্বা রব করিয়া বিরাটের গোগৃহাভিমুখে ফিরিয়া গেল। অর্জ্জুন অমনি রথ লইয়া কুরু-সৈন্যের মাঝে আসিয়া পড়িলেন এবং কর্ণের এক ভাইকে মারিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে হস্তিনার দিকে পাঠাইয়া দিলেন। অর্জ্জুন কিন্তু বড় বড় মহারথীদের গ্রাহ্য না করিয়া দুর্য্যোধনের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই সেইদিকে যাইতে লাগিল। অর্জ্জুন তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, অনেক কুরুসৈন্য ক্ষয় হইল। তখন অর্জ্জুন ভাবিলেন, পরের জন্য আর কুরুসৈন্য-ধ্বংস করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। সুতরাং তিনি এক সহজ উপায় বাহির করিলেন—তিনি সম্মোহন অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। জার্ম্মাণ-যুদ্ধে যেমন বিষাক্ত গ্যাসে সব সৈন্য ঘুমে অচেতন হইত, সম্মোহন অস্ত্রে তেমনি সব কুরুসৈন্য ঘুমাইয়া পড়িল। অর্জ্জুন অমনি রথ হইতে নামিয়া উত্তরার জন্য বড় বড় বীরদের কাপড় চোপড়, গহনাপাতি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। আবার সাঁই-

গাছে অস্ত্র শস্ত্র বাঁধিয়া উত্তরকে বলিয়া দিলেন—আমি যে অর্জ্জুন একথা প্রকাশ করিও না।

দুই তিন দিনের মধ্যেই কিন্তু সব কথাই প্রকাশ হইল। যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বিরাটের রাজসভায় গিয়া যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসিলেন, দ্রৌপদী তাঁহার বামে, ভীম ও অর্জ্জুন ছাতা ধরিয়া আছেন, নকুল ও সহদেব চামর দুলাইতেছেন, উত্তর সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় বিরাট আসিয়া দেখিলেন তাঁহার সিংহাসনে আর একজন বসিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন কিন্তু উত্তর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন ইনি যুধিষ্ঠির, ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন, এই অর্জ্জুনের বীর্য্যেই আমাদের গরুগুলি রক্ষা পাইয়াছে। তখন বিরাট যুধিষ্ঠিরের স্তবস্তুতি করিলেন এবং অর্জ্জুনকে বলিলেন—আমি আমার কন্যা উত্তরাকে তোমায় দান করিলাম। অর্জ্জুন বলিলেন—তা কি হয়? আমি গুরু, সে আমার শিষ্যা, আমি গ্রহণ করিলাম বটে কিন্তু পুত্রবধূ করিবার জন্য; আমার পুত্র, যদুবংশের দৌহিত্র, কৃষ্ণের ভগ্নীপুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দিব। অমনি কৃষ্ণের কাছে খবর গেল। কৃষ্ণ আসিলেন, বলরাম আসিলেন, অনেক যদুবীর আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীও আসিলেন। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

বিধুবাবু যতদূর পারিয়াছেন, বেদব্যাস ও মহাভারত বজায় রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক নিজের জিনিষ তাহাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এক সর্গ শেষ হইয়া গেল আর এক সর্গ যেমন আরম্ভ হইবে অমনি একটি বর্ণনা—কোথাও প্রভাত বর্ণনা—

কোথাও সন্ধ্যাবর্ণনা—কোথাও ঋতুর বর্ণনা—কোথাও দেবালয়ের বর্ণনা—যে বর্ণনায় বাঙ্গালী কবির বাঙ্গালার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার মধ্যে যে সর্গে তিনি বিদুরের বাড়ীতে কুন্তীর দুঃখ এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কৃষ্ণের আগমন বর্ণনা করিয়াছেন এবং শেষে কৃষ্ণ কুন্তীকে লইয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলেন—সেটি পড়িলে বাঙ্গালী মাত্রেই বিধুবাবুর প্রশংসা করিবেন।

বিদুরের কুটীরে কৃষ্ণের আগমন এবং কুন্তীর সান্ত্বনা এবং তাঁহাকে লইয়া দ্বারকায় গমন এ সব চতুর্থ সর্গের কথা। ষষ্ঠ সর্গের গোড়ায় আবার সন্ধ্যার বর্ণনা আরম্ভ হইল—সেই সন্ধ্যায় প্রমোদউত্থানে বসিয়া বিরাটের পুত্রবধু স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে—স্বামী আসিতেছে না ভাবিয়া আকুল হইয়াছে, সখীরা প্রবোধ দিতেছে কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছে না; এমন সময় তাড়াতাড়ি উত্তর আসিয়া উপস্থিত। তুমি কেন এতক্ষণ আস নাই জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর হইল, আমাকে এখনই বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া যুদ্ধে যাইতে হইবে, কৌরবেরা উত্তর গোগৃহ হইতে সব গরুগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

পতিপত্নী সম্ভাষণে নিমগ্ন যখন
উদিল উত্তরা আসি আচম্বিতে তথা
কহিল ভ্রাতারে ডাকি, ভুলেছ কি দাদা
অবিলম্বে যেতে হবে গোধন উদ্ধারে।

শুনিয়া উত্তরের স্ত্রী প্রমদা বলিলেন,—

সহেনাক' ননদিনী সহোদর তব
থাকে যদি মম পাশে প্রমোদ উদ্যানে
কিজন্য ধাইয়া হেথা এসেছ কুমারী

*　　*　　*

ননদিনী যথার্থই বাঘিনী সংসারে
হাড়ে হাড়ে আজি তাহা বুঝিনু কুমারী।

ক্রমে উত্তরা চলিয়া গেল, প্রমদা আপনার স্বামীকে বীর-আভরণে সাজাইতে লাগিল।

আবার সপ্তম সর্গের গোড়ায় উষার বর্ণনা। দ্রৌপদী ফুল তুলিতে গিয়াছেন—ফুলগুলা যেন অনুরাগভরে তাঁহার চারিদিকে ঢলিয়া পড়িতেছে এবং তাঁহার সাজির মধ্যে আসিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, এই সময় কবি মন খুলিয়া দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা করিয়া লইলেন—তিনি ফুল তুলিয়া যেখানে বিরাটমহিষী ঠাকুরঘরে পূজায় নিরত আছেন সেইখানে আসিতে লাগিলেন, এমন সময় উত্তরা তাড়াতাড়ি আসিয়া মায়ের কাছে উপস্থিত হইল,

কত গো পূজিবে আর ওগো মা জননী,
সারারাতি পূজি কিগো মেটেনি কামনা
উঠ মা কাতরা বালা ডাকিছে তোমায়
উঠ গো জননী আর কাঁদায়ো না মোরে

জননী তখন মেয়েকে কোলে তুলিয়া আদর করিলেন এবং পরে বলিলেন, কি কুলগ্নে এক কুলক্ষণে মেয়েকে বাড়ীর ভিতর

ঢুকাইয়াছিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—ওরই জন্য গন্ধর্ব্ব এসে আমার ভাইটিকে মারিয়া ফেলিল—আবার কাল রাত্রিরে এক দুঃসংবাদ আসিয়াছে যে মহারাজ ত্রিগর্ত্তরাজার সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে, আজ আবার একটা হিজ্‌ড়েকে সারথি করিয়া ছেলেটা যুদ্ধে গেল কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে; যাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে বড় বড় রাজারা কাঁপিয়া যায়, বালকপুত্র তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কি যে হবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, হয়ত আমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। মেয়ে বলিলেন, মা, তুমি ওকে চেন না, ও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে না, ও সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, ওর গন্ধর্ব্বপতি বাবাকে উদ্ধার করে ত্রিগর্ত্তকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছে।

বাসর-ঘরে কুন্তীকে লইয়া মেয়েরা যে আমোদ প্রমোদ করিল সেটি বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ত্রয়োদশ সর্গে নাচের আসরে কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— দাদা, তুমি ত একবৎসর মেয়েদের নাচ শিখাইয়া আসিয়াছ, আজ এমন সুখের দিন আমাদের একবার তোমায় নাচ দেখাতে হবে। অর্জ্জুন জবাব দিলেন—তুমি কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে অনেক নেচেছ, অনেক গেয়েছ, অনেক বাঁশী বাজিয়েছ, আমাদের একবার সেই নাচ দেখিয়ে দাও, আর সেই গান শুনিয়ে দাও এবং সেই বাঁশরী বাজিয়ে দাও। এই যে শালা ভগিনীপোতের কৌতুক এটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে, এ সবগুলি বেদব্যাসের নয়, এগুলি বিধুবাবুর নিজের। বিধুবাবু অমিত্রাক্ষরে কাব্য লিখিয়াছেন—গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কবিতাস্রোত তাহার কলমের মুখে বহিয়া যাইতেছে, অবিরাম

কলকলনাদে চলিয়াছে ; কোথাও বাধা পায় নাই, কোথাও বোধ হয় নাই যে বিধুবাবুকে পরিশ্রম করিয়া কথা জোগাইতে হইয়াছে। নূতন লেখকের এরূপ অবিরল ধারায় কবিতাবর্ণন খুব গৌরবের কথা। বিধুবাবু কবিতা লিখিতে থাকুন, তিনি কালে বাংলার মধ্যে বড় কবি হইতে পারিবেন।

২৬নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গোগৃহ

প্রথম সর্গ

নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমি পাণ্ডব-সন্ধানে
কৌরব-সন্দেশবহ ফিরিলা যখন
হস্তিনায়, কহ দেবি মরালবাহিনি !
কি করিলা মহামানী রাজা-দুর্য্যোধন ?
কেমনে শ্রীভীমার্জ্জুন কৌরবে মথিয়া
রক্ষিলা বিরাট রাজে, গোধন তাহার ?
কেমনে প্রণয়-সূত্রে সুভদ্রা-নন্দন
আবদ্ধ হইলা মৎস্য-রাজ-কন্যাসহ ?
বন্দি পুনঃ মা জননী কবিকুলেশ্বরী
শ্বেতাম্বরা শ্বেতভুজা পঙ্কজবাসিনী
চরণ-কমল মাগো অকৃতি অজ্ঞান,

গোগৃহ

দয়া করি দাসে দেবি! দেহ পদছায়া,
চাহিনা হইতে মাগো কবি-কুলপতি
শ্রীবাল্মিকী কালিদাস শ্রীমধুসূদন,
বাসনা রচিব কাব্য সরস মধুর
বর্ষিবে অমিয়-ধারা শ্রবণে যাহায়।
স্থরম্য প্রাসাদ রত্নস্তম্ভ সারি সারি
কনকমণ্ডিত চন্দ্রাতপ শিরোদেশে,
হীরক-মুকুতা-মালা স্তবকে স্তবকে
ঝুলিছে তাহায়, যথা নক্ষত্রমণ্ডল
শোভে চারু নভদেশ উজলি প্রভায়;
এহেন হর্ম্মের মাঝে রতন আসনে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পাত্র মিত্র সহ
বসি রাজা দুর্য্যোধন ভারত-ঈশ্বর,
বসে যথা শচীনাথ বৈজয়ন্তধামে
ত্রিদিব-বিশ্রুত যত সভাসদ্ সহ।
এমন সময়ে যত কুরু-দূতগণ,
ভারতের সর্ব্বদেশ তন্ন তন্ন খুঁজি
উপস্থিত সভামাঝে জানাতে সম্রাটে
পাণ্ডব-সন্ধানবার্ত্তা। আরম্ভিলা দূত
বন্দিয়া সম্রাটে আর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপে;—
"মহারাজ! খুঁজিলাম সমগ্র ভারত,
পর্ব্বত প্রান্তর নদী বন উপবন

উপত্যকা মরুভূমি ভীষণ-কান্তার
মুনির আশ্রম কিংবা পুণ্য তীর্থদেশ
সিদ্ধ-ব্রহ্মচারীস্থান তড়াগ তটিনী
মনোরম পুষ্পোদ্যান সৈকত পুলিন
গ্রাম উপগ্রাম আদি নগর প্রাসাদ
দরিদ্রের পর্ণকুটি কুঞ্জ বা আকর,
কিন্তু প্রভো ! কোন স্থানে পাণ্ডব-সন্ধান
না পাইনু প্রাণপণ যতন করিয়া ;
পুনঃ যদি আজ্ঞা হয় খুঁজিতে পাণ্ডবে
প্রস্তুত সকলে মোরা অধীন কিঙ্কর।
কিন্তু পাইয়াছি প্রভো ! সুসংবাদ এক,
দুর্দ্ধর্ষ কীচক বীর বিরাট-শ্যালক
মৎস্যরাজ-সেনাপতি অজেয় সমরে
নিহত গন্ধর্ব্ব-করে ভ্রাতাগণসহ,
মৎস্যরাজ্য রক্ষীহীন কীচক-বিহনে,
উত্তম সুযোগ এই বিরাট-বিজয়ে।"
দূতের বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন
বহুক্ষণ তুষ্ণীভাবে অবস্থান করি
কহিতে লাগিল চাহি সভাসদ্‌পানে,—
"দুর্জ্ঞেয় কার্য্যের গতি বুদ্ধির অগম্য,
খোঁজ সবে পুনর্ব্বার দৃঢ়বদ্ধ পণে
কোথায় পাণ্ডবগণ করেছে প্রস্থান,

কোন্ গুপ্তস্থানে তারা আছে লুকাইয়া,
অজ্ঞাতবাসের এই বৎসর তাদের,
অধিক সময় তার হয়েছে বিগত,
স্বল্পমাত্র আছে যাহা হইলে অতীত
প্রতিজ্ঞা-বিমুক্ত হবে পাণ্ডুপুত্রগণ,
প্রমত্ত বারণ সম প্রচণ্ড গরজি
রোষাবেশে দাঁড়াইবে কৌরব-বিপক্ষে ;
অতএব কর ত্বরা ব্যবস্থা বিহিত
কালজ্ঞ পাণ্ডব যাহে পশে পুনর্ব্বার
সত্যব্রত পালিবারে অরণ্যানী মাঝে
দরিদ্র ভিক্ষুকসম বল্কল বসনে,
নির্দ্বন্দ্ব নিশ্চিন্ত চিত্তে নিঃশত্রু হইয়া
ভুঞ্জি এ ভারতরাজ্য প্রবল প্রতাপে।”
রাজার আদেশ শুনি কর্ণ মহাবীর
কহিলা আপন মত সম্বোধি ভূপালে,—
“কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী ধূর্ত্ত বিচক্ষণ
কর্ম্মিষ্ঠ বিনীত চর, ছদ্মবেশ ধরি,
সুসমৃদ্ধ জনপদ গোষ্ঠী বা আকর
সিদ্ধগণ-সংসেবিত প্রতি তীর্থদেশ
খুঁজুক একান্ত মনে দিবা-রাতি ধরি ;
পাণ্ডবে বিশেষরূপে চেনে যারা আর
তারাও খুঁজুক তীর্থে আশ্রমে নগরে

ছদ্মবেশী পাণ্ডুসুতে সুসংস্কৃত বেশে।”
অতঃপর মহাপাপী দুষ্ট দুঃশাসন
কহিতে লাগিলা ধীরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রতি—
“বিশ্বাস-ভাজন যত কুরুদূতগণ
যথাযোগ্য পুরস্কার গ্রহণ করিয়া,
মহাবীর কর্ণ-উক্ত প্রদেশ-সমূহ
খুঁজুক আবার যত্নে দুরাত্মা-পাণ্ডবে ;
হয় অতি গুপ্তভাবে করে তারা বাস
অথবা সমুদ্রপারে ক’রেছে গমন
কিংবা মহারণ্য মাঝে হিংস্র জন্তু করে
পাঞ্চালনন্দিনী-সহ হয়েছে নিহত ;
মৃত তারা বিন্দুমাত্র নাহিক সন্দেহ,
ভুঞ্জ এ বিশাল রাজ্য নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে।”
দুঃশাসন-যুক্তি শুনি আচার্য্য প্রধান
দ্রোণাচার্য্য, কহিলেন দুর্য্যোধন প্রতি,—
“শোন বৎস! কর কার্য্য যুক্তিযুক্ত যাহা,
শৌর্য্যশালী কৃতবিদ্য জিতেন্দ্রিয় ধীর
ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ শূর মহাবুদ্ধিমান্
পাণ্ডুর তনয়গণ প্রতি জনে জনে,
বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির পরম পণ্ডিত
নীতিধর্ম্ম অর্থতত্ত্বে বৃহস্পতি সম,
এ হেন পাণ্ডবগণ, মম মনে লয়

হয়নি বিনষ্ট কভু দুঃখেতে পড়িয়া,
অপেক্ষিছে তারা শুধু কাল-প্রতীক্ষায়,
অতএব কালপূর্ণ হইবার আগে
বিধিমত অন্বেষণ কর্ত্তব্য তোমার ;
বিশুদ্ধাত্মা গুণবান্ সত্যপরায়ণ
দুর্দ্ধর্ষ তপস্বী ধীর শত্রুহীন তারা,
মহাতেজা সুকৌশলী দুর্জ্জেয় দূতের ;
প্রের যত সিদ্ধচর চতুর ব্রাহ্মণ,
বিদিত যাহারা সবে, পাণ্ডব সন্ধানে।"
অতঃপর আচার্য্যেরে প্রশংসি অশেষ
কহিতে লাগিলা বৃদ্ধ কুরুকুলচূড়া
শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বীরেন্দ্র-তিলক ;—
"সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত শাস্ত্র-জ্ঞানবান্
সময়-অভিজ্ঞ ধীর ক্ষাত্রধর্ম্মচারী
প্রতীক্ষা করিছে কাল পাণ্ডুসুতগণ,
কৃষ্ণ-অনুগত সবে শ্রীকৃষ্ণ-আদেশে ;
অবসন্ন কভু তারা হইবে না ভবে,
স্ববীর্য্য প্রভাবে আর ধর্ম্ম-কর্ম্মবলে
সতত রক্ষিত তারা পৃথিবী মাঝারে,
নাহি শক্তিমান্ কেহ এ ভবমণ্ডলে
সাধিতে সক্ষম যেবা পাণ্ডব-অহিত ;
নীতিজ্ঞের নীতিজাল বড়ই কঠোর,

তথাপি উল্লেখ যাহা করিতেছি আমি
সম্যক্ বিচারি পাণ্ডুসুতের বিষয়ে,
অতি যুক্তিযুক্ত তাহা নহে ঈর্ষা-পূত ;
পাণ্ডব-অনিষ্ট যাহে আছে সম্ভাবনা
মাদৃশ জনার নহে সে কাজে কদাপি
সুসঙ্গত যুক্তিদান, কিন্তু সত্যশীল
জিতেন্দ্রিয় ধাৰ্ম্মিক সুজন, সভামাঝে
প্রদানিবে সুযুক্তি সর্ব্বদা, এই সে কারণে
দানিতেছি উপদেশ যুক্তিযুক্ত যাহা।
পাণ্ডুপুত্র বাসভূমি নির্ণয় বিষয়ে
বলিয়াছে যাহা আজি অপর সকলে
সমীচীন বলি তাহা করিনা স্বীকার ;
ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যেই জনপদে
হরিবে সময় পত্নী ভ্রাতৃগণ সহ,
তথায় ভূপতিগণ হবে পরাঙ্মুখ
সাধিতে অন্যায় কাজ, জনগণ সদা
রহিবে বদান্য পুষ্ট সহিষ্ণু সন্তোষ,
ঈর্ষা অভিমান কিংবা মাৎসর্য্য অসূয়া
স্থান নাহি পাবে সেথা, সদা বেদধ্বনি
উত্থিত হইবে যাগ-যজ্ঞের সহিত,
পর্জ্জন্য বর্ষিবে বারি প্রচুর সর্ব্বদা
শস্যপূর্ণ রবে পৃথ্বী-আতঙ্ক-বিহীন,

রসাল সুস্বাদুফল ধান্য মনোহর
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরা রবে সেই দেশ,
সুখস্পর্শ সমীরণ বহিবে সতত,
হৃষ্ট পুষ্ট গাভীগণ বৎস সাথে লয়ে
বিচরিবে চারিদিকে পুলক অন্তরে,
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-গব্য পানীয় সকল
সরস সুখাদ্য হবে হবে মনোরম,
রস স্পর্শ গন্ধ শব্দ হবে মনোহর,
সমুদায় দৃশ্যাবলী জুড়াবে নয়ন,
স্বধর্ম্ম পালিবে দ্বিজ দ্বিজাতি-সকল,
সন্তুষ্ট থাকিবে লোক সেই পুণ্যদেশে,
দেব-পূজা দান-ধর্ম্ম অতিথিসৎকার
সুসম্পন্ন হবে তথা মহাসমারোহে,
অশুভ বিষয়ে দ্বেষ, শুভে আস্থাবান্,
মিথ্যা-কথা কেহ কভু কহিবে না সেথা,
এমন নির্ম্মল সৌম্য রাজা যুধিষ্ঠির ;
শান্তি ক্ষমা সত্য ধৃতি লজ্জা কীর্ত্তি দান
দয়া সরলতা শ্রীর বিমল আধার,
সামান্য লোকের পক্ষে অতি অসম্ভব
বুঝিতে শ্রীযুধিষ্ঠিরে, দ্বিজাতি অক্ষম ;
অতএব কুরুরাজ ! যদি আস্থা হয়
আমার বচনে তব, খোঁজ সেই স্থান

পাণ্ডব-সন্ধান ধ্রুব পাইবে তথায়।”
অনন্তর কৃপাচার্য্য সম্বোধি ভূপালে
কহিলা সুনীতিপূর্ণ উপদেশবাণী—
“ভীষ্মদেব-উপদেশ যুক্তিযুক্ত অতি
ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত ইহা উচিত পালন ;
কর্ম্মদক্ষ গূঢ়চর প্রেরি চারিভিতে
গতি বিধি বাসস্থান পাণ্ডবগণের
নিরূপণ কর ত্বরা ; নিজ ইষ্ট তরে
হিতকর নীতি যাহা করহ বিধান,
যে হেতু বাসনা যার জীবনধারণ
উপেক্ষা উচিত নয় তাহার কদাপি
সামান্য শত্রুর প্রতি, সর্ব্বাস্ত্র কুশল
পাণ্ডবে তাচ্ছিল্য নহে নীতি অনুজ্ঞাত ;
অধুনা পাণ্ডবগণ গুপ্তবেশ ধরি
ভ্রমিতেছে দেশে দেশে হরিতে সময়,
হইলে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ উদিবে আবার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম প্রখর কিরণে।
স্বীয়-রাজ্য পর-রাজ্য বল ভালরূপে
উচিত পরীক্ষা এবে, যে হেতু পাণ্ডব
উত্তীর্ণ হইবামাত্র প্রতিজ্ঞাসাগর,
মহোৎসাহে রাজ্য-অর্দ্ধ চাহিবে আপন।
কোষশুদ্ধি বলশুদ্ধি নীতি যে সকল

বিধান কর্ত্তব্য ত্বরা থাকিতে সময়,
নিজবল মিত্রবল সামর্থ্য সৈন্যের
সামন্ত নৃপতিগণ কত ক্ষমবান্,
সৈন্যগণ মধ্যে কেবা অনুরক্ত তব
কেবা বা অননুরক্ত বিচার তাহার
কর্ত্তব্য সম্যক্ বলি মম মনে লয় ;
সাম দান ভেদ আদি নীতি অনুসারে
বশীভূত কর যত প্রবল বিপক্ষে,
স্বল্পবল শত্রু বশ কর বাহুবলে,
সান্ত্ববাদে মিত্রগণে, সৈন্যে মিষ্টভাষে
আপন অধীনে রাখ সন্তুষ্ট করিয়া,
কোষশুদ্ধি হবে তাহে, বাড়িবে ক্ষমতা,
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইবে তোমার,
প্রচণ্ডবিক্রম-শত্রু অথবা পাণ্ডব
উপস্থিত হ'বামাত্র পারিবে রোধিতে ;
যথাকালে যুক্তিযুক্ত করিলে বিধান
পাইবে অনন্ত সুখ ভবিষ্য-জীবনে।"
উত্তম সুযোগ হেরি ত্রিগর্ত্ত-অধিপ
কর্ণপ্রতি দৃষ্টি রাখি, ভূপালে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা বীর অতি ব্যগ্রভাবে—
"দুরাত্মা কীচক প্রভো ! মোরে সবান্ধবে
পীড়িয়াছে বহুবার পরাজিয়া রণে,

কীচক-সাহায্য-বলে বিরাট নৃপতি
বিধ্বস্ত করেছে মম রাজ্য বার বার ;
এবে সে দুর্দ্দান্ত দুষ্ট ক্রূরাত্মা কীচক
গতায়ু গন্ধর্ব্ব-করে শত ভ্রাতা সহ,
বিরাট কীচক-বধে নিশ্চয় অধুনা
হত-দর্প নিরাশ্রয় উৎসাহ বিহীন,
অতএব যদি হয় আদেশ এক্ষণে
মহাত্মা কর্ণের আর কৌরবগণের,
মৎস্যদেশ আক্রমণ করিয়া সত্বর
পরিশোধ লই আমি পূর্ব্ব অপমান ;
কৌরব ত্রিগর্ত্তসহ মৎস্যে আক্রমিলে
মৎস্যরাজ্য ছারখার হইবে নিশ্চয়,
ধন-রত্ন-রাজ্য-গাভী হবে হস্তগত,
বিরাট বশ্যতা ধ্রুব করিবে স্বীকার,
কোষবৃদ্ধি রাজ্যবৃদ্ধি হইবে ইহায় ।”
সুশর্ম্মা-বচন শুনি কর্ণ মহাবীর
কহিলা সম্রাটে তবে,—“সুশর্ম্মা-বচন
যুক্তিযুক্ত হিতকর সময় উচিত ;
সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
কর্ত্তব্য বিরাট-যাত্রা অধুনা মোদের,
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য পিতামহ সনে
সত্বর করহ যুক্তি বিরাট-বিজয়ে,

বিলম্ব কর্ত্তব্য নয় একাজে তোমার ;
অর্থহীন বলহীন পৌরুষ-বিহীন
ভিক্ষুক পাণ্ডবে খুঁজি কিবা প্রয়োজন ?
চিরতরে পলায়িত, কিংবা ধ্রুব তারা
কালের কবলে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত ;
কর্ত্তব্য অধুনা তব নিরুদ্বিগ্ন চিতে
মৎস্যরাজ্য-আক্রমণ, গ্রহণ তাহার
ধন রত্ন গাভী আদি সম্পত্তি সম্পদ্।"
অভিনন্দি কর্ণবীরে অনুজে আহ্বানি,
আজ্ঞা দিলা মহারাজ কুরুকুলপতি,—
"বাহিনী-যোজনা কর বিরাট-বিজয়ে ;
অগ্রেই ত্রিগর্ত্তরাজ করুক প্রয়াণ
মৎস্যদেশে, দূর করি গোপগণে তথা
ধনরাজি গোসমূহ করুক গ্রহণ ;
পরদিন সৈন্যদল দ্বিধাভাগ করি
বিরাট-বিজয়ে মোরা করিব প্রস্থান।"

ইতি প্রথমসর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

সম্রাট্-আদেশ লভি সুশর্ম্মা নৃপতি
সৈন্য-সমাবেশ করি সুশৃঙ্খল রূপে
কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমীতে অগ্নিকোণ-মুখে
পূর্ব্ব অপমান শোধ করিতে গ্রহণ
বাজাইয়া শঙ্খ ভেরী গম্ভীর নিনাদে
বিরাট-বিজয় আশে করিলা প্রয়াণ।
উপনীত হয়ে বীর বিরাট নগরে
লুণ্ঠন করিল রত্ন গোধন সমূহ,
হয় হস্তী আদি গ্রাম রাখিল না বাকী।
ভয়ার্ত্ত রক্ষকবৃন্দ না দেখি উপায়
ছুটিয়া বিরাটরাজে কহিল বন্দিয়া
নৃশংস সে অত্যাচার লুণ্ঠন কাহিনী,
কেমনে ত্রিগর্ত্তরাজ পূর্ব্ব বৈর স্মরি
লুণ্ঠন করিল রাজ্য পীড়িল প্রজায়,
কেমনে কৌশলে তারা শত্রুসৈন্যে ছলি
আসিয়াছে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে।
দূত-মুখে শুনি সেই নির্ম্মম বারতা
ক্রোধেতে বিরাটরাজ উঠিল গর্জ্জিয়া,—

"হেন স্পর্দ্ধা সুশর্ম্মার, যেই মূঢ়মতি
বার বার পরাজিত লাঞ্ছিত হইয়া
করিয়াছে পলায়ন কুক্কুর সমান,
আজি পুনঃ সেই ভীরু আমার প্রজায়
পীড়িয়া হরিয়া লয় মম রত্ন ধন ?
কোন্ দৈববলে কিংবা কার প্রেরণায়
হইয়াছে তার এত সাহস ভরসা ?
ভেবেছে দুর্ব্বৃত্ত বুঝি কীচক-মরণে
হীনবল মৎস্যরাজ্য সহায় বিহীন ?
কিন্তু মূর্খ জানে নাকি এখন' বিরাট
বর্ত্তমান সগৌরবে বিক্রম-কেশরী,
কোন্ ছার সে সুশর্ম্মা, ডরে না কৌরবে,
উপযুক্ত প্রতিফল দিব দুষ্টে আজি,
পুনরায় যাহে মূঢ় না করে সাহস
আক্রমিতে মৎস্যরাজ্য চোরের মতন।
সাজ যত বীরবৃন্দ, সাজাও বাহিনী,
শতানীক মদিরাক্ষ সাজ শঙ্খ শ্বেত,
পাত্র মিত্র সভাসদ্ সাজহ সকলে,
বাজাও বিজয়-ভেরী গগন বিভেদি,
সাজাও গোপাল কঙ্কে, সাজাও বল্লবে,
অশ্বপালে দিব্য অস্ত্র দাও শতানীক !
হস্তী অশ্ব রথ অস্ত্র লও শত শত,

সহস্র সহস্র সৈন্য সেনাপতি সহ
সুসজ্জিত কর ত্বরা ত্রিগর্ত্ত-শাসনে।"
রাজার আদেশ পেয়ে শতানীক বীর
রাজভ্রাতা সেনাপতি দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
গোপাল বল্লব কঙ্কে অস্ত্র বর্ম্ম দানি
সাজাইল অশ্ববৈদ্যে বিবিধ আয়ুধে ;
মৎস্যরাজ্য-সৈন্যদল সমাবেশ করি,
রথ রথী গজ বাজী একত্র সাজায়ে,
বাজাইয়া রণবাদ্য গম্ভীর আরাবে,
কাঁপাইয়া পৃথ্বীতল সৈন্যপদভরে,
চলিল ত্রিগর্ত্তজয়ে পরম উল্লাসে।
মীন-ধ্বজ-রথে রাজা মৎস্য-অধিপতি
গোপাল বল্লব কঙ্ক চলিল পশ্চাতে
অশ্বপাল মহাতেজা বিভিন্ন স্যন্দনে।
পাণ্ডবে সজ্জিত হেরি হাসিল ধরণী,
আনন্দে বিহগগণ করিল কূজন,
আলোকিত চতুর্দ্দিক রূপের প্রভায়,
স্বরগ আঁধারি যেন উজলি বিরাটে
উদিল মধ্যাহ্ন ভানু বিমল কিরণে।
কুঞ্জরে মাহুতগণ অশ্বে আশোয়ার
রথ রথী পদাতিক চলে অপ্রমেয়,
চলে মল্লবৃন্দ যেন যমের কিঙ্কর,

সহস্র সহস্র খড়্গী দ্বিতীয় শমন,
আবরিল রবিকর সৈন্যপদরজে,
দিবা দ্বিপ্রহরে গাঢ় বেড়িল তমসা,
আকাশে বিহগগণ ঘোর অন্ধকারে
উড়িতে অক্ষম সবে পড়িল ভূতলে।
অতঃপর দুই দলে হইল সাক্ষাৎ,
রথে রথে গজে গজে হৈল সংঘর্ষণ,
বাজিল ভীষণ রণ চক্ষের নিমিষে ;
অশ্বে অশ্বে আসোয়ারে কুঞ্জরে কুঞ্জরে
মল্লে মল্লে মহারণ ভীষণ দর্শন,
খড়্গে খড়্গে কাটাকাটি রক্তের তরঙ্গ
বহিল প্রবল বেগে প্লাবিয়া মেদিনী,
গদায় গদায় যুদ্ধ অদ্ভুত ব্যাপার
মহাশব্দ সমুত্থিত আঘাতে আঘাতে,
যথা অরণ্যানী মাঝে বনস্পতি দ্বয়
ঝটিকা-উৎপাতে তুলে আরাব ভীষণ ;
মুহুর্মুহু সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন
ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি শঙ্খের নিস্বন
রণবাদ্য কোলাহল ক্রন্দনের রোল
সমুদ্রগর্জ্জন সম উঠিল তথায়,
বধির করিল কর্ণ, কাঁপিল মেদিনী,
শিহরি উঠিল শিশু জননীর ক্রোড়ে ;

দ্বিতীয় সর্গ

দেবাসুর যুদ্ধসম মহাভয়ঙ্কর
হইল দারুণ রণ ত্রিগর্ত্ত বিরাটে।
সৈন্য-পদভরে ধূলি উড়িল আকাশে
অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমগ্র পৃথিবী
বাণাগ্নিস্ফুলিঙ্গমাত্র ক্ষণে-ক্ষণে জ্বলি
প্রকাশিল রণস্থল, প্রকাশে যেমতি
চমকি খদ্যোতকুল গগন মাঝারে
প্রগাঢ় আঁধারে ঢাকা গভীর নিশায়।
রণভেরী ঘোর নাদে উঠিল বাজিয়া
নাচিল বীরেন্দ্র-হৃদি মহান্ উল্লাসে,
বাণে বাণে যুদ্ধস্থল ছাইল আকাশ
বিহগ-গন্তব্য-পথ করিল বিরোধ,
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি,
রথ রথী পদাতিক পড়িল অসংখ্য।
বুকে শেল বাজি কোথা করে ছট্‌ফট্,
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি,
সব্যহস্ত খড়্গ সহ লুটায় ভূতলে,
পদহীন যন্ত্রণায় করে ধড়ফড়।
শূলী খড়্গী অশ্বারোহী পড়িল বিস্তর,
পড়িল প্রমত্ত করী বহু সৈন্য চাপি,
বহিল রক্তের নদী রণভূমি মাঝে।
দ্বিতীয় প্রহরাবধি চলিল সমর

হেনরূপে, কোন পক্ষে জয়শ্রী সুন্দরী
উদয় হ'ল না আসি সে কাল-তরঙ্গে।
ক্রোধে শতানীক বীর উঠিল জ্বলিয়া
শত শত সৈন্যবৃন্দে করিল বিনাশ।
সেনাপতি বিশালাক্ষ মারিলা একাকী
চতুঃশত শত্রুসৈন্য সমর মাঝারে,
পরে প্রবেশিয়া বীর শত্রুসেনা মাঝে
বাহুবলে কেশে ধরি ধর্ষিল সেনায়,
রথারূঢ় বীরবৃন্দে আক্রমি সবলে
ছিন্ন ভিন্ন করি সবে করিল তাড়না।
অতঃপর মহাবীর বিরাট নৃপতি
বিশালাক্ষ মহাবীরে পশ্চাতে করিয়া
পঞ্চশত শত্রুসৈন্য পঞ্চশত রথী
পঞ্চমহারথ আর অষ্টশত বাজী
সংহারি সমর-ক্ষেত্রে লাগিলা ভ্রমিতে;
হেন কালে মহাবীর, সুবর্ণ স্যন্দনে
নিরখি সুশর্ম্মা রাজে ব্যূহের ভিতর
আক্রমিলা মহাক্রোধে, যথা রাঘবারি
আক্রমিলা ত্রেতাযুগে রাঘব-অনুজে
প্রিয় পুত্র হত শুনি লক্ষ্মণের করে।
পরস্পর স্পর্দ্ধা করি বীরেন্দ্র যুগল
দুই মত্ত ব্যাঘ্র সম লাগিল গর্জ্জিতে।

দ্বিতীয় সর্গ

অনন্তর রণদক্ষ সুশর্ম্মা ভূপাল
আক্রমি বিরাটরাজে, দ্বৈরথ সমরে
প্রবৃত্ত করিল বীর আস্ফালন করি।
কৃতাস্ত্র তীক্ষ্ণধী যোদ্ধা সমান উভয়ে
লঘু হস্ত মহাবীর সন্ধান নিপুণ
এড়িতে লাগিলা শর অসি শক্তি গদা
পরস্পর পরস্পরে বিক্রম প্রকাশি,
বরিষার কালে যথা ভীষণ গর্জ্জিয়া
অবিরল বারিধারা বর্ষে জলধর,
তেমতি বীরেন্দ্রদ্বয় অতি ক্রোধ ভরে
তর্জ্জন গর্জ্জন করি সুতীক্ষ্ণ সায়ক
বরষিলা অবিশ্রান্ত আকাশ আবরি।
পরিশেষে মৎস্যরাজ সুযোগ দেখিয়া
প্রহারিল দশ বাণ সুশর্ম্মা উপরে
পঞ্চ বাণে বিদ্ধ কৈল অশ্ব চতুষ্টয়
ক্ষুভিত করিল বীর রথের সারথি।
সর্ব্বাস্ত্রকুশল রথী রণ-বিশারদ
সুশর্ম্মা ভূপতি রুষি শরের আঘাতে
নিক্ষেপিলা পঞ্চশত নিশিত সায়ক
বিঁধিতে বিরাটরাজে বাজীগণে তাঁর,
বিচ্ছিন্ন হইল সৈন্য অস্ত্রের প্রহারে
ধাইল উন্মাদ প্রায় পশ্চাতে না চাহি,

গোগৃহ

সৈন্য পদোদ্ভূত ধূলি উড়িয়া পবনে
আবরিল চতুর্দ্দিক, কেহ না জানিল
কোথায় রহিল সৈন্য কোথা গজ বাজী।
ক্রমে অস্তাচল পথে চলিল তপন
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল ধরণী
নিশ্চেষ্ট রহিল সবে কিছুকাল তরে।
ক্ষণপরে ভগবান্ কুমুদনায়ক
হাসি হাসি দেখা দিল নীল নভস্থলে,
সসিত জোছনা রাশি প্রকাশি মধুর
নির্ম্মল করিল নিশি দিগন্ত নিচয়।
উল্লাসে ক্ষত্রিয়গণ আলোক নিরখি
আরম্ভিলা ঘোরতর সংগ্রাম আবার।
হস্তকাটা গেল কার' কবচ কুণ্ডল
উগরে রুধির কেহ বক্ষে শর লাগি
নাসা ওষ্ঠ পদহীন বিলুপ্ত নয়ন
কেহ বা মুণ্ডিত কেশ শরের আঘাতে;
ধড় ত্যজি মুণ্ড কত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
ধূলি ধূসরিত হ'ল ভূমিতলে পড়ি,
শালস্কন্ধ সম দেহ বাণের প্রহারে
খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূমে গেল গড়াগড়ি;
চন্দনচর্চ্চিত চারু সুগোল সুঠাম
বিশাল বীরেন্দ্র বাহু দিব্য মনোহর,

কুণ্ডলভূষিত মুণ্ড উষ্ণীষমণ্ডিত
অনির্ব্বচনীয় শোভা করিল বিস্তার
ভীষণ দুর্ব্বার সেই সংগ্রাম ভূমির ;
হত-জীবগণ-রক্তে লোহিত কর্দ্দমে
ধরিলা রক্তিম আভা বসুধা সুন্দরী ।
চলিল তুমুল রণ কিছুকাল ধরি
কত যে মরিল সৈন্য না যায় গণনা ।
এই অবসরে বীর ত্রিগর্ত্তাধিপতি
কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহ চাপি এক রথে
মৎস্যরাজে আক্রমিতে চলিল আবার,
মারিলা অসংখ্য অরি বিরাট-সৈনিক
হয় হস্তী পদাতিক রথীন্দ্র সারথি,
পুনঃ আক্রমিল নৃপ, বিরাট রাজায়,
বাধিল ভীষণ রণ দোঁহার মাঝারে ;
বাণে বাণে আবরিল শুভ্র নীলাকাশ,
পবনের গতি রোধ হইল সেথায়,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে ব্যাপিল ধরণী,
বাণাগ্নি স্ফুলিঙ্গ শুধু ছুটী মাঝে মাঝে
প্রকাশিল রণভূমি, প্রকাশে যেমতি
বিদ্যুৎ চমকি গাঢ় আঁধার আকাশে ;
পরাজিত মৎস্যসৈন্য না হেরি সমরে
ক্রোধে কম্প কলেবর সুশর্ম্মা নৃপতি

সত্বরে স্যন্দন ত্যজি গদালয়ে করে
বধিলা অসংখ্য রথী সারথি কুঞ্জর।
নেহারি সে দৃশ্য রোষে মৎস্যসৈন্যগণ
গদা খড়্গ বাণ অসি সুতীক্ষ্ণ পরশু
যে যাহা পাইল হাতে লইয়া ত্বরিত
ধাইল ত্রিগর্ত্ত প্রতি মহাবীর্য্য ভরে,
বেড়িলা তাহারে যথা পবননন্দনে
বেষ্টিলা রাক্ষস-চমূ স্বর্ণ লঙ্কাপুরে ;
মহাক্রোধে অগ্নিবৎ উঠিল জ্বলিয়া
ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর বীর সুশর্ম্মা নৃপতি
দলিতে লাগিলা সৈন্য মৃগরাজ যথা
দলে মৃগদলে পশি যূথের মাঝারে ;
পরাজয়ি সৈন্য তবে স্ববীর্য্য প্রভাবে
ধাইল প্রবল বেগে বিরাটের প্রতি
বীরেন্দ্র কেশরী বীর ত্রিগর্ত্ত-অধিপ,
নাশিলা সারথি তাঁর অশ্বচতুষ্টয়,
বীর-দর্পে রথচ্যুত করিয়া তাঁহারে
তুলিলা আপন রথে নিজ বাহুবলে,
মহাবেগভরে তবে চালাইলা রথ
নিজ রাজ্য-অভিমুখে বিরাটে লইয়া।
রাজার দুর্দ্দশা হেরি মৎস্যসৈন্যগণ
ত্রিগর্ত্ত সেনার বীর্য্য সহিতে না পারি

পলাইল রণত্যজি ভয়াকুল চিতে।
শতানীক মদিরাক্ষ বিরাট-কুমার
অক্ষম হইল সবে, বহু চেষ্টা করি
ফিরাইতে সৈন্যগণে আশ্বাস দানিয়া।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

জয় জয় মহাশব্দে ধরণী কাঁপায়ে
চলি যবে গেলা বীর ত্রিগর্ত্ত-অধিপ
বান্ধিয়া বিরাটরাজে নিজ রথে তুলি,
যবে মৎস্য-যোদ্ধবৃন্দ ধনুঃশর ত্যজি
আপনি চালায়ে রথ ভয়াকুল চিতে
পলাইলা রণত্যজি গজ-বাজী সহ,
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি সৈন্যগণ মাঝে,
ভ্রাতা পুত্র মন্ত্রিগণ হাহাকার রবে
কঁদিলা করুণ স্বরে ভূধর কাঁপায়ে
'কোথা গেলে মহারাজ' এই কথা বলি ;
সাক্ষাৎ করুণা-মূর্ত্তি দয়ার সাগর
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমূর্ত্তিমান্
নিভৃতে কহিলা ভীমে,—"কি দেখিছ হেথা
দাঁড়ায়ে বিক্ষুব্ধ-চিত্তে পুত্তলিকাসম ?
মহা উপকারী রাজা বিরাট ভূপতি
মো সবার, সংবৎসর আপন আলয়ে
অজ্ঞাতে রাখিলা সবে অতি সযতনে,
যে যাহা যাচিনু তাহা দিল সমাদরে,

হেন উপকারী জনে মোদের সমক্ষে
বাঁধিয়া লইয়া গেল সুশর্ম্মা নৃপতি,
পতঙ্গ উড়িয়া গেল অগ্নির সমক্ষে ?
নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক হয়ে এখনো দাঁড়ায়ে
তাহার উদ্ধার-চিন্তা করিলে না কিছু ?
যবে লোক মাঝে ইহা হইবে প্রচার,
কেমনে পাণ্ডব, মুখ দেখাবে জগতে ?
কহিবে সকলে, অকৃতজ্ঞ ক্রূরমতি
পাণ্ডুসুতগণ, দিবে করতালি সবে
নিরখি মোদের, এই সেই নীচমতি
পাপাত্মা পামর, বিরাট-অহিতকারী,
দিবে গালি বকধর্ম্মীবলি, পৃথ্বী মাঝে
বিঘোষিত হবে এই কলঙ্ক-কাহিনী,
বিশ্রুত পাণ্ডব-যশ কালিমা ধরিয়া
বহিবে বিদেশে দেশে সমীরণভরে ;
বিশেষতঃ ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রিতরক্ষণ ;
অধুনা বিরাটরাজ কীচক-নিধনে
বীরশূন্য হীনবল মোদের আশ্রিত,
কর্ত্তব্য এক্ষণে তাঁর উদ্ধারসাধন।”
অগ্রজ কটূক্তি শুনি ভীম পরাক্রম
ভীমসেন, কহিলেন বিনম্র বচনে
জোড়করে,—“জানি দেব ! ক্ষত্রধর্ম্ম আমি,

আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম্ম জানি ক্ষত্রিয়ের,
কিন্তু তব আজ্ঞা বিনা, কেমনে রাজন্ !
উদ্ধারিব মৎস্যাধিপে ত্রিগর্ত্তে শাসিয়া ?
নিশ্চেষ্ট আছিনু তব আজ্ঞা প্রতীক্ষায় ;
এক্ষণে আদেশ যবে দেছ মহারাজ !
অদ্ভুত আমার কর্ম্ম দেখ দাঁড়াইয়ে,
মুহূর্ত্তে আনিয়া দিব বিরাট ভূপালে
সুশর্ম্মা নৃপতিসহ পীড়িয়া তাহায় ;
ওই যে দেখিছ শাল সরল বিস্তার
আমার হাতের যোগ্য গদার সমান,
ওই বৃক্ষ উপাড়িয়া মারিব সকলে
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্ত-সৈনিক ।”
এই কথা বলি বীর ধাইল সবেগে
উৎপাটিতে তরুবরে পুলক অন্তরে ।
যুদ্ধের বারতা শুনি নাচে যার হৃদি
উত্তেজনা পেলে সেই বীরেন্দ্রকেশরী
কভু কি নিষ্ক্রিয়ভাবে পারে সে থাকিতে
ধাইল প্রচণ্ডতেজে যবে বৃকোদর—
‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’—বলি পাছে কহিল ডাকিয়া
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যাকুল পরাণে,—
“এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম নাহি কর’ ভ্রাতঃ !
বৃক্ষাঘাতে বিনাশিলে শত্রুসৈন্যগণে

অলৌকিক কার্য্য তব হেরি পুরবাসী
চিনিবে সকলে তোমা ভীমসেন বলি,
অজ্ঞাতবৎসর-বাস যদি থাকে বাকী
আবার যাইতে হবে অরণ্যে ফিরিয়া,
অতএব শোন ভ্রাতঃ, মনুষ্য সমান
কর যুদ্ধ রথে চড়ি ধনুর্ব্বাণ লয়ে,
থাকুক নকুল আর সহদেব বীর
তব দুই পার্শ্বে ভীম! দুই সহোদর,
আমিও পশ্চাতে তব সর্ব্ব সৈন্য লয়ে
রক্ষিতে বিরাট রাজে করিব গমন।”
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি পবনকুমার
কহিলা অগ্রজ প্রতি পৌরুষ প্রকাশি—
“কেন বৃথা আর্য্য! তুমি যাবে মোর সাথে,
কোন্ কাজে সহদেব বীরেন্দ্র নকুল
যাইবে আমার সাথে সুশর্ম্মা-বিজয়ে,
কেন বা সৈনিকবৃন্দ করিবে সমর?
থাক’ হেথা সহদেব নকুল সংহতি,
তোমার আদেশ মত বৃক্ষ না লইয়া
রিক্ত হস্তে উদ্ধারিব একাকী সমরে
বান্ধিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপে, বিরাট রাজায়।”
এত বলি বীরবর অতি হৃষ্ট মনে
চলিলা পবনবেগে ত্রিগর্ত্ত-বিজয়ে;

পদভরে পৃথ্বীদেবী লাগিলা কাঁপিতে
পলাইলা জীবজন্তু হেরি ভীম বপু
আতঙ্কে কাঁদিল শিশু চমকি সঘনে।
হেথায় ত্রিগর্ত্তপতি সংগ্রাম জিনিয়া
বিরাটে বন্ধন করি আপনার রথে
কৃষ্ণা নদী উপকূলে উত্তরিল আসি ;
যুদ্ধশ্রমে ক্ষুধাতুর সৈন্যবৃন্দে হেরি
নিবেদিল সেনাপতি মহারাজ-পাশে,—
“ক্ষুধায় আকুল সৈন্য পরিশ্রান্ত অতি,
ভোজন-বিহনে আর বিশ্রাম না করি
অক্ষম চলিতে তারা পথ পদব্রজে।”
সেনাপতি-আবেদন শুনিয়া ভূপতি
আদেশিলা স্কন্দাবার স্থাপিতে তথায়,
রন্ধন ভোজন করি বিশ্রাম লভিতে।
রাজার আদেশ পেয়ে পরম আহ্লাদে
শিবির-স্থাপনা করি তটিনীর তীরে
রন্ধন ভোজন কার্য্য করি সমাপন
পশিল সৈনিকগণ নিদ্রাদেবী-ক্রোড়ে।
বসন-গৃহেতে দিব্য সভা সাজাইয়া,
পাত্র মিত্র সভাসদে বসায়ে সেথায়,
আপনি বসিয়া মাঝে, সুশর্ম্মা নরেশ
পরম উল্লাসভরে বিরাটে সম্বোধি

কহিতে লাগিলা বাক্য বিদ্রূপে বিন্ধিয়া,—
"কোথায় বিরাট তব শ্যালক বীরেন্দ্র,
কোথায় কীচক বীর মৎস্যের রক্ষক,
কোথা গেল সেনাপতি, যার ভুজবলে
ভুঞ্জিলে এ ক্ষিতি মোর এতকাল ধরি ?
বড় ভাগ্যবলে তুমি পাইলে শ্যালকে,
যার তেজে মম রাজ্য লইলে হরিয়া ;
এক্ষণে শ্যালকহীন কি হবে উপায়,
কেবা বা রক্ষিবে তোমা, রাজত্ব তোমার,
সহায় হইবে কেবা এ মহাসঙ্কটে ?
উপায় তোমার কিছু না দেখি রাজন্ !
মম হস্তে মৃত্যু তব দেখিতেছি লেখা,
বামন হইয়া সাধ চাঁদ ধরিবারে ?
হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কেন তব মূঢ়মতি !
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিত ?
সমুচিত প্রতিফল পাবে অচিরায় ।"
সভাসদ্ মাঝে কেহ কহিল সরোষে,—
"খড়্গে কাটি খণ্ড খণ্ড কর দুষ্টে এবে ।"
কেহ বা কহিল গর্জ্জি,—"দণ্ড মাত্র আর
না রাখ জীবিত এরে দাম্ভিক দুর্ম্মতি ।"
কোন সভাজন কহে কৌতুক করিয়া,—
"রাখ মৎস্যরাজে বান্ধি সুদৃঢ় নিগড়ে

নাচাও ভালুক-নাচ দশের সমক্ষে।”
কেহ কহে—“লও দুষ্টে দুর্য্যোধন পাশে
সেথায় লইয়া বধ তুষানল জ্বালি।”
কোন সভাসদ্ কহে,—“রথচক্রে বাঁধি
টানিয়া লইয়া চল সম্রাট-সকাশে।”
সকলের কথা শেষে রাজার বয়স্য
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল হাসিয়া,—
“তোমাদের যুক্তি মোর মনে নাহি লয়,
বিরাট মৎস্যের পতি সম্ভ্রান্ত সম্মানী,
মানীর সম্মান রক্ষা কর্ত্তব্য সবার,
অতএব রথচক্রে বাঁধি হেন জনে
মানহানি করা কভু যুক্তিযুক্ত নয় ;
আমার সুযুক্তি শোন, মস্তক মুড়ায়ে
রাসভ-শিরোপা-শিরে পরায়ে সাদরে
শ্যালক-রক্ষিত-রাজে চতুর্দ্দোলা সম
খরপৃষ্ঠাসনোপরি স্থাপিয়া যতনে
বাজী-বাদ্য সমারোহে বরের মতন
হস্তিনা নগরে লও সম্রাট্-সকাশে,
সেথায় বিরাট নৃপে কারাগার সাথে
মহাআড়ম্বরে বাঁধ বিবাহ-বন্ধনে,
মানীর সম্মান রক্ষা হইবে তাহায়,
নিন্দা না করিবে কেহ কভু ভবিষ্যতে।”

এইরূপ বাক্যালাপ চলিছে যখন
অদূরে পবনভরে পবনকুমার
ভীমসেন, মড়মড়ে বৃক্ষরাজি ভাঙি,
ভাঙে যথা ভীমরবে প্রচণ্ড ঝটিকা
সুদীর্ঘ পাদপশ্রেণী অরণ্য মাঝারে,
প্রমত্ত মাতঙ্গসম উদিল তথায়।
হেরি সেই ভীম বপু তাল বৃক্ষ সম
সভয়ে সুশর্ম্মা-সৈন্য পশ্চাতে না ফিরি
পলাইল ঊর্দ্ধশ্বাসে, পলায় যেমতি
মৃগগণ মৃগরাজে সম্মুখে নেহারি;
নিদ্রাতুর কোন সৈন্য সে ভৈরব নাদে
অকস্মাৎ মেলি আঁখি নিরখি সম্মুখে
দ্বিতীয় শমন সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
আতঙ্কে শিহরি পুনঃ হারায় চেতনা,
কেহ মহাভয়াবেশে গড়ায়ে গড়ায়ে
পড়িল অবশ অঙ্গ কৃষ্ণার সলিলে,
ভয়াচ্ছন্ন কোন সৈন্য কাঁপিতে কাঁপিতে
পড়িল অপর গাত্রে পীড়িয়া তাহারে,
কেহ বা চমকি ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে
পড়িতে লাগিল গজ বাজী পদতলে,
দৃঢ়কায় করীবৃন্দ রথী আসোয়ার
পলাইল উভরড়ে পিশি সৈন্যগণে,

উঠিল ক্রন্দন রোল ভীম ভয়ঙ্কর
ত্রিগর্ত্ত-সৈনিক মাঝে সে দারুণ চাপে,
সৈন্যমাঝে বিশৃঙ্খলা হইল ভীষণ।
নির্ম্মম সে দৃশ্য আর সহিতে না পারি
কতিপয় রথীবৃন্দ মাহুত নির্ভীক
বেড়িয়া ভীমেরে আসি চতুর্দ্দিক হ'তে
শেল শূল শক্তি জাঠী ভূষণ্ডী তোমর
প্রহারিল একসঙ্গে অতি বেগভরে,
মাহুত কুঞ্জরগণে চালাইল রোষে
বধিতে পিশিয়া ভীমে পদতলে ফেলি।
মহাবল পরাক্রান্ত বীর বৃকোদর
বিন্দুমাত্র নাহি গণি ভীষণ প্রহার
ভ্রমিতে লাগিলা সেই রণভূমি মাঝে,
বারিধারা সম শত্রু-বাণ-বরিষণ
পুষ্পবৃষ্টি গণি বীর সহিল অক্লেশে।
এইরূপে শত্রুদন্ত সহি ক্ষণকাল
মহাক্রোধে ভীমসেন উঠিল গর্জ্জিয়া,
শরীর হইল স্ফীত পর্ব্বত সমান,
ভীম পরাক্রম ভীম বীরেন্দ্রকেশরী
ধরিল মাতঙ্গ-শুণ্ড তখন চাপিয়া,
যন্ত্রণায় করিরাজ ছটফট করি
মুহূর্ত্তে পঞ্চত্ব পেল রণস্থল মাঝে,

ধরিয়া বীরেন্দ্র তবে শুণ্ড অপরের
শূন্তে ঘুরাইয়া বধ করিল তাহায়,
এইরূপে হস্তী ধরি হস্তীরে প্রহারি
মারিল অসংখ্য হস্তী ত্রিগর্ত্ত-পতির,
পরে বীর রথদণ্ড ধরিয়া স্বকরে
নিক্ষেপি অপর রথে লাগিলা চূর্ণিতে,
অশ্বপুচ্ছ ধরি পরে অন্য অশ্বে মারি
নিঃশেষ করিলা বাজী সুশর্ম্মা রাজার,
ভয়ে ভীত রথী সৈন্য রহিল যা বাকী
পলাইল দ্রুতপদে রণস্থল ত্যজি,
প্রমত্ত বারণগণ দারুণ প্রহারে
জর্জ্জরিত কলেবর দিশেহারা হয়ে
ছুটিল সমর ত্যজি বেগে চতুর্ভিতে,
মরিল অসংখ্য সৈন্য পদতলে পড়ি।
পুনঃ ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল সেথায়
প্রলয় কল্লোল সম কাঁপায়ে মেদিনী;
চমকি উঠিল শিশু যুবক-যুবতী,
পশু পক্ষী মহাভয়ে পশিল বিবরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত ছুটি কহিল রাজায়—
"পলাও পলাও রাজা! বিলম্ব না করি
ক্ষণমাত্র থাক যদি হারাবে জীবন,
আচম্বিতে কোথা হতে ভীম মহাকায়

এসেছে পুরুষ এক কালান্তক যম,
বধিছে সৈনিকগণে অশ্ব আসোয়ার,
আছাড়ি কুঞ্জরচমূ করিছে বিনাশ,
কোথায় ত্রিগর্ত্তপতি বলি বারবার
খুঁজিছে তোমারে নৃপ! ভীষণ গর্জ্জিয়া,
এখন' সময় আছে পলাও সত্বর,
নতুবা আসিলে হেথা সে ভীম মূরতি
নিস্তার তোমার আর নাহি মহারাজ!"
পশ্চাতে নেহারি দূত, সভয় অন্তরে
কহিল সম্বোধি নৃপে,—"ওই আসে সেই
দারুণ দুর্ম্মদ মূর্ত্তি, পলাও ভূপাল!
পড়িলে উহার হস্তে রক্ষা নাহি আর;"
এত কহি দূতবর কাঁপিতে কাঁপিতে
পলাইল সেই স্থল ছাড়িয়া ত্বরায়।
হেনকালে সিংহনাদ করিয়া ভীষণ
পশিল বীরেন্দ্রসিংহ রাজার সকাশে,
নিরখি দুর্দ্ধর্ষ সেই ভীম কলেবর
আতঙ্কে সুশর্ম্মা নৃপ উঠিল চমকি
থরহরি ঘোরতর লাগিল কাঁপিতে,
ভীষণ সে মূর্ত্তি আর সহিতে না পারি
সভয়ে ত্রিগর্ত্তপতি উঠি দিল রড়।
ভীম-হস্তে পরিত্রাণ বড়ই কঠিন,

একলম্ফে মহাবীর ধরিল তাহারে,
কেশে ধরি আছাড়িয়া ফেলিল ভূতলে।
বিরাট, সে ভীম দৃশ্য ভীষণ-ঘটনা
নিরখিয়া মহাতঙ্কে হারাল চেতনা।
অতঃপর মহাবাহু বীর বৃকোদর
দক্ষিণ করেতে ধরি মৎস্যের অধিপে
বাম হস্তে সুশর্ম্মার কেশগুচ্ছ ধরি
মুহূর্ত্তে লইয়া গেল ধর্ম্মরাজ পাশে,
কহিয়া বৃত্তান্ত বীর করিলা প্রস্থান।
বিরাট চেতনা লভি এই অবসরে
চর্তুর্দ্দিক নিরখিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে
কঙ্ক প্রতি কহে রাজা অতি মৃদুভাষে,—
"বড় ভাগ্যবলে আজি হেরিনু আবার
সভাসদ্‌গণে কঙ্ক! স্বদেশে ফিরিয়া,
ঈশ্বর-কৃপায় প্রাণ বাঁচিল আমার
দুর্দ্দান্ত গন্ধর্ব্ব-করে ভীষণ আকৃতি;"
আতঙ্কে শিহরি পুনঃ কহিল বিরাট,—
"জান কি কোথায় গেল আমা দোঁহা ত্যজি
প্রচণ্ড ভৈরবাকৃতি গন্ধর্ব্ব দুর্ব্বার?
চল কঙ্ক! এইস্থান ত্যজি অচিরায়,
এবার পড়িলে সেই মহাকায়-হাতে
ভয়ে প্রাণ যাবে উড়ে মরিব নিশ্চয়।"

রাজারে আশ্বস্ত করি সুমধুর ভাষে
কহিলেন ধর্ম্মরাজ,—"শোন মহারাজ!
বিন্দুমাত্র নাহি ভয় গন্ধর্ব্বের করে,
বড়ই সদয় তোমা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
এই সে কারণে আজি শত্রুদলে দলি
ত্রিগর্ত্তপতিরে বাঁধি তোমা উদ্ধারিয়া
তব মৎস্যরাজ্যে তোমা এনেছে আবার,
গন্ধর্ব্ব হইতে ভয় নাহি কিছু তব,
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য গেছে নিজ স্থানে
আবশ্যক মত পুনঃ আসিবে হেথায়।"
সুশর্ম্মার প্রতি পরে চাহি যুধিষ্ঠির
কহিলেন মৃদুমন্দ ভৎর্সনা করিয়া—
"হেথায় আসিতে যুক্তি কে দিল তোমায়!
কীচক নিহত তাই বেড়েছে ভরসা?
জান নাকি ওরে মূর্খ! গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
করিয়াছে বাসা হেথা, যার তেজোরাশি
সহস্র কীচক সহ কোটী সুশর্ম্মায়
নিমেষে করিতে পারে ভস্মে পরিণত,
বড় পুণ্যবলে আজি গন্ধর্ব্বের করে
রহিল পরাণ তব সুশর্ম্মা রাজন্!
হেন কর্ম্ম কভু আর ক'রনা জীবনে
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে এ ধরায়।"

পুনরায় চাহি ধর্ম্ম মৎস্যরাজ প্রতি
কহিলা বিনম্রস্বরে মধুর ভাষায়,—
"দয়া করি ক্ষম দোষ ত্রিগর্ত্তপতির,
আজ্ঞা দেহ নরনাথ ! যা'ক রাজা চলি
আপন রাজত্বে ফিরি তোমার প্রসাদে।"
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিরাট ভূপতি
কহিলা ঈষৎ হাসি ত্রিগর্ত্ত অধিপে—
"যদিও অশেষ কষ্ট দিয়াছ আমারে,
বিদ্রুপ করেছ বহু অশ্লীল ভাষায়,
অপমান করিয়াছ পেয়ে নিজ বশে
তথাপি তোমারে ক্ষমা করিনু রাজন্ !
স্মরণ রাখিও শুধু, বর্ব্বরতা কভু
শোভা নাহি পায় নৃপ ! বীরের সমাজে,
দর্পহারী নারায়ণ অনাথ-বান্ধব
কদাপি না সহে কারু দম্ভ অহঙ্কার,
যাও এবে নিজ রাজ্যে স্বজন মাঝারে,
উপদেশ গুলি সদা রাখিও স্মরণ।"
এত কহি মৎস্যপতি আদেশ দানিলা
আনিতে আপন রথ সুসজ্জিত করি।
আসিলে স্যন্দন তাহে আরোহি ভূপালে
প্রেরিলা স্বদেশমুখে সাদর সম্ভাষি।
প্রস্থান করিলে পর সুশর্ম্মা নৃপতি

কহিলেন যুধিষ্ঠির বিরাটে সম্বোধি,—
"অদ্য রাত্র এইস্থানে যাপি মহারাজ !
প্রভাতে গমন কর নগরাভিমুখে,
দূতগণ অবিলম্বে রাজধানী পশি
ঘোষণা করুক তব বিজয়-কাহিনী,
সুহৃদ্ অমাত্যে দিক এ শুভ বারতা,
অপ্রিয়-সংবাদ-ক্লিষ্ট মহিষীগণেরে
অচিরে প্রদান করি এ প্রিয় সংবাদ
বিষাদ-কালিমা-চিহ্ন হরুক সবার।"
ধর্ম্মের নির্দ্দেশমত বিরাট ভূপাল
আদেশ করিলা দূতে, ঘোষিতে সত্বর
সমর-বিজয়-বার্ত্তা নগরে প্রবেশি,
আসিতে কুমারীগণে গণিকা সমূহে
প্রত্যুদ্গমন তরে বাজী বাদ্য সহ।
রাজার আদেশ লভি বার্ত্তাবহগণ
সেই সে নিশিথে যাত্রা করিল পুলকে,
প্রাতঃকালে উপজিয়া নগর সমীপে
ঘোষিল বিজয়বার্ত্তা জয় জয় নাদে।
বহিল আনন্দ স্রোত নগরে আবার
হাসিল প্রকৃতিপুঞ্জ পরম উল্লাসে
নীরব বিষাদমাখা রাজার প্রাসাদ
পূর্ব্বশ্রী ধরিয়া পুনঃ মাতিল উৎসবে॥
ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

রঞ্জিয়া পূরব দিশি অলক্তক রাগে
হাসাইয়া চতুর্দ্দিক উজলি আকাশ
উদিছে প্রভাত-ভানু ঊষারাণী পাশে,
বহিছে সুরভি বায়ু মলয় হিল্লোলে
রঙ্গে সঙ্গে মাতি যেন তুষিতে তপনে
নাচাইয়া মৃদুমন্দ কুসুম সম্ভার,
বিহগ বিটপিশাখে প্রিয়া-পাশে বসি
কূজিছে মধুর রবে কানন মাতায়ে,
বিরহিণী-সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া অকালে ;
কমলিনী প্রাণকান্তে নিরখি আবার
আনন্দে আপনহারা খোলে আবরণ,
মধুভৃৎ নেহারি সে উত্তম সুযোগ
প্রণয়িণী মুখ-ইন্দু চুম্বে বারংবার,
বিষাদে কুমুদ-বধু পতির বিরহে
কমলিনী-গর্ব্ব আর সহিতে না পারি
আবরিয়া ফেলে নিজ বদনকমল ।
তমসা বিগত হেরি প্রকৃতি সুন্দরী

গোগৃহ

পরিয়া হরিত্‌বাস পুলকে মাতিয়া
হাসিলা মধুর হাসি নেহারি তপনে।
এহেন মধুর কালে পর্ণকুটি মাঝে
গণ্ডস্থলে হাত রাখি বিষাদ-মলিনা
শ্বেতাম্বর বিভূষিতা পাণ্ডব-জননী
কুন্তীদেবী, কাঁদিতে লাগিলা পুত্রদুঃখে,
কাঁদিলা ত্রেতায় যথা কৌশল্যা-জননী
যবে প্রিয়পুত্র রাম গেলা বনবাসে
লক্ষ্মণ সীতার সাথে অযোধ্যা আঁধারি।
সান্ত্বনা করিলা পদ্মা বিদুর-দয়িতা
সতী সিমন্তিনী দেবী মধুর বচনে ;
কিন্তু যথা ভেসে যায় মৃত্তিকার বাঁধ
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে মুহূর্ত্ত মাঝারে,
তেমতি পদ্মার সেই প্রবোধ বচন
ভেসে গেল মুহূর্ত্তেকে শোকের তরঙ্গে।
কহিলা বিষাদে কুন্তী,—"শুন লো ভগিনি!
দুঃখিনী আমার সম নাহি এ জগতে,
যৌবনে হারানু পতি হায় লো অকালে,
সম্রাজ্ঞী হইয়া হ'নু পরের অধীন,
সপত্নী আমার মাদ্রী সতী সীমন্তিনী
স্বামী সনে চলে গেল শিশু দু'টি রাখি
সমর্পি আমার করে পালন করিতে ;

তিনটি নিজের শিশু, সপত্নীর দু'টি,
পাঁচটি সন্তান লয়ে ভাসিনু সংসারে ;
অরণ্যে মরিল পতি সপত্নী আমার,
পড়িনু বিপদে ঘোর শিশুগণে লয়ে ;
দয়া করি ঋষিগণ আনিল হস্তিনা,
নিজরাজ্যে নিজগৃহে সাজিনু কিঙ্করী ;
দেবর বিদুর আর ভীষ্ম মহামতি
এই দুয়ে মম দুঃখে হেরিনু দুঃখিত,
এদেরি সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস বচনে
কথঞ্চিৎ শান্তি লভি থাকিনু সেথায়,
সন্তান-মঙ্গল তরে মান অপমান
নীরবে সহিনু সব পুত্রমুখ চেয়ে
রাজকন্যা রাজপত্নী সম্রাজ্ঞী হইয়া ;
কত আর কব ভগ্নি ! দুঃখের কাহিনী,
বাড়িতে লাগিল শিশু শশিকলা সম,
শিখিল বিবিধ বিদ্যা ভীষ্মের কৃপায়,
মহাবলশালী হ'ল প্রতি জনে জনে,
বলিষ্ঠ প্রধান হ'ল ভীমসেন মোর,
ঈর্ষায় জ্বলিল তাহে গান্ধারীকুমার,
অনিষ্ট সাধনে সূত্র লাগিল খুঁজিতে।
একদা করিব ক্রীড়া জাহ্নবী-সলিলে
এই ছলে ভুলাইয়া দুষ্ট দুর্য্যোধন

আমার কুমারগণে লইল সেথায়,
জলক্রীড়া করি পরে ভোজন সময়
নিজ হস্তে ক্রূরমতি কালকূট বিষ
প্রদানিল ভীম-মুখে, গভীর নিশিথে
নিদ্রা অভিভূত যবে কুমার সকল
উগরে গরল ভীম জ্ঞানহারা হয়ে,
দুর্য্যোধন ভীমে লয়ে গঙ্গা উপকূলে
উত্তাল তরঙ্গমাঝে ফেলিলা নির্দ্দয়,
নিরুদ্দেশ হ'ল ভীম সলিল মাঝারে ;
প্রভাতে খুঁজিয়া বহু না পেয়ে সন্ধান
যুধিষ্ঠির সহদেব নকুল অর্জ্জুন
কহিল কাঁদিয়া আসি ব্যাকুল পরাণে
'কোথা গেল ভীম মাগো পেনু না খুঁজিয়া ;'
আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে প'ল,
সর্ব্বত্র প্রেরিনু দূত অস্থির হইয়া,
কিন্তু সবে ফিরে এলো না পেয়ে সন্ধান,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন লাগিল কাটিতে,
অস্থির হইয়া কৃষ্ণে ডাকিনু আবেগে,
সে কাতর আবেদন পৌঁছিল শ্রীপদে ;
অষ্ট দিন বাদে ভীম আসিল ফিরিয়া
অযুত হস্তীর বল লভি নাগলোকে।
ভেবে দেখ কত কষ্ট সহিনু ভগিনি !

চতুর্থ সর্গ

আবার কাটিল কিছুকাল নির্ঝঞ্ঝাটে,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ল যুধিষ্ঠির,
পুনঃ দুর্য্যোধন দুষ্ট জ্বলিল ঈর্ষায়,
অন্ধরাজ সনে যুক্তি করিয়া দুর্ম্মতি
যুধিষ্ঠিরে চাটুবাক্যে সম্মত করিয়া
বারণাবতেতে রচি জতুগৃহ এক
পাঠাইলা আমা সবে মহা সমাদরে ;
তব পতি-বুদ্ধিবলে বাঁচিনু সেবার
প্রচণ্ড বহ্নির করে জতুগৃহ-দাহে ;
কি দারুণ কষ্ট পদ্মা ! সহিনু সেকালে
কহিতে সে দুঃখ-গাথা বুক ফেটে যায় ;"
এত কহি কুন্তীদেবী কাঁদিলা নীরবে,
কাঁদিলা বাসববাঞ্ছা যেমতি ত্রিদিবে
যবে বৃত্রাসুর রণে স্বর্গচ্যুত হয়ে
পশিলা দেবতাবৃন্দ মরত মাঝারে।
আশ্বাসিয়া পদ্মাবতী কুন্তী পানে চাহি
কহিলা মধুর ভাষে, আহা মরি মরি
বসন্তের প্রিয়সখা বসন্তে মধুর
যেন রে পঞ্চম স্বরে ঝঙ্কারিল তথা,—
"কাজ নাই দিদি! আর কহিয়া তোমার
পূরব বৃত্তান্ত তব দুঃখের কাহিনী।"
কতক্ষণে কুন্তীদেবী কহিলা আবার—

"শুন পদ্মা ! কত কষ্ট পাইনু সকলে
অগ্নিদাহে রক্ষা পেয়ে দেবর-চেষ্টায়
গঙ্গাপার হয়ে বনে করিনু প্রবেশ,
চলিনু অরণ্যপথে হাঁটিয়া হাঁটিয়া
রাজার কুমার রাণী দরিদ্র সমান ;
পথশ্রমে উপজিল দারুণ পিপাসা,
ভীমসেন গেল চলি সলিল-সন্ধানে,
পরিশ্রান্ত মোরা সবে পড়িনু ঘুমায়ে
বৃক্ষতলে ; নিদ্রাভঙ্গে দেখিনু সুন্দরী
হিড়িম্ব রাক্ষস ভগ্নী হরিণ-নয়না
অসামান্য রূপবতী পদতলে বসি ;
ভীষণ রাক্ষস এক প্রলয়-গর্জ্জিয়া
ধাইয়া আসিল ছুটি বধিতে তাহারে,
ক্রোধে ভীমসেন তারে প্রদানিল বাধা
ফিরিয়া সলিল লয়ে ইতি অবসরে ;
বাধিল তুমুল যুদ্ধ উভয়ের মাঝে,
যুঝিতে যুঝিতে রক্ষ হইল দুর্ব্বল
বধিল তাহারে ভীম মুষ্টির আঘাতে
পড়িল হিড়িম্ব দুষ্ট বিকট নিনাদি ।
আশ্বস্ত হইনু সবে । চলিনু আবার,
একচক্রা গ্রামে আসি করিনু বসতি ।
ব্রাহ্মণে রক্ষিতে তথা, প্রদানিনু ভীমে

চতুর্থ সর্গ

দুর্দান্ত রাক্ষস-মুখে বক নিশাচর ;
শ্রীহরি-কৃপায় ভীম রাক্ষসে বিনাশি
ফিরিয়া আসিল গৃহে বন্দিল চরণ,
দারুণ দুশ্চিন্তা-স্রোতে পাইনু নিস্তার ।
আবার আসিনু ফিরে হস্তিনা নগরে
দ্রৌপদীরে বধূ করি দ্রুপদনন্দিনী ।
ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির হইল সম্রাট্,
ঈর্ষায় জ্বলিল পুনঃ দুষ্ট দুর্য্যোধন,
খুঁজিতে লাগিল ক্রূর সুযোগ আবার ;
সৌবল কর্ণের সহ পরামর্শ করি
আহ্বানিল যুধিষ্ঠিরে কপট পাশায়,
সরল উদারচিত্ত যুধিষ্ঠির মোর
সাদরে গ্রহণ করি আহ্বান তাহার
চলিলা হস্তিনাপুরে অনুজ সহিত,
পণ রাখি দ্যূতক্রীড়া করিলা সেথায় ;
হারিলা রাজত্ব ধন দ্রৌপদী অনুজে ।
দুর্য্যোধন-অনুজ্ঞায় দুষ্ট দুঃশাসন
রজস্বলা দ্রৌপদীরে নিল সভামাঝে,
হরিতে বসন চেষ্টা করিল দুর্ম্মতি,
কহিতে সে নিদারুণ লজ্জার কাহিনী
অন্তর জ্বলিয়া উঠে, বুক ফেটে যায় ;
কাঁদিল দ্রুপদকন্যা সভাজনে চাহি

কেহ না মস্তক তুলি আশ্বাসিলা তারে,
পঞ্চস্বামী পণবদ্ধ রহিল নির্ব্বাক ;
উপায় না হেরি কোন পাঞ্চাল-কুমারী—
'হা কৃষ্ণ পাণ্ডব সখা রক্ষ অবলারে
রাখ লজ্জা অবলার লজ্জা নিবারণ'—
ডাকিলা করুণ-স্বরে ব্যাকুল পরাণে,
কৃষ্ণার হৃদয়-ভেদী সে করুণ-ধ্বনি
কাঁদাইয়া বসুমতী কাঁদায়ে ত্রিদিবে
চঞ্চল করিল কৃষ্ণে শ্রীপুর মাঝারে,
ভক্তাধীন ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ
রাখিলা দ্রৌপদী-লজ্জা বসন যোগায়ে,
পাণ্ডব-সম্ভ্রম রক্ষা করিল শ্রীহরি।
কত যে কাঁদিনু পদ্মা !   একথা শুনিয়া,
বহিল বরষা ধারা দু'নয়ন বহি ;
অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতা পত্নীসহ
প্রবেশ করিল বনে প্রতিজ্ঞা-রক্ষণে
আমারে রাখিয়া একা শত্রুপুরী মাঝে,
কাঁদিনু দিবস রাতি হারানু চেতনা,
অসহ্য হইল আর রাজপুরে বাস,
বিদুরের পর্ণাশ্রমে লইনু আশ্রয়,
হরিতে লাগিনু কাল পূজার্চ্চনা করি,
প্রাণপণে যত্ন করি দেবর-ঠাকুর

আমারে তুষিতে চেষ্টা করিল বিশেষ,
পুত্র-পুত্রবধূ-বার্ত্তা দানি মাঝে মাঝে
সান্ত্বনা করিলা মোরে উপদেশ দানি,
পরে মোর সেবা তরে আনিল তোমায়,
সে অবধি জান ভগ্নি! মম দুঃখ গাথা।
সংবৎসর নাহি জানি পুত্রের বারতা
কেমনে হরিছে কাল বধূমাতা মোর
জীবিত আছে বা নাই কহে না দেবর,
মরিতে বাসনা করি মরিতে না দেয়,
কহে পুত্রগণ শীঘ্র আসিবে ফিরিয়া
সসাগরা অধিপতি হইবে আবার ;
আরতো পারিনা ভগ্নি! ধৈরজ ধরিতে,
আশ্বাস-বচনে মন মানে না প্রবোধ।"
এত কহি কুন্তীদেবী কাঁদিলা আবার
বহিল প্রবল অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
পদ্মাবতী পুনরায় সুমধুর ভাষে
বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে লাগিলা তুষিতে—
"জানতো গো দেবি! তুমি দেবর তোমার
মিথ্যা কথা কভু নাহি কহে কোন জনে,
আশ্বাস যখন তিনি দেছেন তোমারে
অচিরে কুমারগণ ফিরিবে নিশ্চয়,
সহেছ তো কত দিদি! একাল অবধি

অকারণ আজি কেন হতেছ বিহ্বলা ?"
কহিলা পাণ্ডব-মাতা সম্বোধি পদ্মায়—
"পুত্র-শোক কি ভীষণ জাননা ভগিনি !
ঘৃত যথা যায় গলে অগ্নির উত্তাপে
তেমতি সান্ত্বনা-বাক্য শোকাগ্নি মাঝারে
দ্রবীভূত হয়ে শোকে শোকেতে মিশায়,
এ অগ্নি দিবস রাতি জ্বলে ধূ-ধূ করি
পোড়ায়ে অন্তর হৃদি করে ছারখার,
কেমনে নিবারি পদ্মা ! এ তীব্র যাতনা।"
কাঁদিলা আবার দেবী অতিবেগ ভরে।
সহিতে নারিলা পদ্মা অশ্রুবারি আর
কাঁদিলা কুন্তীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া।
সহসা বহিল সেথা সুগন্ধি পবন
আমোদিত চতুর্দ্দিক হইল সৌরভে,
ফুটিল কুসুমচয় উজলি কুটির,
নীরস পাদপপুঞ্জ হাসিল পুলকে,
অকালে কোকিল বঁধু সোহাগে মাতিয়া
মধুর পঞ্চম স্বরে কূজিল মধুর,
হরিত্ বসন পরি স্বভাব সুন্দরী
হাসিল মধুর হাসি হাসায়ে ভুবনে।
বাজিল নূপুরধ্বনি আচম্বিতে তথা,
মধুর মুরলি-রবে ভরিল পরাণ,

কলাপ বিস্তার করি নাচিল ময়ূর,
মাতিল উল্লাস-ভরে নরনারীগণ।
'কোথা পিসী ভোজসুতা'—ডাকিয়া মধুর
উদিল মধুর হাসি শ্রীব্রজরঞ্জন।
আবেগে কহিল কুন্তী শ্রীকৃষ্ণে নেহারি—
"পড়িল কি মনে ওরে নন্দের দুলাল!
দুঃখিনী পিসীরে তোর এত কাল পরে?
কত দুঃখ কত জ্বালা সহিনু রে আমি
ত্রয়োদশবর্ষ ধরি পুত্রগণ শোকে
অবগত নহ কিরে কিঞ্চিৎ গোপাল!"
পিতৃষ্বসা-বাক্য শুনি কহিলা মাধব,—
"অবগত আমি পিসী! সকল বারতা,
কিন্তু কি করিব দেবি! কাল বলবান্
কালের বিরুদ্ধে যুঝে হেন সাধ্যকার,
এ হেতু নিশ্চেষ্টভাবে আছিনু বসিয়ে,
সুসময় এ অবধি হয়নি উদয়
তাই আসি নাই পিসী! তোমার সকাশে,
আসিলে তোমার কাছে বলিতে গো তুমি
'এনে দেরে পুত্রগণে গোপাল আমার,'
কি ব'লে প্রবোধ তোমা দিতাম তখন
করিতে বিশ্বাস কিগো বচনে আমার,
যদি বলিতাম আমি, অক্ষম অধুনা

ফিরাতে পাণ্ডবগণে বনবাস হতে ?
সময় না হ'লে পরে শোনগো পিসীমা !
কর্ম্মের সাধন কভু হয় না জগতে,
বিশেষ পাণ্ডবগণ ধার্ম্মিক সুধীর
ধর্ম্ম-বিগর্হিত-কার্য্য করিবে না তারা,
সত্য করি বনে যবে করেছে গমন
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইলে বিগত
কদাপি অরণ্য হ'তে ফিরিবে না তারা,
সুতরাং তব পাশে আসিলে পূরবে
অক্ষম হ'তাম আমি পালিতে আদেশ,
বিরক্ত হইয়া মোরে করিতে ভৎ'সনা।"
শ্রীকৃষ্ণ-বচন শুনি ব্যথিত পরাণে
কহিলেন কুন্তীদেবী ;—"পাষাণ-হৃদয়
কভু কিরে বিগলিত হয় পরদুঃখে,
বিশেষ নিরখি রুদ্ধ জনক-জননী
দুর্ব্বিষহ কারাগারে শৃঙ্খল-বন্ধনে,
কাঁদেনি পরাণ যার লাগেনি আঘাত
সে কি কভু পিসী-দুঃখে হয়রে দুঃখিত !
বুঝিরে সকলি, তবু কাঁদে এ পরাণ,
তাই কহি নিজ-জনে জুড়াতে সে জ্বালা,
নিষ্ঠুর নির্ম্মম তুই মমতা বিহীন,
কাঁদাইয়া বৃন্দাবনে কাঁদায়ে গোকুলে

যশোদা নন্দের বুকে তীব্র শেল হানি
এসেছিলি মথুরায় জানি ভাল তোরে,
তথাপি অবোধ প্রাণ মানে না প্রবোধ,
পুত্রহারা পাগলিনী কষ্টে জ্ঞান-হারা
কহিতেছি তোরে কৃষ্ণ ! নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর"
এত কহি কুন্তীদেবী হইল নীরব,
কাঁদিলা পুত্রের শোকে কৃষ্ণপানে চাহি ।
সহসা এহেন কালে কুটীর বাহিরে
বাজিল মঞ্জিরধ্বনি মধুর-নিনাদে
মধুর সঙ্গীত সহ লহরী হিল্লোলে
উঠিল মূর্চ্ছনা সহ হরিগুণ-গান
সুমধুর তান লয়ে পরাণ-মাতায়ে,—
"কোথা হরি বংশীধারী গোপিকারঞ্জন
কাঙাল-বান্ধব কৃষ্ণ দীনজন-সখা,
কোথা হে কমলাপতি কমলবিলাসী
নৃসিংহ অসুরনাশী ভক্তের জীবন,
কোথা হে বামনরূপী দেবেন্দ্র-বান্ধব
কেশী-কংস-নিসূদন বিপদ-কাণ্ডারী,
বড়ই কাতর নাথ ! হয়েছে হৃদয়
দয়া কর দয়াময় কাঙাল-ঠাকুর !"
বিদুর-হৃদয়োচ্ছ্বাস শুনিয়া মাধব
কপটী কপট বাক্যে কহিলা তাহারে,

"কার তরে হে বিদুর! হয়েছ অস্থির
কারে বা ডাকিছ এত করুণা করিয়া,
আছে কি ক্ষমতা তার, ডাকিছ যাহারে
নাশিতে যাতনা তব মনের বেদনা ?"
সহসা শ্রীকৃষ্ণে হেরি নিজের কুটীরে
আনন্দাশ্রু বিগলিত পরম আহ্লাদে
কহিলা বিদুর তাঁরে গদগদ ভাষে,—
"একি হেরি আজি হরি! অকালে চন্দ্রমা
উদিল কি নভদেশে আঁধার নিশায়,
জাগ্রত কি স্বপ্নগ্রস্ত কহ নারায়ণ!
উদিত কাঙাল-গৃহে গোকুল-চন্দ্রমা!
একি দয়া দয়াময় বুঝিতে না পারি,
যেই পদ ধ্যান করি সহস্র বৎসর
মুনি-ঋষি-যতিগণ অন্ত নাহি পায়,
যোগীন্দ্র অনন্তব্যাপী উন্মাদ পাগল,
আজি সেই নটবর অনাদিকারণ
বিদুরের পর্ণ-কুটি আলোকি বিরাজে!
এসেছ যখন নাথ! কাঙাল-কুটীরে
ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী ওহে ভক্তাধীন!
ভক্তের মানসপটে বিরাজ সুন্দর
রসময় রাসেশ্বর সৌন্দর্য্য-আধার!"
কহিলা বিদুর-বাক্য শুনি জগন্নাথ,—

"দেখি নাই পিসীমারে বহু দিনাবধি
তাই আসিয়াছি আজি তোমার কুটীরে
শুনিতে ভৎর্সনা তাঁর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ;
আসিনু আশ্বাস দিতে প্রবোধ দানিতে
তথাপি আমারে পিসী বিনা অপরাধে
কটূক্তি কহিলা বহু ভৎর্সিলা প্রচুর,
কি করিব, পুত্র আমি সহিনু সকল।"
চমকি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য শুনিয়া বিদুর
কহিলা কুন্তীরে ডাকি,—"পাণ্ডব-জননি !
কি কাজ করেছ আজি, কারে দেছ গালি !
জগতের সর্ব্বময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা
জগত পালন লয় যে জন কারণ,
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বহ্নি যাঁর আজ্ঞাক্রমে
রক্ষিছে জগৎজীবে দিবা নিশি ধরি,
যে জন মঙ্গলময় মঙ্গল-বিধাতা
তাঁরে আজি দেছ গালি ভোজরাজ-সুতা !
পুত্র-দুঃখে জ্ঞান বুদ্ধি হারায়েছ সব,
হয়েছ পাগল কিগো বিকৃত মস্তক ?"
কহিলেন কুন্তীদেবী বিদুর-বচনে—
"পুত্র-হারা হয়ে সত্য হয়েছি কাতরা,
কিন্তু তাহে জ্ঞানহীন হইনি পাগল,
শ্রীকৃষ্ণে কহেছি কটু, কারণ তাহার—

ত্রয়োদশ বর্ষগত কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎ-বরেণ্য
সক্ষম হইয়া তবু দিনেকের তরে
অভাগিনী পিসীমারে দিলনা দর্শন ;
যার মুখচন্দ্রে হরে অনন্ত যাতনা,
পূর্ণ শান্তি খেলে প্রাণে ভুলায়ে জগৎ,
যাহার মধুর স্বরে সারঙ্গ-ঝঙ্কারে
পঞ্চমে কোকিল সুখে ডাকে কুহু কুহু,
বীণাবিনিন্দিত যার বচন মধুর,
সে আসি মুহূর্ত্ততরে দিল না সান্ত্বনা
ঢালিল না সুধাধারা অমিয় বচনে,
পুত্রের সংবাদ কিছু দিল না আমায়,
তাই দুঃখে অতি কষ্টে করেছি ভর্ৎসনা।"
কহিলা বিদুর পরে শ্রীকৃষ্ণে সম্বোধি,—
"শোন হে দুরিতহারি ভকতবৎসল !
শোকাতুরা জননীর কটু তিরস্কারে
দুঃখিত হ'ওনা দেব দুঃখবিমোচন !
সম্রাট্ জননী আজ কুটীর-বাসিনী
ভিখারিণী দাসী-সম যাপিছে জীবন,
তাঁর কটুভাষে নাথ ! হ'ওনা নিদয়।
বড়ই বিপদগ্রস্ত পাণ্ডব অধুনা,
সাজিছে কৌরবনাথ বিরাট-শাসনে,

বাধিবে পাণ্ডব সহ ভীষণ সমর
অবিদিত নহে তাহা তব যদুপতি !
রাখ হে বিপদ-ঘোরে পাণ্ডবের সখা !
তোমার পাণ্ডবে দেব ! অকুল পাথারে।”
ঈষৎ হাসিয়া তবে গোলোক-বিহারী
কহিলা মধুর স্বরে বিদুরে ডাকিয়া,—
“কেন হে ব্যাকুল এত কেন বা চঞ্চল,
কি হেতু কাতর প্রাণে করিছ প্রার্থনা ?
পাণ্ডব-অনিষ্ট সাধে হেন সাধ্য কার,
ব্যাসের বচন কি হে ভুলেছ বিদুর !—
‘পাণ্ডবের অমঙ্গল নাহি ধরামাঝে’—
কৌরব সামান্য, যদি দেবেন্দ্র আপনি
ত্রিদিব সহিত আসি আক্রমে পাণ্ডবে,
খাণ্ডব-দাহনে যথা মাখিল কালিমা
সেরূপ কালিমা মাখি যাইবে ফিরিয়া,
পাণ্ডব-বিক্রমে পুড়ি হবে ছারখার।
এই যে জ্বলিবে বহ্নি উত্তর-গোগৃহে
দাবাগ্নি সমান তাহে পুড়িবে কৌরব,
সবংশে মজিবে তাহে অন্ধ নরপতি,
যুধিষ্ঠির সগৌরবে হইবে সম্রাট্,
সসাগরা পৃথ্বী দেবী বরিবে তাঁহারে ;
উত্তর-গোগৃহ-রণে শুভের সূচনা

করিছে পাণ্ডবাকাশে আঁধার বিনাশি,
অচিরে কৌরবে দলি জয়মাল্য পরি
উদিবে পাণ্ডব, পৃথ্বী উজলি আবার।
সুসময় পুনরায় উদিছে জগতে
কালের প্রবল গতি ফিরিছে ক্রমশঃ,
তাই আসিয়াছি আমি শোন হে বিদুর!
তুমিও শোনগো পিসী! চির অভাগিনী!
বড় সুসংবাদ লয়ে এসেছি হেথায়,
সপ্তাহ কালের মাঝে বিরাট-নগরে
পাণ্ডব বিরাটাসনে হইবে প্রকাশ।
শোক চিন্তা ত্যজ পিসী! হও গো সুস্থির,
আমার সহিত চল বিরাট-নগরে
হেরিতে আনন্দ ভরে পৌত্রের উদ্বাহ,
অভিমন্যু-পরিণয় উত্তরা সহিত
কোমলাঙ্গী সুনয়না বিরাট-দুহিতা;
মহা সমারোহে সেথা হইবে বিবাহ,
পৌত্রের বাসর-ঘরে পৌত্রবধূসহ
জাগিবে যামিনী রঙ্গে উল্লাসে মাতিয়া।"
এ সুখ-বারতা শুনি দর দর দরে
ঝরিল আনন্দ-অশ্রু কুন্তীর নয়নে।
বিদুর প্রফুল্ল চিতে প্রেমানন্দভরে
কহিলা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি,—"সাধে কি ঠাকুর!

তোমারে মঙ্গলময় কহে জগজ্জনে,
উদয় যেখানে তব মঙ্গল সেথায়।
যখনি দেখেছি তোমা কাঙাল-কুটীরে
তখনি হৃদয় মোর বলেছে ডাকিয়া
শুভকাল সমাগত, অচিরে ধর্ম্মের
হবে অভ্যুদয় পুনঃ জগৎ উজলি।
যাদের জননী কুন্তী ভোজরাজসুতা
পরের মঙ্গল তরে আপন সন্তানে
সমর্পে রাক্ষসমুখে নিস্বার্থ অন্তরে,
যারা নিজে স্বার্থ-হীন ধার্ম্মিক বরেণ্য
তাদের অনিষ্ট চিন্তে দুষ্ট দুর্য্যোধন,
বুঝে নাকি মূর্খ হীন পাপাত্মা দুর্ম্মতি
ধর্ম্মের উদয় যেথা শ্রীকৃষ্ণ সেখানে,
যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেথা জয় সুনিশ্চয়।
শোন এবে দয়াময় বিপদ্-ভঞ্জন!
পাণ্ডবে যেমন দয়া দেখালে দয়াল!
অভাগা বিদুর প্রতি দেখাও তেমন,
সম্পদ্ কাঞ্চন কিছু চাহি না ঠাকুর!
পবিত্র করেছ দেব! স্বেচ্ছায় যখন
পদার্পণ করি দীন কাঙাল-কুটীরে,
অতিথি ভক্তের আজি হও নারায়ণ!
জীবন-জনম আজি করি হে সার্থক,

সঞ্চিত বাসনা দাও করিতে পূরণ।”
‘তথাস্তু’ বলিয়া হরি পরম আহ্লাদে
বিদুর-আতিথ্য হাসি করিলা স্বীকার।
সন্ধ্যাকালে পিসীমারে সঙ্গেতে লইয়া
চলিলা দ্বারকা মুখে বিদুরে কাঁদায়ে।

ইতি চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

যবে মৎস্য-অধিপতি গোধন রক্ষিতে
দক্ষিণ-গোগৃহ মুখে করিলা প্রস্থান,
সেই সে সময়ে সাজি কৌরব-বাহিনী
বিরাট-নগরে পশি প্রহারি রক্ষকে
হরিলা গোধন ষাট-সহস্র মৎস্যের।
সেইকালে ভয়ঙ্কর কৌরব প্রহারে
জর্জ্জরিত কলেবর ভয়েতে ব্যাকুল
গোপগণ উচ্চৈরবে গোপাল সহিত
কাঁদিল ভীষণ রবে নগর কাঁপায়ে।
গোপাধ্যক্ষ নাহি হেরি রক্ষার উপায়
ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে রথে আরোহিয়া
ঘোর রবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে
উপস্থিত হয়ে দ্রুত মৎস্যদেশ মাঝে,
অবিলম্বে রথ ত্যজি ভূতলে নামিয়া
প্রবেশি প্রাসাদ মাঝে রাজপুত্রে চাহি
কহিলা—"কুমার! দারুণ বিপদে পড়ি
এসেছি হেথায়। বিরাট-গোধন হায়
লয়েছে হরিয়া বলে, পীড়ি গোপগণে

দুর্দ্দান্ত কৌরব দুষ্ট রক্ষকে তাড়ায়ে।
উদ্যোগ করগো ত্বরা ফিরাতে তা' সবে,
নতুবা বিরাটরাজ্য শ্রীভ্রষ্ট শ্রীহীন
দুর্দ্দশার লীলাভূমি হইবে অচিরে।
মহারাজ তব করে রাজ্যরক্ষা-ভার
সমর্পি গিয়াছে চলি সুশর্ম্মা-সমরে;
ন্যস্তরাজ্য কর রক্ষা বিপক্ষে দলিয়া।
মহারাজ তব নাম উল্লেখ করিয়া
প্রশংসা করিয়া বহু সভাজন মাঝে
কহিলা,—'কুমার মোর বীরেন্দ্র-কেশরী
মম সম বীর্য্যবন্ত সাহসী নির্ভীক,
রাখিবে বংশের মান মম তিরোধানে'—
রক্ষ রাজ-বাক্য এবে গোধন উদ্ধারি
সংহারি অরাতি-সৈন্য স্বীয় বাহুবলে;
বিলম্ব না করি আর স্যন্দনে আরোহি
অবরুদ্ধ কর দ্রুত সায়ক-সন্ধানে
শত্রুর গন্তব্য পথ প্রবল প্রতাপে;
দলে যথা সুররাজ অসুর-সমাজে
সেরূপ কৌরবে দলি বিজয়ি তা' সবে
বিপুল সুযশ রাশি করিয়া অর্জ্জন
ফিরে এস স্বনগরে আনন্দ উল্লাসে;
পাণ্ডব-আশ্রয় যথা বীর ধনঞ্জয়

তেমতি বিরাট-প্রজা আশ্রিত তোমার ;
অতএব হে কুমার ! কর পরিত্রাণ
ভয়ার্ত্ত প্রকৃতিপুঞ্জে এ ঘোর বিপদে।”
অভিহিত হয়ে হেন অন্তঃপুর মাঝে
স্ত্রীগণ-সমাজে বসি, কুমার উত্তর
কহিলা সগর্ব্বে তারে আত্মশ্লাঘা করি,—
“সত্য বটে মহারাজ রাজ্যরক্ষা-ভার
সমর্পি আমার করে গিয়াছে সমরে,
কিন্তু কি দুর্দ্দৈব গোপ ! মম ভাগ্যদোষে
সৈন্য তো দূরের কথা সারথি জনেক
হেরি না রাজত্ব মাঝে সুযোগ্য নিপুণ
অভিষিক্ত করি যারে সারথির পদে ;
মম উপযুক্ত কোন সারথি পাইলে
বরিয়া তাহারে মোর সারথির পদে
অবিলম্বে যাত্রা করি কৌরব-শাসনে,
পশিয়া শত্রুর মাঝে পীড়ি সে সবায়,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপে পরাজিত করি
বিজিত গোধনচমূ উদ্ধারি অচিরে ;
রক্ষক-বিহীন হেরি দুর্ম্মতি কৌরব
হরেছে বিরাট-গাভী চোরের মতন ;
থাকিলে বিরাজমান্ আমি সেইস্থলে
হ’ত কি সক্ষম কভু হরিতে গোধন ?

মুহূর্ত্তে জিনিতে পারি কৌরববাহিনী,
মত্তগজগণে যথা বধে পশুরাজ,
দৈত্যদলে দলে যথা একা বজ্রধারী,
তেমতি দলিয়া আমি কুরুসৈন্যদলে
এতক্ষণ করিতাম গোধন-উদ্ধার,
একমাত্র উপযুক্ত সারথি বিহনে
অক্ষম কৌরবে দিতে সমুচিত ফল ;
ধনঞ্জয় নিজে যদি রক্ষিতে তা'সবে
আমার বিপক্ষে পশি আক্রমে আমারে
তথাপি কৌরব-রক্ষা নাহি সে আহবে,
সুতীক্ষ্ণ সায়কে মোর কৌরব সহিত
ভাসিবে অর্ণব-স্রোতে প্রবল তরঙ্গে ;
কিন্তু কি করিব গোপ ! মনের বেদনা
মনেতে থাকিল মোর সারথি অভাবে।”
ব্যাকুল হইয়া তবে রাজপুত্র-ভাষে
কাঁদিয়া কহিল গোপ রক্ষক প্রধান,—
“তবে কি গোধন-রক্ষা হবে না কুমার !
বিরাট-সাম্রাজ্য হবে শ্রীভ্রষ্ট শ্রীহীন ?”
এত কহি গোপাধ্যক্ষ সকরুণ স্বরে
কাঁদিতে লাগিল চাহি রাজপুত্র পানে।
মূর্ত্তিমতী করুণার বিমল প্রতিমা
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী পাঞ্চালনন্দিনী

গোপের ক্রন্দনে অতি দয়ার্দ্র হইয়া
রক্ষিব বিরাট-লক্ষ্মী ভাবিলা অন্তরে।
অনন্তর যাজ্ঞসেনী ত্বরিতগমনে
উদয় হইলা আসি নৃত্যশালা মাঝে
যথায় গাণ্ডীবধন্বা নপুংসক-বেশে
বৃহন্নলা নাম ধরি কন্যাগণে লয়ে
নৃত্যকলা গীতবাদ্য শিক্ষায় নিরত।
সঙ্কেতে ডাকিয়া তাঁরে দ্রুপদকুমারী
নিভৃতে কহিলা দেবী সুমধুর স্বরে,
যে স্বরে ত্রিদিবজয়ী নরনারায়ণ
আবদ্ধ হইলা প্রেমে ব্রহ্মচর্য্য ছাড়ি,—
"শুন নাথ! বিরাটের রাজত্ব ভাঙিয়া
লয়ে যায় কুরুসৈন্য বিরাট-গোধন,
অবিলম্বে কর রক্ষা কৌরবে জিনিয়া,
রাখ বিরাটের গাভী বীরেন্দ্র-কেশরি!"
অর্জ্জুন কহিল হাসি দ্রৌপদীর প্রতি,—
"কারে কি বলিছ তুমি সৈরিন্ধি, সুন্দরি!
নপুংসক বৃহন্নলা নৃত্য গীতে পটু,
আমি উদ্ধারিয়া দিব বিরাট-গোধন!
নৃত্যগীতে রাজ্যোদ্ধার নূতন বিধান!
যদি পার এই ধারা চালাতে সুন্দরি!
অভিনব কীর্ত্তি এক হবে প্রচলিত,

জগতে শস্ত্রের স্থান করিবে গ্রহণ
নৃত্যগীত রঙ্গরস বীরেন্দ্র-সমাজে,
অস্ত্রে আর নাহি হবে জয় পরাজয়,
জিনিবে সমর লোকে নৃত্যকলা-গীতে।
বিকৃত মস্তিষ্ক কিগো হয়েছে তোমার
তাই মোরে কহিতেছ, প্রবল প্রতাপ
কৌরবে জিনিয়া মৎস্য-গাভী উদ্ধারিতে,
নপুংসক-কার্য্য ইহা নহে সুবদনি!
নর্ত্তক নৃত্যেতে পটু পারে না যুঝিতে।”
পার্থের ব্যঙ্গোক্তি শুনি কহিলা দ্রৌপদী,-
“নপুংসক-উপযুক্ত দিয়াছ উত্তর,
অন্যায় হয়েছে মোর কহি হীনজনে,
যে ব্যক্তি আপন পত্নী রক্ষিতে অক্ষম,
ভার্য্যা-অপমান হেরে নির্ব্বাক বসিয়া,
সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হবে রক্ষিবে অপরে
সে আশা দুরাশা মাত্র বুঝিনু এবার;
শিখিনু হে নপুংসক! তোমার বচনে
কৃতজ্ঞতা ক্লীবপাশে স্থান নাহি পায়;
অন্যায় করেছে রাজা মৎস্য-অধিপতি
অকৃতজ্ঞ ক্লীবে স্থান দিয়া অন্তঃপুরে;
উপকারী উপকার স্মরে না যে জন
রাজ্যের রক্ষকে বধি, রক্ষে না রাজস্বে,

আশ্রয়দাতার ইষ্ট করে না সাধন
যথার্থই নপুংসক সেই মূঢ়মতি।”
দ্রৌপদীর শ্লেষবাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন
কহিলা মধুর হাসি,—“শোন সুলোচনে!
কেমনে তোমার বাক্য করিব পালন?
ধর্ম্মরাজ-অনুমতি বিহনে প্রেয়সি!
উচিত কি হয় মোর কৌরব-শাসন?
তব বাক্যে যাই যদি গাভী-উদ্ধারিতে
চিনিবে জগৎবাসী, চিনিবে কৌরব,
সংগ্রামে এসেছে পার্থ হইবে প্রচার,
কি বলিব ধর্ম্মরাজে, কি দিব উত্তর,
অজ্ঞাত-বৎসরকাল যদি থাকে বাকী
আবার পশিতে হবে অরণ্য-মাঝারে।”
কহিলা অর্জ্জুনবাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী,—
“উপকারী জনে রক্ষা করিলে প্রাণেশ!
আশ্রয়দাতার হিত করিলে সাধন,
কদাপি বিরক্ত নাহি হবে ধর্ম্মরাজ;
বিশেষতঃ মৎস্যরাজ্য কীচক-নিধনে
পাণ্ডব-রক্ষিত এবে, আশ্রিত-রক্ষণ
ক্ষত্রিয়ের মুখ্যধর্ম্ম ক্ষত্রচূড়ামণি!
আমারই তরে নাথ! বিরাট-প্রদেশ
রক্ষীহীন বীরশূন্য নায়ক-বিহীন;

অতএব হে বীরেন্দ্র আশ্রিতপালক !
রক্ষ আজি দাসী-বাক্যে আশ্রিতজনায় ।”—
“রক্ষিব বিরাটে প্রিয়ে !”—কহিলা অর্জ্জুন,—
“কহ শীঘ্র বরিবারে কুমার উত্তরে
আমারে সারথি-পদে কৌশল করিয়া ;
একাকী দলিয়া আজি কৌরববাহিনী
উদ্ধারিব বিরাটের গোধন সমূহ ।”
আশ্বস্ত হইয়া তবে অর্জ্জুনবচনে
গজেন্দ্রগামিনী ধনি ইন্দীবরাননা
কম্বুকণ্ঠ-পদ্মমুখী শ্যামা শ্যামাঙ্গিনী
হরিণনয়না কৃষ্ণা ধীর পদক্ষেপে,
আহা মরি শশধর নখরকমলে
যেন রে ত্রিদিব ছাড়ি লুটায় সেথায়,
উত্তরিল আসি, যথা বিরাট-কুমারী
হিমাংশু-বরণা বালা ফুল্লকমলিনী
বিরস বদনে বসি চিন্তাকুল চিতে ।
কহিলা আদরে তারে,—“কেন গো শুভগে !
একাকী বিরলে বসি চিন্তায় মগনা,
ইন্দুমুখে কেন হেরি কালিমার রেখা,
ফুল্ল সৌদামিনী কেন নীরস মলিন ?”
দ্রৌপদীর সুধামাখা অমিয় বচন
শুনিয়া কহিলা বালা মধুরহাসিনী,

বীণার ঝঙ্কার যেন ধ্বনিল সে স্বরে,—
"হায় দেবি! বড় দুঃখে দহিছে হৃদয়,
রাজলক্ষ্মী যায় বুঝি বিরাটে ছাড়িয়া,
মৎস্যের সম্পদ্ গাভী, কৌরব দুর্ম্মতি
হরিয়া লইয়া যায় হস্তিনানগরে ;
ভ্রাতা মোর মহাবীর সক্ষম উদ্ধারে,
কিন্তু কি বলিব হায় সুযোগ্য নিপুণ
সারথি অভাবে শুধু পারে না রক্ষিতে,
বহু অন্বেষণ করি একাল অবধি
মিলিল না মনমত নিপুণ সারথি,
নির্ব্বিঘ্নে বিরাটলক্ষ্মী লয়ে গেল কুরু,
এই সে কারণে দেবি! চিন্তায় আকুল।"
উত্তরা-বচন শুনি মধুরভাষিণী
পার্থপ্রিয়া আশ্বাসিয়া মধুমাখা স্বরে
কহিলা উত্তরা প্রতি,—"কেন মা কুমারি!
এ কারণে চিন্তান্বিত ব্যাকুল পরাণ,
উপযুক্ত বীর্য্যবন্ত নিপুণ সারথি
বিরাজিত তব গৃহে দিবস যামিনী,
অভিষিক্ত করি তাঁরে সারথির পদে
পাঠাও ভ্রাতারে তব কৌরব-বিজয়ে।"
—"কি বলিলে, মম গৃহে বিরাজে সারথি"—
সুধাইল শশব্যস্তে কুমারী উত্তরা,—

"কেবা সেই, বল দেবি! কি নাম তাহার?"
উত্তর করিলা তবে দ্রুপদনন্দিনী
শরদিন্দুনিভাননা মধুর হাসিয়া,—
"নাম তার বৃহন্নলা, শিক্ষক তোমার,
নৃত্যগীত-বিশারদ পরম পণ্ডিত।"
বৃহন্নলা নাম শুনি বিস্মিত অন্তরে
কহিলা বিরাট-সুতা,—"কেন গো সৈরিন্ধ্রি!
নিরাশ হৃদয়ে দাও অলীক ভরসা,
বৃহন্নলা নপুংসক জানে নৃত্যকলা,
সে চালাবে রথ-বাজী সংগ্রাম মাঝারে,
অসম্ভব হেন কার্য্য কভু না সম্ভবে,
উচিত না হয় তব গন্ধর্ব্ব-মহিষি!
এ ঘোর বিপদকালে হেন সম্ভাষণ,
সম্ভব না হয় যাহা জগৎ মাঝারে।"
রাজকন্যা-বাক্য শুনি কহিলা দ্রৌপদী
জলদগম্ভীর স্বরে,—"শুন মা উত্তরে!
মিথ্যা উক্তি উপযুক্ত নহ তুমি মোর,
বৃথা আশা কভু আমি দিই না কাহারে।
যদিও শিক্ষক তব নৃত্যবিশারদ
তথাপি সারথি পটু তাহার সমান
শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেহ নাহি ধরা মাঝে;
খাণ্ডব-দহিয়া যবে তৃতীয় পাণ্ডব

তুষিলা অনলদেবে, সারথি তখন
আছিল তাঁহার রথে ক্লীব বৃহন্নলা,
পৃথিবী রাজন্যবর্গে যে কালে কিরীটী
বিজয় করিয়া রণে আনিলা স্ববশে
নপুংসক বৃহন্নলা তখন' সারথি ;
ভেবে দেখ রাজপুত্রি ! কত সুনিপুণ
সুযোগ্য সারথি ক্লীব শিক্ষক তোমার ;
যাও বৎসে ! বৃথা আর বিলম্ব না করি
ত্বরায় ভ্রাতারে বল বরি' বৃহন্নলা
যাইতে অকুতোভয়ে গোধন-উদ্ধারে।
বৃহন্নলা শুন বালা ! সারথি যাহার
পরাভব নাহি তার সমগ্র জগতে।"
আশ্বস্ত হইয়া তবে বিরাট-কুমারী
চলিলা উত্তর-পাশে মন্থর গমনে,
কহিলা ভ্রাতায় ডাকি উৎফুল্ল আননে—
"সুযোগ্য সারথি এক পেয়েছি সন্ধান,
বৃহন্নলা ছিল ভ্রাতঃ ! অর্জ্জুন-সারথি,
তাহার সাহায্যে পার্থ খাণ্ডব দহিয়া
তুষেছে অনলদেবে দেবদলে দলি,
শাসিয়াছে সসাগরা রাজেন্দ্র-সমাজ,
এ হেন সারথি যোগ্য শিক্ষক আমার,
সত্বর বরিয়া তাঁরে সারথির পদে

গোধন-উদ্ধারে ত্বরা হও অগ্রসর।”
—“কি বলিস্ ভগ্নি! তুই আশ্চর্য্য কাহিনী”-
কহিলা উত্তরা-বাক্য শুনিয়া উত্তর,—
“নৃত্যপটু বৃহন্নলা সুযোগ্য সারথি?
বিশ্বাস করিতে ভগ্নি! পারি না ইহায়,
নৃত্যগীতশালা ভগ্নি! নহে যুদ্ধভূমি।”
উত্তরা কহিলা পুনঃ ভ্রাতৃবাক্য শুনি,—
“ক’র’ না অনাস্থা দাদা! বচনে আমার,
সৈরিন্ধ্রী কহিলা মোরে এসব কাহিনী,
সত্যের জ্বলন্ত ছবি সততা-রূপিণী
কভু নাহি কহে দেবী অসত্য অলীক;
অতএব বৃথা আর বিলম্ব না করি
বৃহন্নলা সঙ্গে লয়ে প্রবেশ’ সমরে।”—
“বেশ ভগ্নি! তোর বাক্যে বরিব তাহায়
আমার সারথি-পদে”,—কহিলা উত্তর,—
“এখনি করিব যাত্রা বৃহন্নলা সহ;
কিন্তু নিজে না পারিব ডাকিতে তাহারে
কৌশল করিয়া তুই আন্ তারে হেথা।”
চলিলা উত্তরা ফুল্ল বিকচ কমল
মরালগামিনী বালা বৃহন্নলা-পাশে;
কহিলা তাঁহারে হাসি,—“খাণ্ডব-দাহনে
ছিলে তুমি বৃহন্নলা! অর্জ্জুন-সারথি,

তোমার সহায়ে পার্থ সসাগরা ধরা
জিনেছে রাজন্যবর্গে ভীষণ সংগ্রামে ;
আজি তুমি বৃহন্নলা ! দাদার আমার
সারথি হও গো রথে কৌরব-সমরে।"
—"একি গো আশ্চর্য্য বার্ত্তা কহিছ কুমারি !"—
কহিলা পাণ্ডবসিংহ মধুর হাসিয়া,—
"সৈরিন্ধ্রী বলেছে বুঝি এসব বারতা ?
বিশ্বাস ক'র' না বালা ! তাহার কথায়,
বড়ই যন্ত্রণা দেয় মোরে সুলোচনা
অদ্ভুত কাহিনী কহি আমার বিষয়ে।"
কহিলা উত্তরা ক্ষোভে অর্জ্জুন-বচনে—
"হেন বাক্য গুরুদেব ! ব'ল না কদাপি,
মিথ্যা উক্তি কারে বলে সৈরিন্ধ্রী জানে না,
অদ্ভুত অসত্য নয় কাহিনী তাঁহার।"
উত্তরা-বচনে প্রীত হইয়া বিজয়
কহিলা আদরে ডাকি,—"শোন মা উত্তরে !
যা কহিলে তুমি, সত্য, সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী
যথার্থই সততার বিমল প্রতিমা,
অসার অলীক কথা কহে না কখন'।
আনন্দে তোমার বাক্যে ভ্রাতার তোমার
সারথ্য করিব আজি কৌরব-বিজয়ে।"
সম্মত নেহারি তাঁরে উল্লাসে উত্তরা

চলিলা তাঁহারে লয়ে ভ্রাতৃ-সন্নিধানে।
উপনীত হয়ে সেথা কহিলা উত্তরা,—
"হের দাদা! আনিয়াছি শিক্ষকে আমার,
ত্বরায় বরণ কর সারথির পদে,
উপযুক্ত সুনিপুণ সুযোগ্য সারথি
নাহি এ ধরণীতলে বৃহন্নলা সম।"
কহিল উত্তর তবে—"শোন বৃহন্নলা!
তব গুণগ্রাম আমি শুনেছি সকল,
এক্ষণে সারথ্যপদ গ্রহণ করিয়া
চল আজি মম সঙ্গে গোধন-উদ্ধারে।"
উত্তরের কথা শুনি কহিলা কিরীটী—
"কি অদ্ভুত কথা আজি কহিছ কুমার!
সারথ্য আমার দ্বারা সম্ভবে কি কভু?
জানি আমি নৃত্যগীত, করহ আদেশ,
নৃত্যগীতে সভাজনে তুষিব সকলে,
নর্ত্তক চালাবে রথ অসম্ভব কথা,
জীবনে সারথি কাজ করিনি কখন';
অসঙ্গত আজ্ঞা মোরে দিওনা কুমার!"
পার্থ-বাক্যে বাধা দিয়া কহিল উত্তর—
"তব বাক্যে বৃহন্নলা হয় না প্রত্যয়;
সৈরিন্ধ্রী কহেছে তব গুণাবলী যত;
তোমার সহায়ে পার্থ দহেছে খাণ্ডব,

শাসন করেছে যত পৃথিবী-নরেশ,
ইন্দ্রের মাতলি যথা দারুক বিষ্ণুর
সুমন্ত্র সারথি যথা অযোধ্যাপতির
তেমতি সারথি শ্রেষ্ঠ তুমি বৃহন্নলা,
অনাস্থা সৈরিন্ধ্রী-বাক্যে পারি না স্থাপিতে
সতী সীমন্তিনী দেবী সরলতা ছবি।”
হাসি ধনঞ্জয় তবে কহিলা আবার—
“একান্ত যখন মোরে করিবে সারথি
কি আর বলিব আমি করিনু স্বীকার;
কিন্তু এক কথা মোর শোনহ পূরবে,
দ্বিতীয় শমন যদি হয় অরিগণ
প্রবেশিলে সেথা আমি না জিনি তা’ সবে
কদাপি সংগ্রাম ভূমি ছাড়িনা জীবনে;
আদেশ করিবে রথ লইতে যেথায়
মুহূর্ত্তে লইব সেথা দ্বিধা না করিয়া,
কিন্তু বীর! মম এই প্রতিজ্ঞা ভীষণ
যাবৎ রহিবে অরি রণভূমি মাঝে
তাবৎ সমরভূমি ত্যজিবে না রথ,
শত্রুদলে নাহি দলি আসিব না ফিরে;
এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা যদি পার করিবারে,
সারথি তোমার রথে হইব নিশ্চয়।”
সগর্ব্বে কহিল তবে কুমার উত্তর—

"সুযোগ্য সারথি সত্য তুমি বৃহন্নলা,
আমিও তোমার সম চাহি হে সারথি,
প্রতিজ্ঞা তোমার রক্ষা করিব হেলায়,
অতএব অবিলম্বে রণসজ্জা করি
সাজাও তুরঙ্গগণে স্যন্দনে জুড়িয়া।"
এত কহি রাজপুত্র গেলা দ্রুতপদে
বিদায় লইতে পত্নী-জননী-সকাশে ॥

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

বহিছে দক্ষিণ-বায়ু মলয় হিল্লোলে
প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন অন্তে জুড়ায়ে পৃথিবী,
দুলিছে পল্লব পুষ্প তালে তালে নাচি
সুরভি সমীর সেবি সোহাগে মাতিয়া,
হাসিছে কমলবালা সরসে মধুর
আহ্লাদে আবেগ ভরে ঘোমটা খুলিয়া,
গুণ্ গুণ্ রব করি মত্ত মধুকর
আনন্দে করিছে পান কমলিনী-মধু,
কুমুদিনী ভ্রমরের সে রঙ্গ নিরখি
বিষাদে মুদিত যেন শ্রীমুখপঙ্কজ,
তরুশাখে বিহঙ্গম সুস্নিগ্ধ হৃদয়ে
গাহিছে কানন-ভূমি মুখরিত করি,
কলহংস সরোবরে মধুর নিনাদি
পুলকে প্রেয়সী সাথে দিতেছে সাঁতার,

গোগৃহ

মধ্যাহ্ন বিগত হেরি প্রফুল্ল অন্তরে
পর্ব্বত-কন্দর ত্যজি বিভোর পরাণে
হরিণ হরিণী সাথে নাচিছে মধুর,
ময়ূর ময়ূরী রঙ্গে কলাপ বিস্তারি
সুমধুর কেকারবে ভরিছে মেদিনী।
এমন মধুর কালে মধুর-হাসিনী
প্রমোদ উদ্যানে বসি প্রমোদাসুন্দরী,
রাজপুত্র-প্রিয়তমা বিদ্যুৎ-বরণী
প্রিয়-সখীগণ সঙ্গে হেরিছে পুলকে
স্বভাবের মনোহারী সে মোহন ছবি।
কতক্ষণে সখীপানে চাহিয়া প্রমোদা
কহিলা হতাশ প্রাণে,—"হায় প্রিয়সখি!
স্বভাবের এই চারু মোহন মূরতি
একা কি লো লাগে ভাল প্রাণকান্ত বিনা?
ওই দেখ সরোবরে হংসী-হংস সাথে,
কাননে হরিণী সাথে খেলিছে হরিণ,
তরুশাখে বিহঙ্গিনী বিহঙ্গম সাথে
মধুর কূজিছে কিবা কানন মাতায়ে,
হের পুনঃ প্রিয়সখি! উদ্যান মাঝারে
ময়ূরী ময়ূর সঙ্গে নাচিছে কেমন,
প্রাণেশ বিহনে কি লো এ মধু প্রকৃতি
ঢালে সে আনন্দধারা বিরহিনী-প্রাণে!

বিগত যামিনী এক, সন্ধ্যা সমাগত,
প্রাণনাথ তবু সখি! এল না হেথায়,
কি কাজ থাকিয়া আর প্রমোদ উদ্যানে,
স্বভাবের শোভা শুধু যাতনা বাড়ায়।”
রাজস্নুষা বাক্য শুনি কহে সখী এক,—
“কেন সখি! আজি এত হতেছ উতলা?
কুমার কদাপি নাহি থাকে তোমা ছাড়ি,
গুরু কোন রাজকার্য্যে পড়িয়া নিশ্চয়
আসিতে পারেনি হেথা একাল অবধি,
ব্যাকুল হ’ও না সখি! রহ ধৈর্য্য ধরি,
অবসর প্রাপ্তি মাত্র আসিবে কুমার,
বিন্দুমাত্র নাহি জেন সন্দেহ তাহাতে।”
কহিলা প্রমোদা শুনি সখীর বচন,—
“যত বল কিন্তু সখি! জান না লো তুমি
বিরহিনী এ যাতনা কত যে ভীষণ,
আরও বাড়ায় জ্বালা স্বভাবসুন্দরী;
কুহু কুহু রবে প্রাণ জ্বলে হুহু করি,
ময়ূর-ময়ূরী নাচি ভাঙিছে হৃদয়;
চল সখি! আর নাহি থাকিব হেথায়
বিরহিনী-স্থান নহে প্রমোদ উদ্যান।”
এত কহি দুইগণ্ডে হস্তার্পণ করি
নীরবে কাঁদিলা দুঃখে প্রমোদাসুন্দরী।

হেনকালে শশব্যস্তে কুমার উত্তর
উত্তরিল তথা আসি প্রেয়সী-সকাশে,
কহিলা আবেগে তারে,—"শোন প্রিয়তমে!
সমগ্র প্রাসাদে তোমা তন্ন তন্ন খুঁজি
সন্ধান না পেয়ে অতি আকুল পরাণে
এসেছি ছুটিয়া হেথা হেরিতে তোমারে
ভালবাস বলি তুমি প্রমোদ উদ্যান।
কই প্রিয়ে! কেন নাহি দিতেছ উত্তর,
আসিলে নিকটে আমি কতই আদরে
আধ আধ হাসি মুখে বল কত কথা,
আজি কেন বিধুমুখে না হেরি সে হাসি?
একি হেরি অশ্রুকণা নয়নে তোমার,
রাহুগ্রস্ত বিধুমুখ কেন গো নেহারি?
বল বল প্রাণেশ্বরি! কি হেতু এমন?
কোন দোষে দোষী আমি বল গো ত্বরায়?
শরৎ-চন্দ্রমা যদি ঢাকে মেঘজালে,
কার প্রাণে ব্যথা বল লাগে না প্রেয়সি?"
কহিলা প্রধানা সখী উত্তর-বচনে,—
"মূল কাটি জল দিলে বাঁচে কি বিটপী?
সারাদিন সারারাতি থাকি অন্য স্থানে
সায়াহ্নে এসেছ হেথা প্রেয়সী তুষিতে?
অবলা বলিয়া বুঝি বুঝিনা আমরা

পুরুষের নৃশংসতা চাতুর্য্য কৌশল ?
যদি বল রাজকার্য্যে আছিলে ব্যাপৃত,
কেন নাহি দূতমুখে প্রেরিলা সংবাদ ?
এক্ষণে অমিয়মাখা মধু সম্ভাষণে
দগ্ধ হৃদি জ্বালা কি গো জুড়ায় কুমার ?
মানিনীর অভিমান এতই সহজে
নাহি যায় শুন সখা, নীরস আদরে।"
শুনিয়া সখীর বাক্য কহিলা উত্তর—
"যথার্থ-ই অপরাধী নহি সখি! আমি,
অকারণে দোষারোপ করিছ আমায় ;
যাপি নাই রাত্রি আমি অন্য কোন স্থানে,
ছিলাম প্রাসাদ মাঝে কার্য্যেতে ব্যাপৃত,
অবসর ক্ষণমাত্র ছিল না আমার
তাই পারি নাই দিতে সংবাদ প্রিয়ারে ;
একারণে অপরাধী যদি হই আমি
ক্ষম তাহা প্রাণেশ্বরি! না ধরি সে দোষ
তুমিই জীবনধন সর্ব্বস্ব আমার
তোমা ছাড়া অন্যকারে ভাবিব প্রেয়সি!
অযথা সন্দেহ করি ফুল্ল কমলিনী
কেন গো মাখিছ কালি সোণার অধরে ?
ভুলে যাও প্রিয়তমে! অলীক ধারণা,
তোমার উত্তর নাহি জানে তোমা বিনা।"

নাথের আবেগ-ভরা অমিয়-জড়িত
প্রেমমাখা সুমধুর বচন শুনিয়া,
আহ্লাদে প্রাণেশ-কর ধরিয়া প্রমোদা
কহিলা সোহাগে মাতি মধুভরা স্বরে,
—"দাসী অপরাধ নাথ! ক'রনা গ্রহণ,
বিরহ ভীষণ কত জান কি প্রাণেশ?
দহিয়া হৃদয় মন করে ছারখার,
ভুলে যাই আপনারে হারাই বিবেক
জ্ঞানহারা পাগলিনী করে সে যাতনা;
দিবারাতি কাঁদি নাথ! তোমার বিরহে,
আত্মহারা হয়ে দুঃখ দিয়াছি তোমায়,
অধিনীর অপরাধ ক্ষমহ প্রাণেশ!
তোমার বিরহে নাথ! স্বভাবের শোভা
বিন্দুমাত্র প্রাণে মোর দেয়নি সান্ত্বনা;
কোকিলের কুহু কুহু মধুর কূজন
আনন্দ না দানি হৃদি দহেছে আমার;
ময়ূর-ময়ূরী-নৃত্য কলহংস-নাদ
উল্লাসের পরিবর্ত্তে দিয়াছে বেদনা,
এতই ভীষণ নাথ! বিরহ দারুণ,
তাই অপরাধী আমি হয়েছি চরণে।"
—"একি কথা কহ প্রিয়ে!"—কহিলা উত্তর,-
"অপরাধী তুমি কিসে আমার সকাশে?

আমিই আসিনি হেথা না দানি সংবাদ
দিয়াছি তোমারে কষ্ট অযথা যাতনা,
আমিই যথার্থ প্রিয়ে! দোষী তব পাশে।"
কহিলা প্রমোদা তবে,—"কহ প্রাণেশ্বর!
কি ভীষণ গুরু কার্য্যে আছিলে ব্যাপৃত
সংবাদ প্রদানে যাহে হইলে অক্ষম?"
প্রিয়তমা-প্রশ্ন শুনি কহিলা উত্তর,—
"শোন প্রাণেশ্বরি! সেই দারুণ বারতা,—
দক্ষিণ-গোগৃহে পশি সুশর্ম্মা নৃপতি
পূর্ব্ব বৈর প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
হরণ করেছে গাভী বধিয়া গোপালে;
নৃপতি গিয়াছে সেথা গোধন-উদ্ধারে
পারিষদ্ সেনাবৃন্দ সঙ্গেতে লইয়া
ন্যস্ত করি রাজ্যভার আমার উপর,
একারণে তব পাশে পারিনি আসিতে।
আবার শুনিনু অদ্য গোপাধ্যক্ষ-মুখে
কৌরব সদলে আসি গোপগণে পীড়ি
হরেছে বিরাট-গাভী উত্তর-গোগৃহে;
এক্ষণে যাইতে হবে আমারে তথায়
উদ্ধারিতে গাভীগণে কৌরব-বিজয়ি;
সৈন্য নাই রাজ্য মাঝে সারথি একটি,
যাইতে হইবে একা গোধন-উদ্ধারে,

একমাত্র বৃহন্নলা যাইবে সঙ্গেতে
চালাইয়া রথ মোর সারথি হইয়া।”
—“কি কহিলে প্রাণেশ্বর!”—কহিলা প্রমোদা,-
“একা যাবে ঘোর রণে বৃহন্নলা সাথে,
নর্ত্তক সারথি হবে চালাবে স্যন্দন?
অদ্ভুত রহস্য বলি মনে মোর লয়;
নৃত্যশালা নহে কান্ত! সমর-প্রাঙ্গণ!
বিশেষ একাকী যাবে কৌরব-সংগ্রামে
যুক্তি যুক্ত বলি ইহা ভাব কি প্রাণেশ!
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি জগৎবরেণ্য
আসিয়াছে রথীবৃন্দ নিশ্চয় সমরে,
এ সবার সনে নাথ! যুঝিবে একাকী
একমাত্র নপুংসক সারথি লইয়া!
সন্দেহ হইছে মনে করিছ রহস্য;
শুনেছি অর্জ্জুন বিনা কৌরবে জিনিতে
সমর্থ নহেক কেহ এ তিন সংসারে।”
—“কে বলিল এই কথা,”—কহিলা উত্তর,—
“পার্থ বিনা অন্য কেহ পারে না জিনিতে?
দেখাব এবার রণে কৌরব দুর্বৃত্তে
বিরাট-কুমার-বীর্য্য অস্ত্রের পরীক্ষা,
বুঝিবে জগৎবাসী, বুঝিবে কৌরব,
অর্জ্জুন ব্যতীত অন্যে পারে জিনিবারে;

নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে থাক প্রিয়ে! হেথা,
সমর জিনিয়া অন্ত কৌরবে দলিয়া
ত্বরায় চুম্বিব আসি ও·বিধুবদন ;
এক্ষণে বিদায় মোরে দাও প্রিয়তমে !
বিলম্বে অনর্থ হবে ঘটিবে জঞ্জাল।”
কহিলা প্রমোদা বালা উত্তরে সম্বোধি,—
“একান্তই রণে যদি যাইবে প্রাণেশ !
যেও তবে কল্য নাথ! যাপিয়া যামিনী ;
গতরাত্র প্রাণকান্ত! তোমার বিরহে
সহেছি যে কি ভীষণ দারুণ যন্ত্রণা
কহিতে বিদরে হিয়া, জানে অন্তর্যামী,
তাই কহি আজি নাথ! যেওনা সমরে,
আমার হৃদয়-উৎসে পিও সুধাধারা।
হের ওই কুঞ্জ মাঝে নাচিছে ময়ূর
কত রঙ্গে প্রিয়া সঙ্গে পেখম ধরিয়া,
তরুশাখে দেখ ওই ডাকিছে পাপিয়া
অব্যক্ত মধুর স্বরে পরাণ মাতায়ে,
আবার নেহার নাথ! হেলিয়া দুলিয়া
কত রঙ্গ করে পুষ্প অলিবঁধু সাথে,
বহিছে দক্ষিণবায়ু ফুলরেণু মাখি,
কেমনে প্রাণেশ! বল জুড়াব এ জ্বালা
যদি তুমি যাও চ’লে এ মধু সময়,

এর’পর যদি নভে উদে শশধর
বিমল জোছনারাশি ছড়ায়ে জগতে,
আর না বাঁচিব নাথ ! বিরহ-অনলে,
অনঙ্গের ফুলশরে বিদগ্ধ হৃদয়
বাঁচে কি সে প্রাণ কভু প্রাণেশ-বিরহে ;
তাই বলি প্রাণকান্ত ! এ মধু যামিনী
থেক না আমারে ছাড়ি প্রেয়সী তোমার ।”
কহিলা উত্তর শুনি কান্তার বচন,—
“ও-ইন্দুবদন-সুধা ছাড়িয়া যাইতে
প্রাণ কি চাহে গো মোর হৃদয়-প্রতিমা !
দগ্ধ কি হয়না প্রিয়ে ! পরাণ আমার ?
কিন্তু কি করিব হায়, নির্দ্দয় বিধাতা
ফেলেছে আমারে আজি দারুণ বিপাকে,
রাজলক্ষ্মী মৎস্যগাভী লয়ে যায় হ’রে
কেমনে নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকি প্রাণেশ্বরি !
বীরকুলবালা তুমি বীরেন্দ্র-কামিনী
সাধ কি হয় না তব হেরিতে প্রমোদা
পতির বিশ্রুতকীর্ত্তি কৌরব-বিজয় ?”
পতি পত্নী সম্ভাষণে নিমগ্ন যখন
উদিল উত্তরা আসি আচম্বিতে তথা,
কহিলা ভ্রাতারে ডাকি,—“ভুলেছ কি দাদা !
অবিলম্বে যেতে হবে গোধন-উদ্ধারে ?

স্থাপিয়া মঙ্গলঘট মঙ্গল কারণ
বসিয়া জননী দাদা! তব অপেক্ষায়,
বিলম্ব না করি আর এস ভ্রাতঃ! ত্বরা
শুভক্ষণে কর যাত্রা কৌরব-বিজয়ে।”
উত্তরা-বচন শুনি কহিলা প্রমোদা,—
“সহে না কি ননদিনি! সহোদর তব
থাকে যদি মম পাশে প্রমোদ-উদ্যানে;
কি জন্য ধাইয়া হেথা এসেছ কুমারি!
ভেবেছ কি ভ্রাতা তব যাইবে হারায়ে,
অথবা রাক্ষসী আমি ফেলিব খাইয়া?
দুই দিন পরে যদি আসিল হেথায়
অমনি আসিলে ছুটি পশ্চাতে পশ্চাতে,
এত ভ্রাতৃপ্রেম যদি কেন তবে মোরে
আনিল জনক তব আদর করিয়া?
ননদিনী যথার্থই বাঘিনী সংসারে
হাড়ে হাড়ে আজি তাহা বুঝিনু কুমারি!”
—“একি কথা বউদিদি! বলিছ আমায়”—
কহিল উত্তরা অতি আশ্চর্য্য হইয়া,—
“কিছুতো বলিনি তোমা করিনি কলহ,
বৃথা তবে কেন মোরে দিতেছ গঞ্জনা?
নিজেরা সংসার-পটে কলহের ছবি
অথচ সে পটে চাও আঁকিতে ননদে,

জগতে জানাতে চাও পরের নন্দিনী
এসেছে পরের ঘরে সেবিতে অপরে,
কাজেই ননদ দুষ্ট পেয়ে নিজ বশে
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কষ্টে অন্তর জ্বালায় ?
মনেতে করেছ বুঝি জানে না জগৎ
তোমাদের গুণরাশি পরের দুহিতা ?
শঠতা চাতুরী বাক্যে স্বামীরে ভুলায়ে
ভেঙ্গে ফেল কত শত সোণার সংসার,
প্রাণসম সহোদর স্নেহের ভগিনী
তোমাদের প্রেরণায় হয়ে যায় পর,
আত্মীয় স্বজন সনে করে না আলাপ,
উঠে বসে পত্নী-বাক্যে ক্রীতদাস সম,
এমন মোহিনী ছবি তোমরা সংসারে,
তথাপি মুহূর্ত্ততরে কর না সঙ্কোচ
আঁকিতে রাক্ষসী-সাজে ননদিনীগণে।
আসিনি এখানে আমি নিজের ইচ্ছায়
ডাকিতে স্বামীরে তব স্বামী-সোহাগিনি!
জননী দিয়াছে আজ্ঞা এসেছি সেহেতু,
নতুবা তোমার সুখে কণ্টক হইতে
কদাপি প্রবেশ নাহি করিতাম হেথা,
তোমার প্রেমের উৎস প্রমোদ-উদ্যানে।
ইচ্ছা হয় দাও ছেড়ে, না হয় দিও না,

ভাল মন্দ ইথে মোর নাহি আসে যায়,
জন্মেছি স্ত্রীজাতি হয়ে, যাব পর ঘরে,
সুনাম দুর্নাম নাহি স্পর্শিবে আমায়,
কহিবে তোমারে লোকে মৎস্যদেশবাসী,
এই সেই মায়াবিনী, যার মায়াজালে
আবদ্ধ হইয়া বীর বিরাট-কুমার
রাজলক্ষ্মী উদ্ধারিতে হইল বিমুখ ;
আবার কহিবে কেহ স্বামীরে তোমার
লঘুচিত্ত কাপুরুষ দুর্ব্বল প্রকৃতি,
দুর্ম্মদ কৌরব-নামে শঙ্কিত হইয়া
বাধা প্রদানিতে ভীরু হ'ল না সাহসী ;
কেহ বা বলিবে স্ত্রৈণ পত্নীর কিঙ্কর
দাসের মর্য্যাদাজ্ঞান থাকিবে কেমনে ;
ঘোষিবে কি পতিকীর্ত্তি জগৎ মাঝারে
এমন সুপত্নী তুমি পতির তোমার !—
জননী ডাকিছে দাদা ! শুন পুনর্ব্বার
যা' হয় কর্ত্তব্য এবে কর নিজে স্থির ।"
উত্তর কহিল চাহি পত্নী ভগ্নী প্রতি—
"অযথা কলহ কেন করিছ উভয়ে ?
দুই ভগ্নী সম দোঁহে কর কত খেলা,
আজি কেন এই ভাব উভয়ের মাঝে ?
শোন প্রিয়তমে ! তুমি, উত্তরা বালিকা

তাহার সহিত তব বাদ বিসংবাদ
অতীব গর্হিত কভু শোভা নাহি পায়,
বিশেষ তোমারে কিছু বলেনি উত্তরা,
অকারণে বাধায়েছ তুমি এ কলহ।"
দলিতা-ফণিনী সম স্বামী-বাক্য শুনি
কহিলা প্রমোদা রোষে,—"ভগিনী নির্দ্দোষী
এ কথা বলিবে তুমি এ নহে আশ্চর্য্য,
একই জননী-গর্ভে লয়েছ জনম,
তার দোষ তব চক্ষে সম্ভবে কি কভু?
আর আমি, উড়ে এসে বসেছি হেথায়
পরমাঝে পরগৃহে পরের দুহিতা,
মম দোষ পদে পদে দেখিবে তো তুমি;
ভগিনী বালিকা তব, তাই এত কথা
যাহা আমি সাত জন্মে জানিনা কখন'
কেমন মধুর ভাষে দিল শুনাইয়া.
বালিকার কথা যদি হয় গো এরূপ
যৌবনে কি ভয়ঙ্কর হইবে মুখরা,
যার ঘরে যাবে তার ভাঙ্গিবে সংসার
অশান্তি অনলে তার দগ্ধিবে জীবন।"
কহিলা উত্তর পুনঃ,—"ভগ্নীরে ত্যজিয়া
মম স্কন্ধে ভর বুঝি করিলে এবার।
ক্ষমতা নাহিক মোর তোমাদের সম

নানা ছাঁদে বিনাইয়া কলহ করিতে,
দয়া করে ভুলে যাও বলেছ' যে যাহা
কিংবা চুল' চুলি কর যাই আমি চলে।"
স্বামীর বচন শুনি হাসিয়া প্রমোদা
উত্তরার গলাধরি বদন চুম্বিয়া
কহিলা আদরে অতি মধুর ভাষায়,—
"ভুলে যাও ননদিনি! কহেছি যা আমি
দারুণ বিরহানলে বিদগ্ধ পরাণে,
বিরহিনী-জ্বালা তুমি বোঝ না কুমারি!
বুঝিলে আমার প্রতি হ'তে না বিরূপ,
জ্ঞানহারা হয়ে কটু বলেছি তোমায়,
নতুবা কি ননদিনী আদরিণী মোর
তোমারে কহিতে পারি কঠোর বচন;
যে অবধি আসিয়াছি তব ভ্রাতৃগৃহে
সহোদরা সম মোরে করেছ আদর,
পাছে মোর কষ্ট হয় নববধূ আমি
তুষিতে সঙ্গেতে মোর থেকেছ সর্ব্বদা,
ভুলি নাই সেই কথা আমি লো ভগিনি!
কহেছি কটূক্তি শুধু স্মৃতিহারা হয়ে;
ভ্রাতারে এসেছ নিতে গোধন উদ্ধারে
আনন্দে বিদায় তাঁরে দিতেছি কুমারি!
ক্ষত্রিয়-দুহিতা আমি বীরেন্দ্র-রমণী,

আমি কি লো ডরি বালা, প্রেরিতে পতিরে
উপযুক্ত অরি পাশে দুর্ম্মদ সংগ্রামে ;
দারুণ বিরহানলে ছিনু জ্ঞানহারা
তাই কহেছিনু কান্তে যাইতে প্রভাতে,
কিন্তু তব শ্লেষযুক্ত বাক্যে ননদিনি !
প্রবল বিরহ মোর গিয়াছে কাটিয়া;
চেতনা পেয়েছি ফিরে তব রূঢ় ভাষে,
বুঝিনু এক্ষণে তুমি কত শুভার্থিনী,
গালাগালি নয় তব সুধা-বরিষণ
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয়েছে উহায়,
চিরতরে তব পাশে রহিনু কৃতজ্ঞ,
ননদিনী সহোদরা তুমি লো আমার,
কি আর আশীষ তোমা করিব ভগিনি !
বরেণ্য বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ লভ পতি তুমি,
সুযশ-মণ্ডিত-কুলে হউক বিবাহ ।"
এত কহি রাজস্নুষা কহিলা সখীরে,
—"আন্ লো ত্বরায় সখি ! বীর আভরণ,
নিজ হাতে প্রাণনাথে সাজায়ে সুবেশে
পাঠাব কৌরব-রণে প্রবল আহবে ;
দেখিবে জগৎ চাহি দেখিবে সকলে
বীরকুলবধূ নাহি ডরে লো প্রেরিতে
জীবনসর্ব্বস্ব পতি স্বহস্তে সাজায়ে ।"

—"এইতো বীরেন্দ্র-পত্নী উপযুক্ত কথা"—
কহিলা উল্লাসভরে কুমারী উত্তরা,
"যথার্থই বউদিদি! তুমি বীরনারী
বীরকুলোদ্ভবা তুমি বীরকুলবধূ;
মন-মত বেশে এবে সাজাও পতিরে
নিরখি দাঁড়ায়ে হেথা নৈপুণ্য তোমার।"
কহিলা প্রমোদা হাসি—"শুন ননদিনি!
তোমার ভ্রাতার সম নাহিক নির্দ্দয়,
তা' না হ'লে হেরি তব যৌবন শিয়রে
কদাপি নিশ্চিন্ত মনে পারে কি থাকিতে,
দেয় না আনিয়া পতি যুবতী-জীবন
পার' যারে সাজাইতে মন-মত বেশে
বীর-আভরণে কিংবা ফুলদল দিয়া।"
প্রমোদার কথা শুনি কহিলা উত্তরা
লজ্জা-অবনত-মুখে সম্বোধি তাহারে,
"বউদিদি! অতি দুষ্ট লজ্জাহীনা তুমি
কেবল রহস্য তব সকল সময়,
লঘু গুরু জ্ঞান নাই স্থানাস্থান ভেদ,
আর আমি থাকিব না তোমার নিকটে।"
এত কহি দ্রুতপদে চলিলা উত্তরা।
আরম্ভিলা রাজস্নুষা প্রমোদা সুন্দরী
সাজাইতে প্রিয়পতি বীর-আভরণে॥

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

উষারাণী মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া
বিনাশি তমসারাশি হাসায় ভুবনে,
ব্যাকুল ভ্রমরকুল কাঁদিয়া আকুল
অবস ঢলিয়া পড়ে কমল উপরে,
বিরহিনী কুমুদিনী বিষাদ-মলিনা
দ্বিপতি-বিরহে মুদে বদন-কমল,
নব-বধূ হেরি বিধু বিগত-গগনে
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ত্যজিছে পতিরে,
নিরখিয়া কাঁদে হিয়া নববধূ-দুঃখ,
ঝরিছে অজস্র ধারা বিটপী-নয়নে ;
অস্তগামী হেরি স্বামী তারকা বিষাদে
ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধচিত্তে আকাশে মিশায় ।
উষার বিকাশ হেরি নিস্তব্ধ ভেদিয়া
কলকল রবে পাখী প্রভাত জানায় ;
হাম্বা হাম্বা ডাকে ধেনু গোবৎস সহিত
গোপাল গোঠেতে ধায় বেণু নিনাদিয়া ।
চমকি সে ধ্বনি শুনি পাঞ্চাল-ঝিয়ারী
শয্যা-ত্যাগ করি উঠে নয়ন মেলিয়া ।

ত্বরায় সম্পন্ন করি প্রাতঃকৃত্য আদি
ধায় ফুলসাজি হাতে কুসুমকাননে।
কমলা-আগমে' যথা হরিত বসনে
সাজে সুখে ধরারাণী পুলকে মাতিয়া,
তেমতি কৃষ্ণারে হেরি, কুসুমনিকর
সোহাগে ঢলিয়া যেন অনুরাগ ভরে
হাসিল মধুর হাসি হাসায়ে উদ্যানে।
পশিল পাণ্ডববাঞ্ছা পুষ্পদল মাঝে ;—
মরি মরি কিবা চারু শোভিল কানন,
সৃজিল অপূর্ব্ব সৃষ্টি যেনরে বিধাতা,
বিকসিল নীলোৎপল জাহ্নবী-সলিলে,
ঈর্ষায় জ্বলিয়া যেন স্বভাবসুন্দরী
মানস মোহন কৃষ্ণারূপ নিরখিয়া
শোভিল সুরম্য সাজে সম্রাজ্ঞী-শোভায়
কুসুমেষু-প্রিয়া কিংবা সরোজবাসিনী
নন্দনকানন ত্যজি যেন সে কাননে
পুষ্পিত-কুসুম-দলে করিছে চয়ন।
মোহিনী সে কৃষ্ণারূপে কি দিব তুলনা
বদন-কমল যেন বিকচ কমল
কিংবা পূর্ণ শশধর শরৎগগনে,
ভ্রুযুগ নেহারি কাম ভাঙ্গে ফুলধনু,
নয়ন যুগল হেরি শরৎ-চন্দ্রমা

কাঁদে কোলে মৃগশিশু ত্রিদিব-আসনে,
নাসিকা নিরখি শুক শারীর সহিত
প্রবেশে গহন বনে নির্জ্জন কান্তারে,
গজমতি দন্ত-পাঁতি নেহারি মলিন,
প্রভাত-অরুণ-ভাতি বিরাজে অধরে,
কটাক্ষে কন্দর্পশর মানে পরাজয়,
দেবাসুর-ভয়ে বিধি সুধাভাণ্ড লয়ে
লুকায়ে রেখেছে যেন সে মুখপঙ্কজে,
কুঞ্চিত কুন্তলদাম পবন-হিল্লোলে
এলায়ে পড়িয়া যেন চুম্বিছে ধরণী,
নিরখি সুকণ্ঠ সেই সুচারু সুন্দর
লজ্জায় প্রবেশে কম্বু অম্বুধি-সলিলে,
সে ভুজবল্লরী হেরি যেনরে মৃণাল
কণ্ঠকে আবদ্ধ হৃদি দারুণ-যন্ত্রণা
জুড়ায় ডুবিয়া জলে সরসী-মাঝারে,
বক্ষোজ উপরে শৃঙ্গ নিরখি আতঙ্কে
শিহরে কদম্বফুল বৃক্ষের চূড়ায়,
সুচারু সুঠাম কুচ-যুগলে নেহারি
লজ্জায় দাড়িম্ব হৃদি পড়িছে ফাটিয়া,
নাভিপদ্মে নীলোৎপল মানে পরিহার,
ডমরু হইতে সরু ক্ষীণ কটিদেশ
নিরখি লজ্জায় সিংহ লোকালয় ত্যজি

আশ্রয় লয়েছে দুঃখে গহন বিপিনে,
হর-কোপানলে পুনঃ পুড়িবার ভয়ে
কোথা না আশ্রয় পেয়ে অনঙ্গ আতঙ্কে
লুকায়ে রয়েছে সুখে কটি মাঝে তাঁর,
বিশাল নিতম্ব হেরি বুঝি বা বিধাতা
পাছে করী মন-দুঃখে লুকায় গহনে
দিয়াছে নয়ন ক্ষুদ্র তুষিতে তাহারে,
সুচারু জঘন হেরি যোগভঙ্গ ভয়ে
শ্মশান-নিবাসী হর যোগীন্দ্র প্রধান,
কিবা উরু রম্ভাতরু কুল নাহি পায়
করি-কর-বিনিন্দিত সুগোল সুন্দর,
কৃষ্ণার চলন হেরি মরাল বারণ
লাজেতে লুকাতে চায় চক্ষু-অন্তরালে,
চরণ-নখরে লুটে শারদ-চন্দ্রমা
আঁধারি ত্রিদিবধাম নন্দনকাননে,
করপদ্মে চরণেতে যেন কোকনদ
সরসী-সলিল ত্যজি রয়েছে ফুটিয়া,
কি দিব রূপের তুলা, সৌদামিনী কোলে
শোভে যেন নীলোৎপল জলদে আবরি,
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু-জ্যোতি ঝরে অবয়বে
সুগন্ধে সুরভি বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
আহ্লাদে কুসুমকুল বদন মেলিয়া

পিইতে লাগিল যেন কৃষ্ণারূপসুধা।
নিরখি পুষ্পিত ফুল, পুলকে পাঞ্চালী
চয়ন করিল সুখে ভরি ফুল ডালা।
চলিলা দ্রৌপদী তবে মরালগমনে
পূজায় নিরতা যথা বিরাট-মহিষী।
হেথায় বিরাট-সুতা বিহগ-আলাপে
চকিতে পালঙ্ক-ত্যজি উঠিয়া ত্বরায়
ধাইলা জননী পাশে আবেগ অন্তরে।
নিরখি তখন' মায়ে পূজার আসনে
কহিলা কাতরে বালা,—"একি গো জননি!
এখন' বসিয়া তুমি রজনী বিগত,
সহিবে শরীরে কেন এত' অনিয়ম,
রাজার দুহিতা তুমি রাজার ঘরণী,
উঠ মা আসন ত্যজি খোল মা নয়ন,
কূজিছে বিহগকুল প্রভাত জানায়ে,
উদিছে আরক্ত রবি অলক্তকরাগে,
কত গো পূজিবে আর ওগো মা জননি!
সারারাতি পূজি কি গো মেটেনি কামনা!
উঠ মা, কাতরা বালা ডাকিছে তোমায়,
উঠ মা জননি, আর কাঁদাও না মোরে।"
কন্যার কাতর বাণী পশিয়া শ্রবণে
স্নেহধারা উথলিল প্রবল তরঙ্গে,

চমকি উঠিল রাণী নয়ন মেলিয়া
প্রেমাশ্রু বহিল বেগে ঝর ঝর ঝরে,
কহিলা আদরে তারে,—"তুই মা বালিকা,
সংসারের কত জ্বালা কি বুঝিবি তুই,
পুড়িছে অন্তর হৃদি তুষের অনলে।
রাক্ষসী নাগিনী এক গৃহে স্থান দিয়া
দারুণ বিষেতে জ্বলি হ'তেছি অস্থির,
অলক্ষ্মী ঢুকেছে মোর সোনার সংসারে
বিনাশিছে সুখ শান্তি নিতি নিতি করি;
প্রিয়তম সহোদর রাজ্যের রক্ষক
মৎস্যরাজ-সেনাপতি বীরেন্দ্র কীচক
অকালে ত্যজেছে প্রাণ শত ভ্রাতা সহ
কুহকিনী মায়াজালে বিমুগ্ধ হইয়া।
আবার বিগতরাতে দূত এক আসি
দিয়াছে যে দুঃসংবাদ, কহিতে সে কথা
রসনা শুকায়ে যায় বিদরে হৃদয়;
পরাজিত মৎস্য-সৈন্য ত্রিগর্ত্ত-সংগ্রামে,
বন্দী নিজে মহারাজ সুশর্ম্মার করে।
আর কত জ্বালা মোর কি বলিব বাছা,
দেবাসুর ডরে যারে সম্মুখ সমরে,
পৃথিবী-নৃপতিবৃন্দ ভয়েতে পলায়,
সেই সে কৌরব-রণে করেছে গমন

নয়ন-আনন্দকর উত্তর আমার
একাকী সৈনিক-শূন্য সহায় বিহীন
নিঃবীর্য্য ক্লীবেরে রথে সারথি করিয়া ;
এখন' পুত্রের কিছু পাইনি সংবাদ,
কত মন্দ কথা মোর উদিছে হৃদয়ে,
বহিছে চিন্তার বন্যা উত্তাল তরঙ্গে,
তাই মা ব্যাকুল প্রাণে ডাকি গো কাতরে
বিপদবারণ হরি শ্রীমধুসূদনে ;
রাজরাণী ভিখারিণী রাজার বিহনে ;
রাজার দুহিতা, রাণী, এ উচ্চ গরিমা
আর কি আমারে শোভে অবোধ বালিকা ;
এক রাত্রি অত্যাচার নয় বড় কথা
এক্ষণে সহিতে হবে শত কোটী কোটী।
কি কুক্ষণে স্থান দিনু রাক্ষসী দুর্বৃত্তে
ভাঙিল সোনার গৃহ সোনার সংসার ;
মজিলাম স্বামী পুত্র পরিজন সহ
সোনার রাজত্ব মোর ডুবিল অতলে।"
রাজ্ঞীর বচন শুনি কহিলা উত্তরা,—
"কেন গো ব্যাকুল এত হতেছ জননি !
স্বামী পুত্র গেছে রণে কর্ত্তব্য পালনে
ক্ষত্রিয়-সন্তান তারা ক্ষত্রকুল-রবি,
তুমি তাহে কেন ক্ষুব্ধা ক্ষত্রিয়-নন্দিনী !

জয় পরাজয়ে কেন এত গো অধীরা ?
বিজয়ী বিপক্ষ অদ্য, কাল মা জননি !
বিজয়ী হ'ব না মোরা কে বলিতে পারে !
বিশেষতঃ প্রিয়ম্বদা সত্য স্বরূপিনী
গন্ধর্ব্বভামিনী মোরে দিয়াছে আশ্বাস,
অলক্ষ্যে গন্ধর্ব্বপতি পিতারে রক্ষিতে
গিয়াছে পিতার সহ সুশর্ম্মা-সংগ্রামে,
আবশ্যক হ'লে নিজে পসিয়া সমরে
ত্রিগর্ত্তে পীড়িয়া তারে আনিবে বান্ধিয়া ;
অবগত তুমি মাতা ! গন্ধর্ব্ব-বিক্রম,
অক্লেশে স্থাপিতে পার' বিশ্বাস ইহায় ;
আরও বলেছে মোরে সৈরিন্ধ্রী, জননি !
বৃহন্নলা-গুণরাশি পাণ্ডব-আশ্রয়ে,
নপুংসক বলি তাঁরে কর'না মা হেলা,
গাণ্ডীবী স্বহস্তে বিদ্যা শিখায়েছে তাঁরে,
রণদক্ষ সুনিপুণ তাঁহার সমান
অর্জ্জুন ব্যতীত কেহ নাহি ভূমণ্ডলে ;
কিরীটী সাহায্যে তার একাকী সমরে
সইন্দ্র-দেবতাবৃন্দে বিধ্বস্ত করিয়া
দহিয়া খাণ্ডব বন তুষিলা অনলে,
মথিলা নৃপতিবৃন্দ বসুধা-বেষ্টিত,
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞাবাহী করিলা সকলে ;

এ হেন সারথি শ্রেষ্ঠ ক্লীব বৃহন্নলা
উদয় যেথানে তাঁর বিজয় সেথানে,
হেন জন সনে দাদা গিয়াছে সমরে
বৃথা তার তরে তুমি চিন্তিছ জননি !
অচিরে জনক ভ্রাতা ফিরিবে নিশ্চয়
বিজয়-মণ্ডিত-শিরে অরাতি দলিয়া।"
সুদেষ্ণা কহিলা শুনি কন্যার বচন,—
"সয়তানী-বাক্যে কভু এতটা বিশ্বাস
স্থাপিতে পারি না আমি শুন মা কল্যাণি !
বালিকা পাইয়া তোরে সুমিষ্ট বচনে
ভুলায়েছে মায়াবিনী মোহিনীমায়ায় ;
তোর সম আমি যদি হ'তাম বালিকা
আমিও হ'তাম মুগ্ধ তার মায়াজালে ;
রাক্ষসী হয়নি তুষ্ট সহোদরে বধি,
মহারাজে নিমজ্জিয়া বিপদ-সাগরে,
কুহকে ভুলায়ে তাই নর্ত্তক সহিত
পাঠায়েছে ঘোর রণে কৌরব-বিপক্ষে
নয়ননন্দন পুত্রে গোধন-উদ্ধারে ;
আর কি ফিরিবে মোর সোনার গোপাল
মা ব'লে ডাকিবে আসি গালভরা স্বরে ?
কি জানি কি ঘোর মায়া জানে কুহকিনী
মুহূর্ত্তে মোহিত করে যে যায় নিকটে,

ডুবাতে অতলতলে এ রাজ্য বিশাল
মজাতে এ মহাবংশ চিরকাল তরে
জন্মিয়াছে সর্ব্বনাশী কুল-কলঙ্কিনী।"
মাতৃবাক্যে বাধা দিয়া চমকি উত্তরা
কহিলা আকুল প্রাণে,—"ব'ল'না জননি!
এমন নিষ্ঠুর বাক্য সৈরিন্ধ্রী বিষয়ে;
দেববালা সম যার মধুর স্বভাব
বীণা-বিনিন্দিত-স্বর ঝঙ্কারে কথায়
কমল জিনিয়া যার মোহিনী মূরতি
সে কভু হয় না মাতা! দুষ্টা সর্ব্বনাশী;
আর না বলিও হেন বাক্য সৈরিন্ধ্রীরে,—
ওই দেখ হাসিমুখে মরালগামিনী
ফুলডালা হাতে লয়ে আসিছে হেথায়,
এমন অমিয়মাখা সরলতা-ছবি
কদাপি রাক্ষসী-দেহে শোভে না জননি।"
কহিলা সুদেষ্ণা রাণী উত্তরা-বচনে,—
"নিষেধ করিতে তোরে হবে না বালিকা!
কি জানি মোহিনী-শক্তি ধরে লো সৈরিন্ধ্রী
নিকটে আসিলে যাই সব কথা ভুলে,
দুঃখ কষ্ট মর্ম্মব্যথা কিছুই থাকে না,
অব্যক্ত-আনন্দ-উৎস উথলে পরাণে,
হৃদয় গলিয়া যায় অমিয় ধারায়

নিয়ে যায় যেন মোরে স্বরগ-নন্দনে,
কটুভাষা দূরে থাক, আরক্ত নয়ন
দেখাতে অক্ষম হই নিকটে সে এলে,
অতএব আর তোরে চঞ্চল হইতে
হবে না মা স্নেহময়ী অবোধ বালিকা !”
উত্তরিল হেনকালে ফুলডালা হাতে
গজেন্দ্রগামিনী কৃষ্ণা ফুল্ল কমলিনী,
অঙ্গের সৌরভে গৃহ হ’ল আমোদিত,
মহিষী ভুলিল তাঁর মরম-বেদনা।
মধুর সম্ভাষি তবে দ্রৌপদী সুন্দরী
কহিলা আদর করি,—“ওগো রাজরাণি !
হের কিবা মনোহর এনেছি কুসুম,
সারা পুষ্পোদ্যান আমি খুঁজিয়া যতনে
চয়ন করেছি ফুল সুগন্ধি সুন্দর,
হের গো গেঁথেছি মালা নয়ন-লোভন
পরাতে তোমারে রাণি অমৃতভাষিণি !
লও প্রীতি উপহার আশ্রিত জনার।”
কহিলা ক্ষুভিত চিত্তে বিরাট-মহিষী,—
“এ মালা, আমার গলে, ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত
আর কি গো শোভা পায় গন্ধর্ব্বভামিনি ?
জীবনসর্ব্বস্ব পতি বন্দী গো যাহার
তার কি গো সাজে দেবি ! ফুল সাজে সাজা ?”

হাসিয়া কহিলা তবে পাঞ্চালনন্দিনী,—
"যোগ্য যদি নাহি হ'তে এ-মালা ধারণে
তবে কি গো এত যত্নে গাঁথিয়া এ মালা
দিতাম তোমারে রাণি ! প্রীতি উপহার ?
বন্দী নহে পতি আর তব গো মহিষি !
আসিছে বিজয়ীসিংহ মহা সমারোহে,
মত্ত এবে মৎস্যবাসী বিজয়-উল্লাসে,
পর' গলে মালা রাণি ! সাজ ফুলসাজে,
রাজ-অভ্যর্থনা তরে হও গো প্রস্তুত।"—
—"কি বলিলে সুধাময়ি !"—কহিলা মহিষী,—
"জাগ্রত কি আমি দেবি আনন্দদায়িনি !
দূত-বাক্য তবে কি গো অলীক কল্পনা ?
জান যদি বল সতি ! কেমনে নৃপতি
উদ্ধার লভিলা দুষ্ট সুশর্ম্মার করে,
কেমনে বিজয় রণে হইল মোদের ?"
—"কহিতেছি একে একে"—কহিলা দ্রৌপদী,—
"দূত-বাক্য বিন্দুমাত্র নহে গো অলীক,
প্রথমে সুশর্ম্মা লভি বিজয় সংগ্রামে
লয়ে গেল মহারাজে বন্ধন করিয়া,
অলক্ষ্যে গন্ধর্ব্ব ছিল সহায় কারণ,—
কহেছি একথা পূর্ব্বে কন্যারে তোমার,—
মুহূর্ত্তে পশ্চাতে ছুটি দলি শত্রুসেনা

সুশর্ম্মার কেশে ধরি নৃপতিরে লয়ে
পৌছাইয়া দেছে পুনঃ কঙ্কের সমীপে ;
দয়ালু-কঙ্কের বাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া
ত্রিগর্ত্তে দিয়াছে ছাড়ি বিরাট ভূপতি ;
এসেছে সংবাদ হেথা সাজাতে নগর
উল্লাসে মাতিতে সবে মৎস্যবাসীজনে।”
—“বড়ই আনন্দধারা ঢালিলে পরাণে”—
কহিলা সুদেষ্ণা রাণী কৃষ্ণায় সম্বোধি,—
“কিন্তু সতি ! তবু প্রাণ এখন’ অস্থির ;
নয়ন-নন্দন পুত্র উত্তর আমার
গিয়াছে একাকী রণে কৌরবে দমিতে
সঙ্গে মাত্র বৃহন্নলা হীন নপুংসক,
আর কি আসিবে ফিরে পরাণ পুতুলি,
মা ব’লে ডাকিয়া মোরে জুড়াবে জীবন !”
আশ্বাসি রাণীরে তবে কহিলা পাঞ্চালী—
“এ কারণে কেন রাণি ! হ’তেছ উতলা,
বৃহন্নলা সাথে যার ভয় কি তাহার ;
শোননি কি মহারাণি ! বৃহন্নলা-গুণ,
অদ্বিতীয় রথী সেই গাণ্ডীবি সমান,
আবশ্যক হ’লে নিজে অশ্ববল্গা ছাড়ি
আপনি হইয়া রথী মথিবে কৌরবে,
বিন্দুমাত্র চিন্তা ইথে নাহি তব রাণি !

সুযশে মণ্ডিত হয়ে অচিরে কুমার
ফিরিয়া বন্দিবে তব চরণ-যুগল,
মম বাক্যে অবিশ্বাস কর’ না মহিষি!
ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে তার পেয়েছ প্রমাণ।”
আশ্বস্ত হইয়া তবে দ্রৌপদী-বচনে
কহিলা সুদেষ্ণা রাণী,—“শুন গো সৈরিন্ধ্রি!
তব বাক্যে ভুলিলাম যত জ্বালা মোর,
সাজাও আমারে এবে যেমতি বাসনা—
ফুল-সাজে ফুলরাণী কন্দর্প-বনিতা
ইন্দ্রাণী অথবা লক্ষ্মী সরোজবাসিনী।”
রাজ্ঞীর আদেশ লভি পাণ্ডবভামিনী
আরম্ভিলা ফুলসাজে সাজাতে রাণীরে।
        হায় রে বিধাতা! তোর একি অবিচার,
লুটাত চরণে যাঁর অসংখ্য কিঙ্করী,
বিরাট-মহিষী সম রাণী শত শত
যাঁর পদলাভ তরে হইত আকুল,
উঠিত বসিত যাঁর বাসনা হইলে
সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী রাজেন্দ্র-সমাজ,
আজি কিনা সেই নারী জগৎ-বরেণ্য
সেবিছে বিরাট-পত্নী কিঙ্করী সমান!
ধন্য কর্ম্ম ধন্য তব মহিমা ভূতলে!
কখন কাহারে তোল গিরি শীর্ষদেশে,

আবার কেন যে ফেল অতলে তাহারে
কিছুই বুঝি না মোরা অজ্ঞান মানব ;
দেখিয়া শুনিয়া শুধু এই জ্ঞান হয়
জগতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলবান্।
কেন বিধি। তারে তুই করিস্ সৃজন
অকুল সমুদ্রে হায় ভাসাবি যাহারে ?

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

বিদায় গ্রহণ করি জননী-চরণে
উত্তরিল ক্ষিপ্রগতি কুমার উত্তর
যথায় সাজায়ে রথ বিবিধ আয়ুধে
অপেক্ষিছে বৃহন্নলা পুলকিত চিতে।
রথ-সজ্জা নিরখিয়া সহর্ষে কুমার
কহিলা কুমারীবৃন্দে,—"পূরবে কখন'
হেরি নাই রথ-সজ্জা নিখুঁত এমন,
যথার্থ ই বৃহন্নলা নিপুণ সারথি,
সৈরিন্ধ্রী কহেনি মিথ্যা বুঝিনু এক্ষণে;
অধুনা বিদায় সবে দাও মোরে ত্বরা
যাই আমি উদ্ধারিতে বিরাট-গোধন।"
এত কহি বীরদর্পে বীরেন্দ্র সমান
উঠিল উত্তর রথে অর্জ্জুন-চালিত।
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ রথ প্রদক্ষিণ করি
স্বস্তি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিল কুমারে;
নারীবৃন্দ মাঙ্গলিক করিল আচার।
রাজকন্যাগণ তবে উত্তরা সহিত
কহিলা সাগ্রহে অতি বৃহন্নলা প্রতি,—
"শুন ওগো বৃহন্নলা! সমর জিনিয়া

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বীর-অঙ্গ হ'তে
এন' দিব্য আভরণ বিচিত্র বসন
সাজাব পুতুল মোরা মনোহর সাজে।"
কুমারীগণের বাক্য শুনিয়া ফাল্গুনী
কহিলা মধুর হাসি,—"কুমার যদ্যপি
পরাভব করে সেই মহারথগণে
বসন-ভূষণ তবে আনিব নিশ্চয়,
প্রীতি উপহার দিব প্রতি জনে জনে।"
এরূপ কহিয়া বল্গা নিল পার্থ করে।
কাতরে রমণীবৃন্দ কহিলা আবার—
"ওগো বৃহন্নলা! তুমি যেমতি পূরবে
খাণ্ডব-দাহন করি সংগ্রাম জিনিয়া
এনেছিলে পার্থবীরে স্বগৃহে ফিরায়ে
তেমতি কৌরবে আজি পরাজিত করি
এন' ফিরে কুমারেরে স্বগৃহে তাহার।"
হাসিয়া কহিল পার্থ আশ্বাসি সকলে,—
"ভয় নাই বিন্দুমাত্র, ফিরিবে কুমার
সমরে বিজয়লাভ করিয়া অচিরে।"
সান্ত্বনা করিয়া সবে দিল রথ ছাড়ি,
ঘর্ঘরে চলিল রথ মেদিনী কাঁপায়ে।
আজ্ঞা দিল রাজপুত্র—"চালাও সারথি!
কৌরব-সম্মুখে রথ, এত স্পর্দ্ধা তার

মম গাভী হ'রে লয় রক্ষীগণে বধি !
পরাজয়ী আজি রণে দুর্বৃত্ত কৌরবে,
সমুচিত প্রতিফল দানি দুর্য্যোধনে,
উদ্ধার করিয়া গাভী ফিরিব নগরে।
প্রতিজ্ঞা আমার এই শোন বৃহন্নলা !
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপে মরমে পীড়িয়া
দেখাব অদ্ভুত বীর্য্য রণভূমি মাঝে।"
উত্তর-বচনে হাসি বীর ধনঞ্জয়
মহাবেগে অশ্বগণে দিলা চালাইয়া,
প্রবল মারুতগামী সুবর্ণ ভূষিত
বাজী চতুষ্টয়ে হেরি মনেতে উদয়
বুঝি বা আকাশপথে চলিছে স্যন্দন।
মুহূর্ত্তে পৌঁছিল রথ শ্মশান সমীপে
দীর্ঘ শমীবৃক্ষ পার্শ্বে ভীষণ নির্ঘোষে।
সেস্থান হইতে দোঁহে হেরিল অদূরে
অসংখ্য কৌরব-সৈন্য সাগর-সমান,
সে সৈন্য-চরণোদ্ভূত রেণু নভে ব্যাপি
প্রতীতি হইল মনে যেন রে আকাশে
বহুল পাদপপূর্ণ মহারণ্য এক
ভ্রমিতেছে ইতঃস্ততঃ প্রবল পবনে।
নিরখি সাগরোপম সে সৈন্য বিশাল
কহিল উত্তর ভয়ে অর্জ্জুনে চাহিয়া,—

"আজ্ঞা দিনু নিতে রথ গোধন যথায়
কিহেতু আনিলে হেথা সমুদ্র মাঝারে?
হের ওই মহারণ্য, সাগর সম্মুখে,
কোথায় চালাও রথ বুঝিতে না পারি,
কিবা ওই ভয়ঙ্কর সমুদ্র-গর্জ্জন
কর্ণেতে লাগিল তালা হইনু বধির,
বিচিত্র চিত্রিত কত চলিছে তরণী
জলচর কলরব করিছে নিরত;
হিংস্র জন্তু ঘোর রবে অরণ্য-আলোড়ি
গর্জ্জিছে প্রচণ্ড কিবা পরাণ কাঁপায়ে,
কেন এ ভীষণ স্থানে আনিলে আমারে?"
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে কহিল উত্তরে,—
"এ নহে সমুদ্র বীর! সমুদ্র প্রমাণ
গাভীগণ তব ওই ধবল আকার,
মহারণ্য নহে ইহা সৈন্যপদ-রেণু
ব্যাপিয়া আকাশস্থল জন্মায় প্রতীতি
ভীষণ অরণ্য বলি তব মন মাঝে,
নৌকাবৃন্দ বলি যাহে করিছ ধারণা
নহে ও তরণী উহা প্রমত্ত বারণ,
গজ-বাজী-রবে ভাব হিংস্র-জন্তুনাদ,
সৈন্য-কোলাহলে কহ সমুদ্র-কল্লোল,
এ বিশাল সৈন্যসহ যুঝিবে কেমনে?"

কহিল উত্তর তবে,—"না হে বৃহন্নলা !
এ নহে সৈনিকবৃন্দ সমুদ্র নিশ্চয়,
বুঝিতে পারনি তুমি সামান্য সারথি ;
যদি ইহা সেনাবৃন্দ, এ সেনার সহ
মানবের শক্তি নাহি করিবারে রণ,
আমি তো বালক মাত্র, দেবেন্দ্র বাসব
দেব-অনীকিনী সহ এ সৈন্য সহিত
যুঝিতে সক্ষম বলি হয় না ধারণা ;
অতএব বৃহন্নলা ! কেমনে হে আমি
ভীষণ কার্ম্মুকশালী নাগাশ্ব-সঙ্কুলা
এ ভারতী-সৈন্য মাঝে করিব প্রবেশ ?
এ বিশাল সৈন্য হেরি কাঁপিছে হৃদয়,
হয়েছি উৎসাহশূন্য অবশ শরীর,
মুহূর্ত্ত হেরিলে আর হারাব চেতনা।
শূন্যগৃহে রাখি মোরে সর্ব্বসৈন্য লয়ে
ত্রিগর্ত্ত-সমরে পিতা গিয়াছে চলিয়া,
একাকী বালক আমি সহায় বিহীন,
বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু অক্ষম,
কেমনে সম্ভব ইহা হয় হে আমার
যুঝিতে জগৎশ্রেষ্ঠ অরাতি সহিত ?
অতএব হে সারথি ! বিলম্ব না করি
ফিরাও স্যন্দন মোর বিরাটাভিমুখে।"

উত্তর-বচন শুনি কহিলা কিরীটী,—
"কেন হে কুমার! এত হতেছ কাতর,
কি কারণে শত্রু-হর্ষ করিছ বর্দ্ধন,
কি কাজ করেছে তারা যাহাতে কুমার
এত ত্রস্ত বিচলিত হইতেছ তুমি ?
আদেশ করেছ তুমি আমারে প্রথমে
লইবারে রথ তব কুরু-সৈন্য মাঝে,
অতএব হে কুমার! সে আদেশ-বলে
আততায়ী দুর্ব্বিনীত গোধনাপহারী
কৌরব-সমক্ষে রথ লইব এক্ষণে ;
আসিবার কালে তুমি স্ত্রী পুরুষ মাঝে
করেছ যে গর্ব্ব সব গেছ কি ভুলিয়া,
এবে কেন পরাঙ্মুখ করিতে সংগ্রাম ?
গাভী না উদ্ধারি যদি যাও গৃহে ফিরি,
স্ত্রী পুরুষ মিলি তোমা করিবে বিদ্রূপ,
বীরবৃন্দ নিন্দা করি দিবে টিট্‌কারি,
অতএব ধৈর্য্য ধর, হ'ও না অস্থির ;
জান তুমি ভূয়ঃ ভূয়ঃ সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী
প্রশংসা করেছে মোর সারথ্য বাখানি,
এ কারণে ধেনুবৃন্দে না করি উদ্ধার
কদাপি নগরে নাহি করিব প্রবেশ ;
সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদে উত্তরা-আগ্রহে

তব অনুমতি ক্রমে এসেছি হেথায়,
এ হেতু কলঙ্ক মাখি, না করি সমর,
গৃহে নাহি যাব ফিরে কাপুরুষ সাজি ;
বিশেষতঃ জান তুমি প্রতিজ্ঞা আমার—
যেমতি হউক শত্রু প্রচণ্ড প্রবল
কদাপি বিজয়লাভ না করি সমরে
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করি ফিরি না গৃহেতে।”
সকাতরে রাজপুত্র কহিলা তখন,—
“ক্ষমা কর বৃহন্নলা ! ব’ল না একথা,
হরুক্ কৌরব মোর যা আছে সকল,
বিদ্রূপ করুক্ মোরে বসুধানিবাসী,
বিরাট-গোধন-রাজ্য যাক্ রসাতলে,
তিরস্কার গালাগালি করুক্ জনক,
তথাপি সংগ্রাম আমি করিব না কভু
দ্বিতীয় শমন সম কৌরব সহিত ;
এখন’ বালক আমি, সংসারের সাধ
বিন্দুমাত্র মিটে নাই জীবনে আমার,
অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নী বিরাজিত গৃহে
জ্বলিছে হৃদয় মোর তাহার বিরহে,
বড়ই কুকর্ম্ম আমি করেছি সারথি !”
এত কহি নৃপসুত ভয়াকুল চিতে
ধনু-সনে মান গর্ব্ব জলাঞ্জলি দিয়া

লম্ফ দিয়া রথ হ'তে পলাইল ছুটি।
অর্জ্জুন কহিল ডাকি কুমার উত্তরে,—
"ক্ষত্রধর্ম্ম নহে যুদ্ধ-ত্যজি পলায়ন,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা হ'তে তোমার কুমার!"
ধিক্কার প্রদানি তবে বীর ধনঞ্জয়
রথ-ত্যজি তীরবেগে উত্তরে ধরিতে
ছুটিল পশ্চাতে তার লম্ফ প্রদানিয়া,
গতিবেগে দীর্ঘবেণী পড়িল এলায়ে
শিথিল হইল বস্ত্র উড়িল আকাশে।
কৌরব-সৈনিক হেরি উঠিল হাসিয়া,
লাগিল করিতে তর্ক নিরখি তাঁহারে—
'কেবা এই ছদ্মবেশী মানব মহান্,
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিসম কেবা এই জন,
অর্দ্ধ-নর অর্দ্ধ-নারী অঙ্গের গঠন
কেবা এই ক্লীবরূপী বিচিত্র পুরুষ?
অর্জ্জুনের সৌসাদৃশ্য নেহারি শরীর,
মস্তক বিশাল বাহু গ্রীবা পদদ্বয়
অবিকল পার্থসম নিখুঁত সুন্দর,
অতএব মনে লয় এ ব্যক্তি নিশ্চয়
অর্জ্জুন ব্যতীত আর নহে অন্য কেহ,
ত্রিদিবে দেবেন্দ্র যথা শ্রেষ্ঠ দেব মাঝে
তেমনি পৃথিবীতলে মানব-সমাজে

ধনঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোচ্চ প্রধান ;
নতুবা অবনীমাঝে নাহি অন্য কেহ
যুঝিতে কৌরব সনে একাকী সমরে।
অনুমান হয় এই বিরাট-বালক
আপন সামর্থ বল বুঝিতে না পারি
ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়ে সারথ্যে বরিয়া
ছুটিয়া এসেছে হেথা গোধন-উদ্ধারে,
নিরখি এখানে আসি কৌরব-বিক্রম
পলাইছে প্রাণ-ভয়ে পিছু না চাহিয়া ;
কিরীটী হেরিয়া তাই ধাইছে পশ্চাতে
ধরিতে বালক-বীরে অশ্ববল্গা ছাড়ি,
দুলিছে কুন্তল তায় খসিছে বসন
ছদ্মবেশ প্রকাশিছে পবন-হিল্লোলে।'—
এরূপ বিতর্ক সবে লাগিল করিতে
নির্ণয় করিতে কিছু হ'ল'না সক্ষম।

ইতিমধ্যে ধনঞ্জয় উত্তরে ধরিয়া,
সিংহ যথা মৃগ-শিশু ধরে অবহেলে
তেমনি রথের পার্শ্বে আনিল তাহারে,
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উত্তর
কহিল অর্জ্জুন-প্রতি অতি সকাতরে,—
"পায়ে ধরি বৃহন্নলা ! বধ' না আমায়,
নূতন জীবন মোর নূতন সংসার,

ত্যজিবে পরাণ প্রিয়া আমার বিহনে,
নারী-বধ ক'রনা হে ! রাখ এ মিনতি,
দয়া করি ফিরে যদি লও মোরে গৃহে
মণি মুক্তা গজ বাজী দিব উপহার
শত শত গাভী দিব হীরক মাণিক
বহুদেশ গ্রাম আদি সুন্দরী ললনা
যা চাহিবে দিব তাহা হবে না অন্যথা,
মেরো না হে বৃহন্নলা ! আশ্রিতজনায় ।"
এত কহি রাজপুত্র কাঁদিয়া আকুল
পড়িল পৃথিবীতলে অজ্ঞান হইয়া ;
মুখে জল দিয়া পার্থ সচেতন করি
কহিলা মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদানি,—
"সমর করিতে যদি ভয় তব মনে
সারথি হইয়া রথে বস হে কুমার !
নিজে আমি রথী হ'য়ে করিব সমর,
মুহূর্ত্তে মথিয়া আজি কৌরব-বাহিনী
উদ্ধারিয়া দিব যত গোধন তোমার,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে রথে কর আরোহণ
অদ্ভুত আমার কর্ম্ম দেখ বসি সেথা,
বিন্দুমাত্র নাহি ভয় তব হে কুমার !
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন ডরাও শমনে ?"
এরূপ আশ্বাসি রথে তুলিল উত্তরে,

কুমার করুণা করি লাগিল কাঁদিতে—
"কোথায় রহিলে পিতা মাতা এ সময়
পরাণ-পুতলী প্রিয়া প্রমোদা আমার !
অকালে অস্থানে হায় হারানু জীবন
নর্ত্তক ক্লীবেরে আজি সারথি করিয়া,
বুঝে না সংসার সুখ জীবন কেমন
অন্য জনে নিজ তুল্য ভাবে হীনমতি ;
কি কুক্ষণে তোর বাক্যে অভাগী উত্তরে !
ভুলিয়া সারথি-পদে বরিণু নর্ত্তকে ;
মজিনু আপনি নিজে মজানু প্রিয়ায়
সাধের জীবন হায় ডুবিল অতলে !"
উত্তরের কাতরোক্তি গ্রাহ্য না করিয়া
চালাইলা রথ পার্থ শমী-বৃক্ষ-তলে ।
নিরখি সে রথগতি কুরুবীরগণ
শমীবৃক্ষ অভিমুখে, শঙ্কিত হৃদয়ে
পরস্পর বহু তর্ক করিল সকলে ।
দ্রোণাচার্য্য সম্বোধিয়া কহিল তখন—
"বিবিধ উৎপাত আজি হেরিছ কি সবে ?
বহিছে প্রবলবেগে পবন গর্জ্জিয়া,
দিবসে তমসাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল,
গগন আবৃত হের ঘন মেঘজালে,
শিবাগণ ঘোর-রবে ডাকিছে নিরত,

গজবাজী অশ্রুবারি করিছে বর্ষণ,
কাঁপিতেছে ধ্বজ-দণ্ড যদিও অচল,
অকস্মাৎ তূণ ত্যাজি স্খলিত আয়ুধ,
অশুভ লক্ষণ ইহা নাহিক সংশয়,
অতএব রচ ব্যূহ আত্মরক্ষা তরে,
সাবধানে রক্ষ সবে গোধনসমূহে,
নিশ্চয় অর্জ্জুন আজি ক্লীববেশে সাজি
আসিছে সমরে রঙ্গে কৌরব-দলনে ;
উদয় হইছে মনে, শান্তনু-কুমার !
পরাজয়ি আমা সবে আজি ধনঞ্জয়
বিরাট-গোধন যত করিবে উদ্ধার,
তাহার সমান যোদ্ধা নাহি এ জগতে,
নিবাতকবচ আদি কালকেয়গণে
একাকী বধিয়া রণে রক্ষেছে ত্রিদিবে,
বহু বিদ্যা অস্ত্র-শস্ত্র মন্ত্রের সহিত
সন্তুষ্ট হইয়া তারে দিয়াছে বাসব,
আরও শুনেছি আমি, পিনাকী মহেশে
বাহু-যুদ্ধে সন্তোষিয়া বনবাস-কালে
পাশুপত-অস্ত্রলাভ করেছে কিরীটী,
অতএব বল বৃদ্ধ ! এ বীরেন্দ্র সনে
যুঝিতে সক্ষম কেবা কুরুসৈন্য মাঝে ?”
গাণ্ডীবি-প্রশংসা শুনি গুরু-দ্রোণ-মুখে

ক্রোধে জ্বলি কর্ণবীর কহিল তাঁহারে,—
"সদা গুরু! তব মুখে অর্জ্জুন-সুখ্যাতি
দুর্য্যোধন তার সহ যুদ্ধে যোগ্য নয়!
আর নাহি সহ্য হয় প্রশংসা তাহার;
যদি এই ব্যক্তি সত্য তৃতীয় পাণ্ডব
মন সাধ এতদিনে পুরিবে আমার,
দেখাব দুর্বৃত্তে আজি সমর-প্রাঙ্গণে
কত বীর্য্যবন্ত বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর।"
আচার্য্যে সম্বোধি তবে কহে দুর্য্যোধন,—
"এতদিনে গুরুদেব! পুরিল কামনা,
যার তরে দেশে দেশে পাঠাইনু দূত
সে জন আপনি আসি দিল দরশন
এ হ'তে অধিক কিবা প্রয়োজন দেব!
অজ্ঞাত-বৎসর-বাস না হ'তে অতীত
দেখা যবে দিল আসি অর্জ্জুন তোমার,
কেন তবে ফিরে পুনঃ নাহি যাবে বন?
পাণ্ডব-প্রতিজ্ঞা গুরু! আছ অবগত।
অর্জ্জুন যদ্যপি নাহি হয় এই জন
অচিরে শমন-গৃহে করিব প্রেরণ,
চিন্তার কারণ ইথে নাই হেরি আমি।"
সরোষে কহিল দ্রোণ দুর্য্যোধন-প্রতি,—
"বিচক্ষণ-ব্যক্তি-যুক্তি যেই মূঢ় জন

করে না গ্রহণ মত্ত হয়ে অহঙ্কারে,
ভারতসম্রাট্ আখ্যা লভিতে সে জন
কদাপি সক্ষম নাহি হয় ভূমণ্ডলে ;
যেমন দুর্ব্বুদ্ধি তুমি, সচিব তেমন
পেয়েছ রাধার সুতে খল ক্রূরমতি।—
যার তেজে সসাগরা পৃথিবী কম্পিত
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সূর্য্য কাঁপে থরহরি
একরথে যেই ব্যক্তি জিনিল ভুবন,
সুরনাথে পরাজয়ি খাণ্ডব দহিল,
শৌর্য্যশালী যদুকুলে জিনিয়া হেলায়
হরিল যাদব-কন্যা সুভদ্রা সুন্দরী,
মল্ল-যুদ্ধে তুষ্ট কৈল কিরাত-শঙ্করে,
নিষ্কণ্টক স্বর্গরাজ্য বাহুবলে যার,
অপ্রমেয় বলশালী কালকেয়গণ
নিবাতকবচ আদি দুর্দ্দান্ত অসুর
নিহত যাহার শরে, তারে রে রাধেয় !
দেখাবি ক্ষমতা তোর সমর-প্রাঙ্গনে ?
এত যদি বীর্য্য তোর, চিত্রসেন-হাতে
লাঞ্ছিত হইলি কেন দুর্য্যোধন সহ ?
কোন্ জন উদ্ধারিল তোদের তখন,
সে স্মৃতি বিস্মৃতিতলে দিছিস্ ডুবায়ে,
অকৃতজ্ঞ ক্রূরমতি সুতের নন্দন ?—

শোন দুর্য্যোধন! পুনঃ, ধার্ম্মিক পাণ্ডব
সত্য-পথ-ভ্রষ্ট নাহি হইবে কদাপি;
অপূর্ণ যদ্যপি থাকে অজ্ঞাত-বৎসর
অবশ্য যাইবে বনে হবে না অন্যথা,
কিন্তু মোর মনে হয়, প্রতিজ্ঞার কাল
সম্পূর্ণ অতীত এবে, তাই ধনঞ্জয়
গোধন-উদ্ধার-ছলে এসেছে হেথায়
সমুচিত শিক্ষা আজি দানিতে কৌরবে।"
—"বাগ্ বিতণ্ডায় আর নাহি প্রয়োজন"—
কহিলা কৌরব-বৃদ্ধ ভীষ্ম মতিমান্,—
"জ্যোতির্ব্বিদগণে ডাকি করহ নির্ণয়
গুরু-দ্রোণাচার্য্য-বাক্য সত্য কি অলীক;
যথার্থই পূর্ণ কি না অজ্ঞাতবৎসর।"
ভীষ্মের আদেশ শুনি রাজা দুর্য্যোধন
গ্রহাচার্য্যগণে ডাকি, পাঁজি-পুথি লয়ে
আরম্ভিলা অতিত্বরা নির্ণয় করিতে
অতীত অথবা বাকি অজ্ঞাতবৎসর।

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শমীবৃক্ষতলে পার্থ কহিল উত্তরে,—
"একান্তই রণ যদি না কর কুমার!
উঠি এই বৃক্ষশাখে আন শরাসন,
যেহেতু তোমার ধনু অযোগ্য অসার,
সহিতে অক্ষম ইহা মম বাহুবল।
পঞ্চ পাণ্ডবের অস্ত্র কবচ সহিত
নিহিত রয়েছে ওই বৃক্ষের শাখায়,
আন উহা রাজপুত্র! বিলম্ব না করি।"
উত্তর কহিল শুনি অর্জ্জুন-আদেশ,—
"একি কথা কহিতেছে আজি বৃহন্নলা?
শব-দেহ বদ্ধ ওই বৃক্ষের শাখায়
কেমনে ছুইব উহা রাজপুত্র হয়ে,
অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিতে নিষেধ
মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রে অবগত তুমি,

অন্যায় এ কথা তবে কহিছ কেমনে ?
যদি স্পর্শি শব-দেহ হইব অশুচি
কেমনে স্পর্শিবে তুমি আমারে তখন ?"
আশ্বাসি অর্জ্জুন তবে কহিল উত্তরে,—
"অশুচি হইতে তোমা হবে না কুমার !
শব-দেহ নহে উহা কবচ-কার্ম্মুক।
মহাবংশজাত তুমি বিরাট-আত্মজ,
বিরাট-আশ্রিত মোরা সংবৎসর ধরি,
তোমারে অন্যায় বাক্য কহিতে কুমার !
কদাপি সক্ষম নহি অকৃতজ্ঞ সম ;
অতএব ত্বরা করি আন শরাসন
বিলম্বে কৌরব দুষ্ট যাবে গাভী লয়ে।"
উপায় না হেরি আর কুমার উত্তর
ত্বরায় উঠিল সেই শমী-বৃক্ষ-শাখে,
বিমুক্ত করিল যত বস্ত্র আচ্ছাদন ;
জ্বলিয়া উঠিল অস্ত্র মণির প্রভায়,
আতঙ্কে জড়িতস্বরে কহিল কুমার—
"অস্ত্রধনু নহে ইহা অজগর সাপ ;
কাঁপিছে হৃদয় মোর নিরখি এসবে,
অক্ষম স্পর্শিতে আমি বাঁচাও আমারে।"
হাসিয়া কহিল তবে বীর ধনঞ্জয়,—
"ভাল করি দেখ চাহি হইয়া সুস্থির,

ভয়ে অস্ত্রে সর্পজ্ঞান করিছ কুমার !"
পার্থ-বাক্যে রাজপুত্র সুস্থির হইয়া
দেখিল নহে ত সর্প ধনু অস্ত্রগণ,
লজ্জায় না কহি কথা বন্ধন খুলিয়া
ত্বরা করি শরাসন আনিল ভূতলে।
অনন্তর আচ্ছাদন খুলিতে খুলিতে
নেহারিল রাজপুত্র, ভুবন বিখ্যাত
গাণ্ডীব কবচ শঙ্খ ভীষণ দর্শন
হুতাশন-প্রভ অন্য আয়ুধ সকল।
ভীষণ ভুজঙ্গতুল্য অস্ত্র শস্ত্র হেরি
রোমাঞ্চিত কলেবর, সভয় অন্তরে
জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয়ে কুমার উত্তর
প্রতি অস্ত্র স্পর্শ করি,—"এই শরাসন
অসংখ্য সুবর্ণবিন্দু শোভিছে যাহায়
কোন্ বীরবর ইহা করিত ধারণ ?
স্বর্ণাবৃত পৃষ্ঠদেশ পার্শ্ব মনোহর
মধ্যভাগ যে ধনুর অতি সুকোমল
কোন্ বীর-হস্ত ইহা করিত শোভন ?
বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় সুচারু সুন্দর
ইন্দ্রগোপ-কীট-মূর্ত্তি অঙ্কিত যাহায়
কার্ হস্তে এই ধনু হ'ত অলঙ্কৃত ?
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর সম প্রখর উজ্জ্বল

শোভিত কাহার হস্তে এই শরাসন ?
হীরক মাণিক যুক্ত সুবর্ণ শলভ
শোভে যেই ধনুখণ্ডে, কোন্ মহাজন
অপ্রমিত বলশালী ধরিত ইহায় ?”
রাজপুত্র-প্রশ্ন শুনি কহিল কিরীটী
“প্রথমে যে শরাসন দেখিলে কুমার!
গাণ্ডীব উহার নাম ভুবন-বিখ্যাত,
অর্জ্জুন ধরিয়া এই প্রসিদ্ধ কার্ম্মুক
দেবাসুর-নরগণে পরাজিলা রণে।
এ ধনু ধরিলা ব্রহ্মা সহস্র বৎসর,
প্রজাপতি অর্দ্ধতার, ইন্দ্র পঞ্চাশীতি,
চন্দ্রমা ধরিল ইহা বর্ষ পঞ্চশত,
শতবর্ষ মাত্র ধরে জলদাধিপতি,
যাঁর হস্তে পার্থবীর লভিলা ইহায়।
দ্বিতীয় কার্ম্মুক ধরে বীর বৃকোদর ;
তৃতীয় ধনুক শোভে যুধিষ্ঠির-করে ;
চতুর্থ যে চাপ-খণ্ড করিলে বর্ণন
নকুলের কর উহা করে সুশোভিত ;
পঞ্চম ধনুক-খণ্ড সহদেব ধরে ;
সংক্ষেপে ধনুর তোমা দিনু পরিচয়,
নির্ভয়ে সংগ্রামে এবে প্রবেশ’ কুমার !”
উত্তর কহিলা তবে,—“কহ বৃহন্নলা !

এই যদি পাণ্ডবের অস্ত্র সমুদয়
কোথায় এক্ষণে সেই পাণ্ডুপুত্রগণ,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
অযুত-করীন্দ্র-শক্তি দ্বিতীয় পাণ্ডব,
ত্রিদিব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি নরেন্দ্র অর্জ্জুন,
মাদ্রীর তনয়দ্বয় বীরেন্দ্র-কেশরী ?
শুনেছি অক্ষেতে হারি রাজ্যচ্যুত হয়ে
দ্রুপদনন্দিনী সহ গেছে বনবাসে,
জান যদি বল মোরে কোথা এবে তাঁরা,
কোথা বা সে নারীরত্ন পাঞ্চালী সুন্দরী ?"
হাসিয়া কহিল পার্থ—"আমিই অর্জ্জুন
বৃহন্নলা নামে খ্যাত মৎস্য-নৃত্যশালে ;
সভাসদ্ কঙ্ক তব, রাজা যুধিষ্ঠির ;
ভীমসেন সূপকার বল্লব নামেতে ;
অশ্বচিকিৎসকরূপে বিরাজে নকুল ;
সহদেব গাভী-বৈদ্য বিরাট-রাজত্বে ;
দ্রৌপদী হরিছে কাল সৈরিন্ধ্রী আখ্যায় ;
পাণ্ডব আশ্রিত এবে বিরাট-রাজার।"
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি স্তম্ভিত হইয়া
কহিলা উত্তর চাহি ধনঞ্জয়-পানে,—
"যথার্থই তুমি যদি তৃতীয় পাণ্ডব
কহ তবে দশ নাম কিবা তব বীর,

পার যদি ইহা তুমি কহিতে আমারে
তবেই তোমার বাক্য করিব বিশ্বাস।"
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিল অর্জ্জুন—
"শ্বেতবাহনক জিষ্ণু কিরীটী বিজয়
সব্যসাচী ধনঞ্জয় বীভৎসু অর্জ্জুন
ফাল্গুনী শ্রীকৃষ্ণ, মোর এই দশ নাম।"
কহিলা উত্তর তবে—"নামগুলি বলা
নহে ত বিচিত্র কথা, যে কোন মানব
কহিতে সমর্থ ইহা সন্ধান করিয়া ;
অন্বর্থ পার্থের নাম শুনেছি আমরা,
সবিশেষ বর্ণিবারে পার যদি তাহা
তবেই বুঝিব তুমি যথার্থ অর্জ্জুন,
নতুবা ভাবিব মনে প্রবঞ্চক বলি,
থাকিয়া পাণ্ডব-স্থানে শিখেচ এ নাম।"
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে কহিল কুমারে—
"এখন' আমার বাক্যে হ'ল না বিশ্বাস !
বেশ বীর, শোন তবে কেমনে এ নাম
লভিনু সংসার মাঝে,—সুবল-নন্দিনী
শিবপূজা লয়ে বাদ করে মাতা সনে,
আদেশ হইল তাহে, পারিবে যে জন
পূজিতে প্রথমে শিবে রজনী-প্রভাতে
সহস্র কনকদল মাণিক-কেশর

সুগন্ধি চম্পকপুষ্পে, সেই সাধ্বী সতী
অধিকারী হবে একা পূজিতে শঙ্করে,
তনয় তাঁহার হবে ভারত-সম্রাট্‌।
দৈববাণী শুনি হৃষ্টা গান্ধারী জননী
ত্বরায় কহিল আসি আপন তনয়ে,
দুর্য্যোধন অবিলম্বে স্বর্ণকারে ডাকি
আদেশিলা নির্ম্মাইতে কনক-চম্পক।
দুঃখিনী জননী মোর দৈববাণী শুনি
ব্যথিত হৃদয়ে গৃহে আসিলা ফিরিয়া
অন্নজল ত্যাগ মাতা করিল চিন্তায়,
আশ্বস্ত হইয়া পরে আশ্বাসে আমার
কহিলা আমারে মাতা দৈববাণী-কথা;
প্রত্যুষে বায়ব্য অস্ত্র জুড়িয়া কার্ম্মুকে
আলোড়ি কুবেরপুরী-কুসুম-উদ্যান
উড়ায়ে কনক-চাঁপা সুগন্ধি সুন্দর
বর্ষণ করিনু বহু শিবের মাথায়,
পূজিলা শঙ্করে মাতা পরম পুলকে,
সন্তুষ্ট হইয়া শিব দিলা তাঁরে বর।
ধনপতি-জিনি আমি আনিনু কুসুম
সে কারণে মম প্রতি হইয়া সন্তোষ
'ধনঞ্জয়' নাম মোরে দানিলা মহেশ।
যেখানে গমন করি বিজয় সেখানে

এ হেতু 'বিজয়' বলি ডাকে লোকে মোরে।
সূর্য্য অগ্নি সম মোর কিরীট উজ্জ্বল
এ কারণে ইন্দ্র নাম রাখিল 'কিরীটী'।
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বহে মোর রথ
'শ্বেতবাহনক' নাম এ হেতু আমার।
একদিন নারায়ণ দানিলা আদেশ
আমার সদৃশ বস্তু খুঁজিতে সংসারে,
আপন সদৃশ জন না পেয়ে সন্ধান
পুরীষ লইয়া কৃষ্ণে কহিনু বিনয়ে
মম তুল্য বস্তু ভবে এই মাত্র আছে,
তেজগর্ব্ব নাহি মোর নিরখি শ্রীহরি
'বীভৎসু' আমার নাম রাখিলা আদরে।
'সব্যসাচী' নাম মোর, যে হেতু কুমার!
সমভাবে দুই হস্তে কার্ম্মুক সন্ধান
করিতে সুপটু আমি জগত্‌-মাঝারে।
সমগ্র ধরণীতলে আমার সমান
রূপ গুণ-যুত কেহ নাহি অন্য নর,
এ কারণে লোকে কহে 'অর্জ্জুন' আমারে।
হিমাচল গিরি পৃষ্ঠে ফাল্গুনী নক্ষত্রে
জনম বলিয়া নাম 'ফাল্গুনী' আমার।
দেবেন্দ্র সহিত যত দেবগণে জিনি
'জিষ্ণু' নামে অভিহিত হয়েছি সংসারে।

নীলোৎপল জিনি কৃষ্ণ-বরণ আমার
এ কারণে 'কৃষ্ণ' নাম রাখিলা জনক ;
এই মোর দশনাম বিদিত ভুবনে।—
এবে কি সন্দেহহীন হইলে কুমার ?"
ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকি প্রণাম করিয়া
জোড়করে, রাজপুত্র কহিল অর্জ্জুনে,—
"ক্ষম অপরাধ মোর বীরচূড়ামণি !
বালকের অপরাধ ক'র না গ্রহণ ;
তুমি হে বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ পুরুষ-প্রধান
তব সমকক্ষ কেহ নাহি ত্রিভুবনে,
বড় ভাগ্য জনকের, তাই হে বীরেন্দ্র !
আশ্রয় পাইনু মোরা হেন বীরপদে,
প্রার্থনা শ্রীপদে তব পাণ্ডব-কেশরী !
সেবিব সর্ব্বদা আমি ও-পদযুগল।"
সন্তুষ্ট হইয়া পার্থ কহিল উত্তরে,—
"বড় প্রীত হইলাম তোমার বচনে,
এবে আর রাজপুত্র ! বিলম্ব না করি
চল কুরু-সৈন্য মাঝে ধনু অস্ত্র লয়ে,
অবিলম্বে উদ্ধারিয়া গোধন তোমার
মথিব ভারতসৈন্য ভীষ্ম-দ্রোণাশ্রিত,
বিন্দুমাত্র নাহি শঙ্কা তব এ আহবে
কেশাগ্র স্পর্শিতে কেহ হবে না সক্ষম,

অর্জ্জুন-রক্ষিত তুমি বিরাট-কুমার!
উল্লাসে চলহ মাতি সমর-প্রাঙ্গণে।"
কহিল উত্তর তবে আনন্দে বিহ্বল—
"কিরীটী-রক্ষিত-জনে কি ভয় সংসারে,
ত্রিশূলী আপনি যদি ত্রিশূল সহিত
আসে এই মহাহবে কৌরব-সহায়ে
বিন্দুমাত্র বিচলিত হইব না আমি ;
কিন্তু বীর! কি অদ্ভুত বুঝিতে না পারি
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্রকেশরী
কি কারণে ক্লীবরূপে সজ্জিত ধরায়?"
মৃদু হাসি পার্থ বীর কহিল কুমারে,
ক্লীবত্ব বৃত্তান্ত বীর! শোন স্থির চিতে,—
"অসুরসংহারি যবে আছিনু স্বরগে,
একদা উর্ব্বশী আসি রজনী-সংযোগে
যাচিল আমার সহ নিশি-সহবাস,
প্রত্যাখ্যান আমি তাঁরে করিনু তখন,
ক্রোধে সে অপ্সরা মোরে দিলা অভিশাপ
'ক্লীবত্ব লভিয়া রহ রমণী-সমাজে,'
এই সে কারণে আমি সংবৎসর তরে
নপুংসক বৃহন্নলা নর্ত্তক বিরাটে।"
উত্তর কহিল তবে—"হে বীরপুঙ্গব?
অদ্ভুত রহস্যময় তব পূর্ব্ব-কথা,

যত শুনি তত বাড়ে শুনিতে বাসনা ;
বিন্দুমাত্র নাহি আর সন্দেহ আমার,
আজ্ঞা কর' কোন্ কার্য্য করিব এখন।"
আদেশ করিল পার্থ—"হে বীরকুমার!
সারথি হইয়া এবে ব'স রথোপরে,
স্বচক্ষে অদ্ভুত কর্ম্ম দেখহ আমার,
কেমনে মুহূর্ত্তে আমি গোধন উদ্ধারি
পীড়ি দুষ্ট দুর্য্যোধনে বাহিনী সহিত।"
সাগ্রহে কহিল তবে বিরাট-নন্দন,—
"সারথি হইব তব পরম আহ্লাদে,
শিখেছি একাজ আমি অতি যত্ন করি,
কৃষ্ণের দারুক কিংবা ইন্দ্রের মাতলি
নহি ন্যূন কোন অংশে কারু তুলনায়,
যেখানে যেমন ভাবে করিবে আদেশ
তখনি সেরূপে রথ চালাব তথায়
ক্ষণতরে তাহে নাহি হব বিচলিত,
গাণ্ডীবি-রক্ষিত আমি কি ভয় আমার,
দণ্ডধর নিজে যদি আসেন সমরে
তথাপি মুহূর্ত্ততরে হ'ব না শঙ্কিত।"
অনন্তর মহাবাহু বীরেন্দ্র অর্জ্জুন
স্মরণ করিলা মায়ারথে,—ক্ষণমধ্যে
মায়ারথ কপিধ্বজ সহ, উত্তরিল

তথা আসি মহানাদে ঘর্ঘর নির্ঘোষে ;
প্রজ্বলিত হুতাশন আয়ুধ সকল
চমকি উঠিল যেন বিদ্যুৎ-ঝলকে।
নিরখি সে দিব্যরথ, পাণ্ডব-কেশরী
রাজপুত্র-রথ-ত্যজি নামিয়া সত্বর
প্রদক্ষিণ করি দিব্যরথে, অবিলম্বে
উঠিলা তাহায় বিরাটকুমার সহ ;
বাসব-প্রদত্ত চারু হীরক-কুণ্ডল
পরিলা কর্ণেতে এবে পুলকে ফাল্গুনী,
দীর্ঘ বেণী আবরিল সুচারু উষ্ণীষে
শোভিল কিরীট শিরে মানসমোহন,
খড়্গ চর্ম্ম তলোয়ার বাঁধি কটিদেশে
গাণ্ডীবে দানিলা গুণ বীরেন্দ্রকেশরী ;
প্রদক্ষিণ করি পরে শমীবৃক্ষবরে
চালাইয়া দিল রথ উত্তর সারথি।
গমন সময়ে পার্থ টঙ্কারিল ধনু
দেবদত্ত মহাশঙ্খ করিল নিস্বন
কপিধ্বজ ঘোররবে উঠিল গর্জ্জিয়া
রথচক্র-নাদে পৃথ্বী লাগিল কাঁপিতে,
মূর্চ্ছিত হইল রথে বিরাট-কুমার,
প্রলয় গর্জ্জন সম শত বজ্রনাদ
উঠিল সেথায় যেন সে ভীম আরাবে,

স্থাবর জঙ্গম আদি কম্পিত নিনাদে,
কুরুসৈন্য মহাভয়ে হইল আকুল।
মূর্চ্ছিত নিরখি পার্থ বিরাট-আত্মজে,
চেতন করিলা তারে আশ্বাস দানিয়া,
কহিলা হাসিয়া পরে,—"বিরাট-নন্দন!
নগণ্য এ শব্দে তুমি হারাও চেতনা,
শতশত মহাশঙ্খ বাজিবে যখন
মুহুর্মুহু হবে যদা কোদণ্ড-টঙ্কার
পারিবে তখন তুমি থাকিতে সুস্থির ?
ক্ষত্রবীর্য্যে জন্ম তব ক্ষত্রিয়সন্তান
এহেন দুর্ব্বল কেন হৃদয় তোমার ?"
কহিল উত্তর তবে,—"কেন নিন্দ মোরে,
এ শব্দে চেতনাশূন্য কেবা নহে ভবে ?
ভেবেছ কি বীরবর! সবাই জগতে
তোমার সমান বীর অমিতবিক্রম ?
শুনিয়াছি বহু শব্দ জীমূতগর্জ্জন,
উত্তাল-তরঙ্গময় সমুদ্রকল্লোল,
হেরিয়াছি বহু যুদ্ধ, কোদণ্ড-টঙ্কার
কিন্তু কভু শুনি নাই এ হেন ভীষণ
প্রলয়পয়োধিতুল্য প্রচণ্ড নিনাদ,
রথচক্রে কেবা কোথা শুনেছে শ্রবণে
এহেন অভূতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর ধ্বনি,

অন্যায় গঞ্জিছ মোরে বীরচূড়ামণি !
বালক-প্রাণেতে কভু সহে কি হে এত ?”
হাসিয়া কিরীটী তবে আশ্বাসি উত্তরে,
গাণ্ডীব-টঙ্কারি পুনঃ শঙ্খ নিনাদিয়া
চালাইলা রথ কুরু-সৈন্য অভিমুখে,
ঘর্ঘর নির্ঘোষে রথ পবনগতিতে
কৌরব-বাহিনী মুখে চলিল ছুটিয়া ।

ইতি নবম সর্গ ।

দশম সর্গ

গাণ্ডীব-টঙ্কার-ধ্বনি রথের নির্ঘোষ
দেবদত্ত-শঙ্খনাদে চমকি আচার্য্য
কহিলা ভীষ্মেরে চাহি,—"এ ভীম নিনাদ
সূচনা করিছে পার্থ আসিছে সমরে,
যেহেতু গাণ্ডীব আর দেবদত্ত বিনা
নাহি অন্য ধনু শঙ্খ অবনীমণ্ডলে
সক্ষম উত্থানে যাহা এহেন ভীষণ
প্রলয়-নিনাদ সম গম্ভীর আরাব,
ক্ষণতরে পারে মোরে করিতে চঞ্চল ;
আসিছে গাণ্ডীব-ধন্বা সমরে নিশ্চয়
বিন্দুমাত্র নাহি আর সন্দেহ ইহাতে,
নেহার আয়ুধগণ আভাহীন সবে,
নিরানন্দ সৈন্যগণ অচেতন প্রায়,
রক্তমাংসাহারী পক্ষী উড়িছে আকাশে,

ডাকিছে শৃগালগণ সৈন্যমাঝে পশি,
গজ বাজী ঘোরশব্দে করিছে ক্রন্দন
মলমূত্র পুনঃপুনঃ ত্যজিছে তরাসে,
অশুভ লক্ষণ ইহা নাহিক সংশয় ;
কিরীটী নিশ্চয় অদ্য নিতে প্রতিশোধ
আসিছে জ্বলিয়া ক্রোধে দহিতে কৌরবে,
অতএব দুর্য্যোধনে রক্ষ সযতনে,
ব্যূহদ্বারে রাখ দক্ষ সতর্ক প্রহরী,
সৈন্যগণে দুইভাগে করহ বিভাগ,
একদল গাভীদলে থাকুক বেড়িয়া,
অন্যদল যুদ্ধতরে রহুক প্রস্তুত,
অসম্ভব হয় যদি দিব গাভী ছাড়ি,
গাভী তরে বলক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন,
রক্ষ সবে প্রাণপণে দুর্য্যোধনে আজি,
যেহেতু বীরেন্দ্রসিংহ পাইলে রাজায়
নিশ্চিত বধিবে তারে ছিন্ন ভিন্ন করি।"
দ্রোণাচার্য্য-বাক্য শুনি কুপিত হইয়া
কহিলা ভীষ্মের প্রতি রাজা দুর্য্যোধন,—
"পিতামহ! শুনিলে তো আচার্য্য-বচন,
বারবার গুরু মোরে করে উপহাস,
আমি কি এতই হীন নগণ্য দুর্ব্বল ?
পাণ্ডব-সপক্ষ গুরু, বিপক্ষ আমার,

সে কারণে অনুক্ষণ প্রশংসে পাণ্ডবে,
নিকটে দেখেন সদা অর্জ্জুনে তাঁহার,
ত্রয়োদশবর্ষ তরে গেছে বনবাসে,
ইতিমধ্যে কেন তারা ফিরিবে এখানে ;
অর্জ্জুন যদ্যপি সত্য, জান পিতামহ !
প্রতিজ্ঞা পাণ্ডব যাহা করিলা সভায়,
গণনা করিয়া মোরা দেখেছি যতনে
অজ্ঞাতবৎসর-কাল হয়নি বিগত ;
অতএব কেন তবে পাণ্ডপুত্রগণ
পুনরায় বনবাসে যাবে না ফিরিয়া ?
মম মতে এই ব্যক্তি নহে ধনঞ্জয়,
অর্জ্জুন আসিবে কেন বিরাট-সপক্ষে ?
অন্য কোন সেনাপতি বিরাট-রাজার
অথবা বিরাট নিজে আসিছে সমরে,
কিংবা যুদ্ধ জয় করি সুশর্ম্মা নৃপতি
আমার সাহায্য তরে আসিছে হেথায় ;
স্বচক্ষে না হেরি গুরু, শব্দ মাত্র শুনি
কহিছেন পুনঃপুনঃ আসিছে অর্জ্জুন,
জানি তাঁর পাণ্ডুপুত্রে স্নেহ সমধিক,
এহেতু কৌরব-নিন্দা পাণ্ডব-সুখ্যাতি ;
মোরে ভীতি প্রদর্শিয়া শত্রুরে প্রশংসি
দেখিছেন অমঙ্গল মোর প্রতিকাজে ;

দশম সর্গ

কেবা নাহি জানে মেঘ উঠিলে আকাশে
কভু বা গরজে ভীম কভু মৃদু নাদে,
শব্দ শুনি পশুজাতি করে কোলাহল
এই তো পশুর ধর্ম্ম বিদিত ভুবনে,
পক্ষীগণ মেঘোদয়ে সমীরণ-ভরে
ভ্রমে ইতস্ততঃ নভে জানে সর্ব্বজন,
বিপুলবাহিনী-বৃন্দ নিরখি সহসা
শিবাগণ ধায় ছুটি দিশেহারা হয়ে,
দৈনন্দিন কর্ম্ম ইহা ঘটিছে জগতে,
অশুভ সূচনা ইথে দেখেন আচার্য্য ;
সহজে ব্রাহ্মণ-জাতি ভয়ার্ত্ত দুর্ব্বল,
প্রকৃতির বিন্দুমাত্র আবর্ত্ত হেরিলে
আতঙ্কে শিহরে হৃদি কাঁপিয়া আকুল,
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গুরু, কেমনে অন্যথা
করিবেন জাতিধর্ম্ম অনাদিসম্ভূত ?
উচিত হয়নি তাঁর রণভূমে আসা,
ব্রাহ্মণের কার্য্য নয় বিপ্লব সংগ্রাম ;
শিক্ষা দীক্ষা অধ্যয়ন যজন যাজন
এই ত ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিদিত জগতে,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থান নহে যুদ্ধভূমি,
দেবালয় শিক্ষাগার শিক্ষার্থী যেখানে
সেইস্থলে শোভা পায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিতে কে কহে তাঁহারে ?
কেন বা ভয়ার্ত্ত তিনি করেন বাহিনী ?
যথার্থই পার্থ যদি আসে রণভূমে
কি ভয় তাহারে মোর, ডরিব কি হেতু,
কত শক্তি ধরে সেই জিনিবে কৌরবে
অদ্বিতীয় যোদ্ধাবৃন্দ আশ্রিত যে সেনা ?
আসুক অর্জ্জুন আজি দেখাব পামরে
চিরতরে রণ-সাধ মিটাব তাহার।
ভয়ভক্তি করে গুরু পাণ্ডবে সর্ব্বদা,
পার্থ-নামে হৃদে তাঁর বহে স্নেহধারা ;
দুধকলা দিয়া সাপ পুষেছি গৃহেতে
অবসর বুঝি তাই দংশিতে উদ্যত ;
হেন হিতাকাঙ্ক্ষী জনে নাহি প্রয়োজন,
স্বস্থানে ফিরিয়া যা'ন রণ-ভূমি ত্যজি ;
আশ্বাসি বাহিনীবৃন্দে এবে পিতামহ !
সাজাও সমর-সাজে ত্রৈলোক্য-জিনিতে।"
দুর্য্যোধন-বাক্য-অন্তে কহে কর্ণবীর,—
"কিহেতু চিন্তিত সবে বিরস বদন,
আচার্য্য-বচনে বুঝি ভয়ার্ত্ত হৃদয় ?
জান না কি আমি কর্ণ আছি এইস্থানে,
মোর সাথে যুদ্ধ করে আছে কোন্ জন ?
কি ছার অর্জ্জুন, যদি দেবেন্দ্র বাসব

আসেন আপনি রণে দেবসেনা সহ,
কিংবা জামদগ্ন্য রাম কেশব সহিত,
বধিব সকলে একা নিজ ভুজবলে ;
এই ব্যক্তি যথার্থ ই পার্থ যদি হয়
প্রথমে বানরধ্বজ কাটিব তাহার,
বধিব ধবল অশ্ব সারথি সহিত,
কবচ কুণ্ডলসহ কিরীট কাটিয়া
অবশেষে পার্থ-মুণ্ড করিব ছেদন,
দুর্য্যোধন-দুঃখ যত করিব বিনাশ,
নিষ্কণ্টক রাজ্য তাঁর করিব অচিরে।
ভীত যদি, যাও ফিরি গাভীগণে লয়ে,
নিজ বাহুবলে একা করিব সমর।"
কর্ণ-আস্ফালন শুনি কৃপাচার্য্য ক্রোধে
কহিল সম্বোধি তারে,—"রে কর্ণ দুর্ম্মতি!
শৃগাল হইয়া সাধ কেশরী-বধিতে ?
শরৎ-জলদ সম নিস্ফল গর্জ্জন
নীচ জাতি সুতপুত্রে শুধু শোভা পায় ;
করেছিস্ কোন্ কর্ম্ম, যাহে এত তেজ,
একাকী করিতে চাস্ পার্থসহ রণ ?
যে অর্জ্জুন একরথে জিনেছে ভুবন,
নিষ্কণ্টক স্বর্গরাজ্য যার ভুজবলে,
সুভদ্রা হরিল যেই যদুবলে পীড়ি,

মথিলা রাজন্যবৃন্দ কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে,
চিত্রসেনে পরাজয়ী রক্ষিলা তোদের,
তার সনে একা রণ করিবি বাতুল ?
তার আগে শিলা বান্ধি আপন গলায়
অকুল পাথারে ডুব দিগে রে নির্ব্বোধ !
কোন্ জন আছে মূর্খ ! এ তিন ভুবনে
যুঝিতে সক্ষম যেবা অর্জ্জুনে একাকী ?
কেন রে দক্ষিণ কর প্রসারি অজ্ঞান !
কাল-ভুজঙ্গের মুখে যাইতে বাসনা ?”
মাতুল-বচন-অন্তে কহে অশ্বত্থামা,—
“হেন মূর্খ কভু আমি হেরি নাই কোথা,
পরাজিত নহে গাভী এখন’ সমরে
যথায় রক্ষিত তারা এখন’ সেখানে,
তথাপি কিহেতু তব এত অহঙ্কার ?
মহাবল পরাক্রান্ত বীরেন্দ্রনিচয়
বিজয় করিয়া বহু প্রবল সংগ্রাম
কভু নাহি করে হেন বৃথা আস্ফালন ;
তুষ্ণী ভাবে থাকি, সর্ব্ব দহে সর্ব্বভুক্,
নির্ব্বাক তপন বর্ষে খর রশ্মিজাল,
বিনা বাক্যে বসুন্ধরা ধরে জীবগণে,
এই তো ক্ষমতাশালী লক্ষণ জগতে ;
সফরী যেমতি সরে করে ফর্ফর্

সেরূপ জগৎ-চক্ষে তব আস্ফালন,
হীন জাতি তাই তব এহেন আচার ;
চাতুর্ব্বর্ণ স্থষ্টি ধাতা বিভাগ করিয়া
দিয়াছেন বৃত্তি সবে বর্ণের উচিত ;
ব্রাহ্মণে দেছেন বৃত্তি যজ্ঞ উপাসনা,
ক্ষত্রিয়ে শাসিতে রাজ্য পালিতে প্রজায়,
বৈশ্যে কৃষি, শূদ্রে সেবা করিতে সকলে ;
অতএব শূদ্র তুমি সেবা-ধর্ম্ম তব,
স্বীয় বৃত্তি ছাড়ি কেন ক্ষত্র-ব্যবহার ?
নিজ ধর্ম্ম ত্যাজি যেবা পরধর্ম্ম সেবে
কেমনে বুঝিবে সেই অধর্ম্ম-আচারী
ব্রাহ্মণের গুণাগুণ নীচ নরাধম।
নৃশংস নির্ঘৃণ্য হেন দুর্য্যোধন সম
আছে কোন ঘৃণ্য নর, যেই নীচমতি
কপটপাশায় জিনি ভুঞ্জে রাজ্য-স্থখে ?—
কোন্ জন আত্মশ্লাঘা করে দুর্য্যোধন !
তুমি বিনা এ সংসারে, বৈতংসিক সম
ছলনা চাতুরী জালে অর্থ উপার্জ্জিয়া ?
যে পাণ্ডব-রাজ্যধন করেছ হরণ
কোন্ যুদ্ধে পরাজয় করেছ তাদের ;
কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ তোমার অধীন,
কোন্ যুদ্ধ জয় করি আনিলে নৃপতি

একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদদুহিতা
পতিব্রতা সতীরত্নে তব সভামাঝে ?
কৃষ্ণার সে কাতরোক্তি করুণ রোদন
অদ্যাপি অর্জ্জুন-প্রাণে বাজিছে নিশ্চয়,
প্রতিশোধ আজি পার্থ লইবে তাহার,
জনম হয়েছে তার কৌরব-বিনাশে ;
আজি বধি আমা সবে কুক্কুর সমান
বৈরনির্য্যাতন ধ্রুব করিবে কিরীটী ;
রণস্থলে দেবাসুরে গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে
নাহি ডরে বিন্দুমাত্র বীরেন্দ্রকেশরী,
যেমতি নির্ম্মূল হয় মহীরুহগণ
নিপতিত হ'লে তাহে খগেন্দ্র গরুড়,
তেমতি অর্জ্জুন যারে আক্রমিবে ক্রোধে
বিনাশ নিশ্চয় তার নাহিক সংশয় ।
চিরতরে রণসাধ মিটাবে পার্থের,
হাসি পায় দুঃখ ধরে শুনি এই কথা ;
বহু শ্রেষ্ঠ বল বীর্য্যে তোমা হ'তে সেই,
ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী বাসব-সমান,
সৌম্য শান্ত যুদ্ধস্থলে বাসুদেব সম,
এ হেন বীরেন্দ্র-যশ কেবা না গাহিবে,
যার সম যোদ্ধা আর নাহি ভূমণ্ডলে ।
শিষ্য প্রতি পুত্রস্নেহ গুরুর ভূপাল !

নহে ত আশ্চর্য্য কথা জগৎ-মাঝারে,
এহেতু অর্জ্জুনে স্নেহ করেন জনক,
দোষ ইথে হয় কিবা হস্তিনাঅধিপ!
অধুনা, যেরূপে দ্যূত করেছিলে ক্রীড়া,
ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তগত যে চাতুর্য্য জালে,
এনেছিলে পরাজয়ী যে যুদ্ধে কৃষ্ণায়,
সেই যুদ্ধ দুর্য্যোধন! হইবে করিতে;
আন তব দ্যূতবেদী গান্ধার মাতুলে;
অর্জ্জুন-শায়ক হবে পাশা মূর্ত্তিমান্,
যুদ্ধভূমি ক্রীড়া-ছক হইবে তাহার,
ক্রীড়া-ঘুঁটি তীক্ষ্ণ শল্য হবে এ ক্রীড়ায়,
মাতুল শকুনি ভিন্ন কে হবে সক্ষম
করিতে এ পাশা-ক্রীড়া অর্জ্জুন সহিত!
এ পাশা সে পাশা নয় মূর্খ দুর্য্যোধন!
গাণ্ডীব-বিমুক্ত ইহা অতি ভয়ঙ্কর,
পর্ব্বত পাদপ চূর্ণ হবে এ পাশায়,
ভেসে যাবে কুরুসৈন্য সাগর-সলিলে,
শত ভ্রাতা সহ তব মস্তক কাটিয়া
করিবে খেলার ঘুঁটি এই ক্রীড়াভূমে;
অক্ষক্রীড়া-বিশারদ গান্ধারতিলক
শকুনি মাতুলে দ্রুত ডাক রঙ্গস্থলে,
অর্জ্জুন পাতিছে পাশা খেলুক আসিয়া

মোরা পার্থ সমকক্ষ নহি এ খেলায়,
এহেতু খেলিব না এ খেলা তার সাথে।"
দ্রৌণীর বচন শুনি ক্রোধে দুর্য্যোধন
কহিল তাহারে ডাকি,—"ভিখারী ব্রাহ্মণ!
চিরকাল অন্নধ্বংশ করিয়া আমার
গাহিছ শত্রুর যশ আমারে নিন্দিয়া?
কে যাচে সাহায্য তব, পিতার তোমার,
ভিক্ষাজীবী কোন্ কালে করেছে সংগ্রাম?
ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে ত্যজ রণস্থল,
খোঁজ গিয়া পিণ্ডজীবী কোথা শ্রাদ্ধ যাগ
উপযুক্ত স্থান যাহা ব্রাহ্মণ-সুতের।"
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি আরক্ত নয়ন
কাঁপিতে লাগিল গুরু সক্রোধ অন্তর।
নিরখি সে ক্রোধমূর্ত্তি আচার্য্য দ্রোণের
কহিল গঙ্গার পুত্র জুড়ি দুই কর
বিনয় বচনে দ্রোণে,—"আচার্য্য প্রধান!
মোরে চাহি ক্ষমা কর মূর্খ দুর্য্যোধনে;
বলবান্ সুপণ্ডিত বিজ্ঞ মহাপ্রাণ
অজ্ঞান অধম প্রতি হয় না বিরূপ;
চন্দ্র সূর্য্য যথা কর করে বিকিরণ
সুস্থান কুস্থান নাহি করিয়া বিচার,
তেমতি ব্রাহ্মণগণ উত্তমে অধমে

সমজ্ঞানে উপকার করেন সতত ;
অতএব হে ব্রাহ্মণ ! ক্ষম অপরাধ ;
এ নহে ক্রোধের কাল শত্রু সমাগত,
ত্যজ ক্রোধ দয়াশীল ! শিষ্য পুত্র বোধে ;
পিতা অন্ধ সত্য, কিন্তু চক্ষু বিদ্যমানে
অন্ধতম দুর্য্যোধন নির্ব্বোধ বাতুল,
নিরখি গাণ্ডীব ধনু, তথাপি ধারণা
এ ব্যক্তি অর্জ্জুন নয় অন্য কোন জন ;
পশুজাতি ঘ্রাণে বুঝে শত্রু মিত্র কেবা,
পশুর সামর্থ হীন নিরখি তাহায় ।—
রে মূর্খ অজ্ঞান পশু নীচ দুর্য্যোধন !
আচার্য্যে অবজ্ঞা কর' পুত্রের সহিত,
এত অহঙ্কারে মত্ত দাম্ভিক দুর্ম্মতি !
এক সূর্য্য-তেজে অঙ্গ ভস্মীভূত হয়
পঞ্চ সূর্য্য অরি তব আছে বর্ত্তমান,
আবার অনল সম আচার্য্য প্রধানে
অরিরূপে চাও মূর্খ মজিবার তরে,
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে মূঢ়মতি !
আচার্য্যে সন্তোষি ত্বরা মাগি লহ ক্ষমা ।"
দুর্য্যোধন জোড়করে কহিল আচার্য্যে—
"অজ্ঞান শিষ্যের দোষ ক্ষম গুরুদেব !
তুমি রুষ্ট হ'লে দেব ! এ মহাবিপদে

কে আর রক্ষিবে মোরে নির্গুণ সন্তানে,
কৌরব আশ্রিত তব, আশ্রিতবৎসল !
রক্ষা কর আশ্রিতেরে এ ঘোর সঙ্কটে।”
সন্তুষ্ট হইয়া দ্রোণ শিষ্যের কথায়
কহিলা মধুর ভাষে,—“ভীষ্মের বচনে
পূর্ব্বেই ক্ষমেছি তোমা বৎস দুর্য্যোধন !
কাতর প্রার্থনা আর কি হেতু আমারে।”
এত কহি দ্রোণাচার্য্য কহিল সকলে,—
“সাবধানে রহ সবে সতর্ক হইয়া,
আসিছে ভীষণ অরি কালান্তক যম
বিন্দুমাত্র অসতর্কে ঘটিবে প্রমাদ,
দুর্য্যোধন প্রতি তার প্রধান আক্রোশ,
অতএব দুর্য্যোধনে রক্ষ প্রাণপণে।
এক্ষণে গাঙ্গেয়-পাশে লও উপদেশ
বৃদ্ধ ধুরন্ধর বীর ক্ষত্রকুলরবি,
তাঁর উপদেশ মত ব্যূহ রচি ত্বরা
থাক সতর্কেতে সবে শত্রুপ্রতীক্ষায়।”
দ্রোণাচার্য্য-বাক্য শুনি রাজা দুর্য্যোধন
কহিল সম্বোধি ভীষ্মে,—“কহ পিতামহ !
কেমনে রচিব ব্যূহ, কর্ত্তব্য কি মোর ?”
কহিল গাঙ্গেয় তবে,—“প্রথম কর্ত্তব্য
ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত যাহা সন্ধি-সংস্থাপন ;

অভিরুচি ইহা যদি নাহি হয় তব
অবিলম্বে যুদ্ধ তরে সাজাও বাহিনী।”
দুর্য্যোধন কহে তবে,—“শোন পিতামহ!
পাণ্ডবে রাজত্ব ভাগ দিব না কখন,
যুদ্ধ তরে আয়োজন কর ত্বরা তুমি।”
রাজার আদেশে তবে শান্তনু-নন্দন
সৈন্যবৃন্দে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া
কহিলেন দুর্য্যোধনে—“একাংশের সহ
ফিরে যাও ত্বরা তুমি রাজ্য-অভিমুখে,
অপরাংশ গাভী লয়ে করুক গমন,
অবশিষ্ট দুই অংশ লইয়া আমরা
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য আমি কর্ণ দ্রোণ
যুঝিব বিজয় সহ প্রাণপণ করি,
যতই প্রবল শত্রু হউক কিরীটী
নিবারণ তারে মোরা করিব নিশ্চয়,
নিঃসন্দেহে যাও বৎস! নিজ রাজ্যে ফিরে।”
গাঙ্গেয়-ব্যবস্থা সবে করিয়া গ্রহণ
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হ'তে লাগিল সকলে।

ইতি দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

অতঃপর ভীষ্মদেব প্রথমে রাজায়,
পরে গাভীগণে প্রেরি হস্তিনাভিমুখে,
সৈন্যবৃন্দে সমাবেশ করিলা যতনে,
রচিলা অদ্ভুত ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ;
মধ্যভাগে দ্রোণাচার্য্যে স্থাপিলা গাঙ্গেয়,
রাখিলা দ্রৌণীরে বামে, কৃপে দক্ষিণেতে,
সূতপুত্র কর্ণে বীর রাখিলা সম্মুখে,
আপনি পশ্চাদ্‌ভাগে রহিলা সবার।
হেন কালে উপনীত হইলা অর্জ্জুন
কৌরববাহিনী-মাঝে প্রচণ্ড আরাবে।
চতুর্দ্দিক নেহারিয়া কহিল কিরীটী—
"দুর্য্যোধনে নাহি হেরি সৈন্যগণ মাঝে,
সম্ভব আতঙ্কে ভীরু সৈন্যবৃন্দে রাখি
পলাইছে প্রাণভয়ে নিজ রাজ্যমুখে,

গোহরণ-প্রতিফল দিব মূর্খে আজি
ফিরিতে দিব না গৃহে সুস্থির শরীরে,
অনর্থক সৈন্যবৃন্দে বধিয়া প্রথমে
নাহি কোন প্রয়োজন, চালাও স্যন্দন
অতএব হে সারথি! যে দিকে দুর্ম্মতি
কুরুকুলাধম দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন
পলায় সবেগে ছুটী গাভীগণ সহ ;
একমাত্র দুর্য্যোধন হলে পরাজিত
হইবে গোধন তব উদ্ধার কুমার!"
সম্মুখে চাহিয়া তবে নিরখি অদূরে
আচার্য্য রয়েছে বসি রথের উপর
চারি বাণ ধনঞ্জয় এড়িলা গাণ্ডীবে,
যুগ্ম অস্ত্র গুরুপদ করিল বন্দনা
অন্য অস্ত্রদ্বয় কর্ণ স্পর্শিল গুরুর,
বহিল আনন্দধারা দ্রোণাচার্য্য-হৃদে
সমাগত প্রিয় শিষ্য নিরখি আবার।
আতঙ্কে সারথিবর কহিল আচার্য্যে,—
"বড় ভাগ্য আজি তব কর্ণ পদদ্বয়
বাঁচিল শত্রুর বাণে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য
সর্ব্বাঙ্গ নেহারি তব পুলকে পূর্ণিত,
অদ্ভুত রহস্য ইহা বুঝিতে অক্ষম।"
হাসিয়া কহিল দ্রোণ,—"সারথি-প্রবর!

এ নহে আশ্চর্য্য কিংবা অদ্ভুত রহস্য,
প্রিয় শিষ্য পার্থ মোর বহুকাল পরে
এসেছে সমর-মাঝে, নিরখি আমায়
কুশল জিজ্ঞাসে মোর প্রণমে চরণে
বাণমুখে মহাবীর অস্ত্রবিদ্যাবলে,
এ কারণে পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আমার।"
এত কহি বীরবর জুড়িলা ধনুকে
তিন বাণ পার্থ প্রতি পূরিয়া সন্ধান,
একবাণ আলিঙ্গন করিল অর্জ্জুনে
অন্য বাণ শিরোদেশ করিল আঘ্রাণ
তৃতীয় আয়ুধ তার কুশল জিজ্ঞাসি
কহিল করহ যুদ্ধ নির্ভয় অন্তরে।
নিরখিয়া এ ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া
কহিল উত্তর পার্থে,—"একি ভয়ঙ্কর,
বাঁচিল পরাণ তব শ্রীহরি-কৃপায়,
নির্বীর্য্য নিস্তেজ কোন নগণ্য সৈনিক
নিশ্চয় ত্যজেছে এই তেজহীন বাণ,
তাই স্পর্শ করি তোমা পড়িল ভূতলে,
নতুবা ভেদিয়া আজি শরীর তোমার
উল্লাসে ফিরিত কুরু গোধন হরিয়া।"
হাসি ধনঞ্জয় তবে কহিল উত্তরে,—
"নগণ্য-সৈনিক-ত্যক্ত নহে এ আয়ুধ,

জগৎবরেণ্য রথী ভরদ্বাজসুত
এড়েছে এ অস্ত্র মোর সম্বর্দ্ধনা তরে,
প্রথম আয়ুধ মোরে দিল আলিঙ্গন
দ্বিতীয় মস্তক মোর করিল আঘ্রাণ
তৃতীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিল মোরে,
জগতে এ শিক্ষা আর নাহি জানে কেহ
আমি আর গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য বিনা,
ইহাতে শঙ্কার কিছু নাহিক কুমার !
স্বচ্ছন্দে চালাও রথ দুর্য্যোধন যথা।”
অনন্তর রাজপুত্র অর্জ্জুন-আদেশে
চালাইয়া দিলা রথ দক্ষিণাভিমুখে ;
হেরিয়া রথের গতি, সন্ত্রস্ত হৃদয়ে
কৃপাচার্য্য ধনঞ্জয়-অভিপ্রায় বুঝি
কহিলা আচার্য্য প্রতি,—“বুঝেছ কি দ্রোণ !
ধাইছে অর্জ্জুন কেন পবনের বেগে ?
মম মনে লয় এই, পোষে জাতক্রোধ
দুর্য্যোধন প্রতি পার্থ অত্যাচার হেতু ;
আজি প্রতিশোধ তার লইতে নিশ্চয়
ধাইছে পবনবেগে বধিতে রাজায়,
এস ত্বরা রক্ষি মোরা পৃষ্ঠদেশ তার ;
ক্রোধাবিষ্ট ধনঞ্জয় করিলে প্রহার
দুর্য্যোধনে রক্ষা বড় হইবে কঠিন,

তাই কহি রক্ষ তারে থাকিতে সময় ;
গোধন সম্পত্তি-রত্ন লভিয়া কি ফল
যদ্যপি হারাই আজি রাজা দুর্য্যোধনে ;
অতএব হে আচার্য্য ! বিলম্ব না করি
রক্ষিতে কৌরবনাথে হও হে প্রস্তুত,
নতুবা অচিরে আজি কুরুকুলপতি
অর্জ্জুন-সমুদ্ররূপ অকুল সাগরে
মাঝি হীন তরী সম ডুবিবে নিশ্চয় ;
বিহিত ব্যবস্থা ত্বরা কর সবে মিলি
বিলুপ্ত কৌরব-নাম ক'র না ধরায় ।"
ইতিমধ্যে পার্থরথ উপস্থিত তথা
যথায় লইলা গাভী কুরুসৈন্যগণ ।
নিরখি সে বরবপু কবচ-কুণ্ডল
কিরীট-ভূষিত শির সূর্য্য মূর্ত্তিমান্
উজ্জ্বল আয়ুধপূর্ণ সর্ব্ব অবয়ব,
আবার শুনিয়া ভীম কোদণ্ড-টঙ্কার
দেবদত্ত-শঙ্খ-ধ্বনি প্রলয়গর্জ্জন,
আতঙ্কে শিহরি কুরুসৈন্যগণ যত
যুদ্ধকার্য্য দূরে থাক্ হারায় চেতনা ।
ধনঞ্জয় ক্ষিপ্রগতি বেড়ি কুরুদলে
জর্জ্জরিত করি সবে সুতীক্ষ্ণ শায়কে
উদ্ধারিলা বিরাটের গোধনসমূহ,

ফিরিয়া চলিল গাভী বিরাটাভিমুখে।
গোধন-উদ্ধারি পার্থ কহিলা উত্তরে,—
"চালাও ত্বরায় রথ দুর্য্যোধন-পাশে
আজি দুষ্টে সমুচিত প্রতিফল দানি
বনবাস-কষ্ট কিছু করিব লাঘব।"
অর্জ্জুন-আদেশ লভি কুমার উত্তর
চালাইল রথ ত্বরা সৈন্যগণ মাঝে,
কপিধ্বজ ঘোর রবে উঠিল গর্জ্জিয়া,
শঙ্খনাদে চরাচর লাগিল কাঁপিতে।
ভয়াবহ দৃশ্য দেখি ভীষ্ম মহামতি
দারুণ-দুর্দ্দৈব পাছে হয় সংঘটন
ত্বরায় বীরেন্দ্রবর্গে সঙ্গেতে লইয়া
রাজার রক্ষার তরে আসিল তথায়।
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় কহিল উত্তরে,—
"ওই হের কর্ণবীর মত্তগজ সম
মোর সহ যুদ্ধতরে করে আস্ফালন,
দুরাত্মা আশ্রয় লভি কৌরব-সকাশে
মহামদে মত্ত হয়ে পৌরুষ জানায়,
লও ত্বরা রথ মোর উহার সম্মুখে,
হেন শাস্তি দিব আজি অধম দুর্বৃত্তে
চিরতরে যাহে নাহি বীরত্ব বাখানে।"
চালাইল রথ তবে উত্তর সারথি

যথায় রাধেয় সাজি সমর-সজ্জায়।
চিত্রসেন আদি যত কুরুবীরগণ
অর্জ্জুন উপরে শর লাগিল বর্ষিতে,
বীরেন্দ্র-কেশরী পার্থ চক্ষুর নিমিষে
অরাতি-নিক্ষিপ্ত-অস্ত্র বিদগ্ধ করিলা।
বিকর্ণ নিরখি তাহা মহাকোপানলে
এড়িতে লাগিলা বাণ বাছিয়া বাছিয়া,
সমুদয় বাণ ব্যর্থ করিয়া কিরীটী
এড়িলা সুতীক্ষ্ণশর তাহার উপরে,
কাটা গেল রথধ্বজ পড়িলা ভূতলে,
বিন্দুমাত্র আর সেথা অপেক্ষা না করি
পলাইল রণত্যজি বিকর্ণ সভয়ে।
অতঃপর শত্রুন্তপ আসিল ছুটিয়া
অতিক্রোধে মহাশর লাগিল ত্যজিতে,
শরাঘাতে অতিক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন
সম্বরিয়া শত্রুশর শায়কসন্ধানে
সংবিদ্ধ করিলা তারে সারথি সহিত,
পঞ্চত্ব পাইল বীর রণভূমি মাঝে ;
অনন্তর ধনঞ্জয় বাণবৃষ্টি করি
জর্জ্জরিত কলেবর করিলা সকলে,
গজতুল্য বীরবৃন্দ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
প্রাণ-ত্যজি পৃথ্বীবক্ষে করিল শয়ান ;

নিদাঘে কানন যথা দহি দাবানল
ইতস্ততঃ বিচরণ করে চারিভিতে
তেমতি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, শত্রুসৈন্য নাশি
চতুর্দ্দিকে অগ্নিসম লাগিল ভ্রমিতে,
শুষ্কপত্রে মেঘে যথা বসন্তে সমীর
অক্লেশে বিক্ষিপ্ত করে যথায় তথায়,
তেমতি অর্জ্জুন বীর শত্রুসেনাগণে
ছিন্ন-ভিন্ন করি রণে, কর্ণের ভ্রাতায়
বধিলা মস্তক-ছেদি অশ্ব-সংহারিয়া।
ভ্রাতার নিধন হেরি রাধার নন্দন
শার্দ্দুল যেমতি ধায় নিরখি বৃষভে
তেমতি ধাইল বীর মহাক্রোধভরে।
হেরিয়া অর্জ্জুন তারে কহিল গর্জ্জিয়া,—
"বড় ভাগ্য আজি তব পেনু দরশন,
দম্ভ তব চিরতরে ঘুচাব এবার,
পাণ্ডবে বিদ্রূপ শোধ লইব দুর্ম্মতি
কুকুর পরান্নভোজী নীচ নরাধম,
এসেছ সমরসাধে আমার সহিত ;
এ নহে কপট পাশা শকুনি-রাজের,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নহে ক্রীড়া-সাথী ;
এ ক্রীড়ার অক্ষ ধনু বিজয় গাণ্ডীব,
গুটিকা অক্ষয় তূণ বিনির্মুক্ত শর,

ক্রীড়াগৃহ সুবিশাল বক্ষ পৃথিবীর,
এ খেলার পণ, মুণ্ড তোমা সবাকার,
প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়ার কিরীটী বিজয়,
এ খেলার পরিণাম বড়ই ভীষণ
গর্ব্বিত মস্তক বীর! লুটাবে ভূতলে,
অতএব কর খেলা যদি এত সাধ ;
ক্ষত্র-ধর্ম্ম নহে কর্ণ! বৃথা আস্ফালন,
সুতপুত্রে নাহি সাজে ক্ষত্র-ব্যবহার ;
তাই কহি হে রাধেয়! থাকিতে সময়
স্বস্থানে ফিরিয়া যাও রণস্থল ত্যজি ;
চাটুবাক্যে পটু তুমি জানে সর্ব্বজন
তুষ্ট ক'র' দুর্য্যোধনে কৌরব-সভায়
যুদ্ধভূমে বৃথা দম্ভে ভুলিবে না কেহ।"
একে কর্ণ ভ্রাতৃবধে আছিল জ্বলিয়া
তারপর অর্জ্জুনের তীব্র পরিহাসে
জ্বলন্ত পাবক সম হইল ক্রোধেতে,
কহিল অর্জ্জুনে ডাকি,—"ভীরু কাপুরুষ!
লজ্জা নাহি হয় মোরে করিতে বিদ্রূপ,
দম্ভ মোর চিরতরে ঘুচাবে নির্ব্বোধ!
এত শক্তিমান্ যদি তুমি হে অর্জ্জুন!
কোথা ছিল সেই শক্তি, যে কালে কৌরব
আনিল পত্নীরে তব কুরুসভা-মাঝে,

কেমনে পত্নীর সেই করুণ ক্রন্দন
সহিলে মূকের মত হেঁটমুণ্ড হয়ে ;
বনবাসে এতকাল ভিখারী সাজিয়া
কি হেতু যাপিলে সবে বল্কল বসনে
এত যদি বলবান্ তুমি হে পাণ্ডব ?
বাক্য-আড়ম্বর-দক্ষ জানি তোমা আমি,
বৃথা বাক্যে তব সঙ্গে হরিব না কাল,
ভ্রাতৃ-মৃত্যু প্রতিশোধ লইব এক্ষণে ;
খেলিব যে পাশা এবে, সে খেলার ফল
নহে বনবাস-যাত্রা পত্নীর সহিত,
লুটাবে মস্তক তব পৃথিবীর কোলে।"
এত কহি কর্ণবীর মহাক্রোধবশে
এড়িলা ভীষণ শর কালাগ্নি সমান,
হাসিয়া অর্জ্জুন তাহা নিবারি সত্বর
সন্ধান করিলা বহু সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
ঢাকিল সূর্য্যের রশ্মি রোধিল পবনে।
কর্ণবীর ক্ষিপ্রগতি কাটি পার্থ-শরে
বর্ষিতে লাগিলা অস্ত্র বারিধারা সম।
বাধিল ভীষণ রণ উভয়ের মাঝে,
ইন্দ্র বৃত্রাসুরে যেন ঘটিল আবার
ত্রিদিবে দারুণ রণ নবীন উদ্যমে।
কতক্ষণে ধনঞ্জয় অতি ক্রুদ্ধ হয়ে

ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টি করি কর্ণোপরে
বধিলা সারথি সহ অশ্ব চতুষ্টয়,
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ পড়িল ভূতলে।
রক্ষিতে তাহারে তবে কৃপ মতিমান্
ধাইয়া আসিল সেথা মহাবেগভরে,
শেল শূল খড়্গ ভল্ল এড়িলা বিস্তর
অর্জ্জুন-উপরে বীর কুপিত-অন্তরে।
মুহূর্ত্তে গাণ্ডীবধন্বা নিবারি সকলে
কৃপাচার্য্য-ধনু-অস্ত্র-কবচ-কুণ্ডল
কাটিয়া পাড়িল ভূমে ভীষণ প্রহারে,
নিপতিত হয়ে কৃপ স্যন্দন হইতে
রিক্ত হস্তে পার্থপানে ধাইল ছুটিয়া।
কৃপাচার্য্যে সেই বেশে নিরখি কিরীটী
করজোড়ে নম্রভাবে কহিল তাঁহারে,—
"ধুতি উত্তরিয় পরি ব্রাহ্মণের বেশে
কোথায় চলেছ দেব! দীর্ঘপদক্ষেপে
নহে ত মন্দির ইহা সমর-প্রাঙ্গন।"
লজ্জায় রহিল কৃপ অধোমুখ হয়ে।
বিপদ দেখিয়া দ্রোণ আসিল ছুটিয়া,
নিরখি তাঁহারে পার্থ কহিলা বিনয়ে,—
"একি হেরি গুরুদেব! আশ্চর্য্য ঘটনা
প্রিয় শিষ্য বধিবারে গুরুর উদয়!

অদ্ভুত রহস্য বলি উপজে সন্দেহ,
বিশ্বাস স্থাপিতে আস্থা হয় না কদাপি ;
জান ত' সকলি দেব ! দুষ্ট দুর্য্যোধন
কি ভীষণ দুঃখ জ্বালা দিয়াছে মোদের,
অতএব গুরুদেব ! ছাড়ি দেহ পথ,
মহামানী দুর্য্যোধনে দেখাই এবার
পাণ্ডবের অস্ত্রগণ কতই ভীষণ।"
কহিল আচার্য্য পরে,—"হে বীরকেশরি !
কৌরব আশ্রিত মোর, আশ্রিত-রক্ষণ
ব্রাহ্মণ-প্রধানধর্ম্ম, কেমনে হে তবে
ছাড়ি দিব পথ তোমা কৌরব-বিনাশে ?
যদবধি পরাজিত নাহি হই আমি
তদবধি ধনঞ্জয় ! ছাড়িব না পথ।"
—"যদ্যপি প্রতিজ্ঞা তব এহেন অটল
তবে গুরু ! হান অস্ত্র"—কহিল অর্জ্জুন,-
"যেহেতু আমার এই প্রতিজ্ঞা আচার্য্য !
তব শর যে অবধি না স্পর্শে আমারে
তাবৎ আমার অস্ত্র স্পর্শিবে না তোমা।"
এড়িলা আচার্য্য তবে পার্থে লক্ষ্য করি
অগ্নিসম ভয়ঙ্কর সায়কসমূহ ;
কিরীটীও নহে ন্যূন আচার্য্য হইতে
সন্ধান করিলা বহু সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ ;

বাণে বাণে উদ্গীরণ করিল অনল,
ছাইল আকাশ-পথ ঢাকিয়া তপনে ;
দুই মত্ত গজ যেন মহাক্রোধ-বশে
করিতে লাগিল রণ উন্মত্ত হইয়া,
দেবাসুর-রণ যেন ঘটিল আবার ।
হেরিতে অদ্ভুত সেই গুরু-শিষ্য-রণ
ত্রিদিবে দেবতাবৃন্দ আসিল ধাইয়া ।
হইল ভীষণ যুদ্ধ গুরু শিষ্য মাঝে,
চমৎকৃত দেববৃন্দ করিল প্রশংসা ।
অনন্তর ধনঞ্জয় দিব্য শিক্ষা বলে
দ্রোণাচার্য্য বক্ষঃস্থল বিঁধিলা শায়কে
রথেতে পড়িল গুরু জ্ঞানহারা হয়ে ;
হাহাকার মহাশব্দ উঠিল সেথায় ।
পিতা নিপতিত হেরি অশ্বত্থামা ক্রোধে
ধাইয়া আসিয়া পার্থে করিল প্রহার
ক্ষুরধার মহাঅস্ত্র মন্ত্রপূত করি,
শরজালে বীরবর ঢাকিল তপনে ;
অদ্ভুত পার্থের শিক্ষা, নিমেষ মাঝারে
অশ্বত্থামা-ত্যক্ত-শর কাটিলা আকাশে ;
পুনঃ দ্রৌণী মহাশক্তি এড়িলা অর্জ্জুনে,
হাসি নিবারিল তাহা বীরেন্দ্রকেশরী ;
এইরূপে পুনঃপুনঃ শরবৃষ্টি করি

শরশূন্য অশ্বত্থামা হইল ত্বরায়,
লজ্জায় সমর ত্যজি পশিল অদূরে।
পুনরায় কর্ণবীর কার্ম্মুক আকর্ষি
আরম্ভিলা শরবৃষ্টি অর্জ্জুন-উপর।
ইতস্ততঃ চাহি পার্থ হেরি অঙ্গনাথে
কহিলা তাহারে ডাকি,—"এসেছ আবার
লজ্জাহীন চাটুকার ভীরু কাপুরুষ!
ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে রণে চেতনা হারায়ে
পলাইলে রণ-ত্যজি ভুলেছ সে কথা?
উত্তম সুশিক্ষা আজি দিব পুনরায়
চিরতরে যাহা মূর্খ! ভুলিবে না কভু।"
অর্জ্জুন-বচনে কর্ণ কহিল সক্রোধে
—"সহসা ক্ষণেকতরে হারানু চেতনা,
তাহে কি ভেবেছ পার্থ! পরাজিত আমি?
কর্ণ-পরাজয় নহে এতই সহজ,
মুহূর্ত্তে দিতেছি আমি পরিচয় তার,
দেবেন্দ্র আপনি যদি আজি এ আহবে
আসেন রক্ষিতে তোমা দেবসেনা সহ
তথাপি নিস্তার তব নাহিক অর্জ্জুন!
চিরতরে রণসাধ মিটাব তোমার,
কিরীট কুণ্ডল সহ চারুমুখ তব
চুম্বিবে বসুধা-বক্ষ আয়ুধ-আঘাতে।"

কর্ণ-বাক্য শুনি ক্রোধে কহিলা অর্জ্জুন—
"এখন' নির্লজ্জ! তব এত আত্মশ্লাঘা,
মৃত ভ্রাতা হৃত-গর্ব্ব তথাপি এমন।"
এত কহি মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া
অবসর বিন্দুমাত্র না দানি তাহারে
প্রহারিলা দিব্য অস্ত্র প্রচণ্ড আঘাতে,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিল কর্ণের
হস্তস্থিত ধনু অস্ত্র পড়িল খসিয়া।
বিগত চেতনা কর্ণে নিরখি সারথি
ফিরাইয়া রথ ত্বরা করিল প্রস্থান।
অতঃপর ধনঞ্জয় ক্রোধানলে জ্বলি
বর্ষণ করিল অস্ত্র কুরু-সৈন্যোপরে,
সূর্য্যরশ্মি গিরি-বক্ষে হইলে পতিত
চমৎকার শোভা যথা ধরে গিরিবর,
অশোক-কুসুমকুল বিকসি কাননে
যেমতি মধুর শোভা ধরে বনস্থলী,
তেমতি অর্জ্জুনশরে সংবিদ্ধ শরীর
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা কৌরব-বাহিনী;
ছিন্ন কর্ণ অশ্বগণ সভয় অন্তরে
রথ লয়ে চতুর্দ্দিকে লাগিল ছুটিতে,
প্রমত্ত বারণগণ ভীষণ প্রহারে
ক্ষত অঙ্গ নিপতিত হইল ভূতলে,

রণ-ভূমি গজদেহে ব্যাপৃত হইয়া
শোভিতে লাগিল কিবা মধুর শোভায়,
যেনরে সুনীলাকাশ মেঘ-আবরণে
শোভিল সে রণক্ষেত্রে অম্বর ত্যজিয়া ;
যেরূপ যুগান্তকালে কালাগ্নি জ্বলিয়া
দগ্ধিয়া নিঃশেষ করে স্থাবর জঙ্গম,
তেমতি অর্জ্জুন আজি সমর-অনলে
দহিতে লাগিল যত কৌরববাহিনী,
বহিল রক্তের নদী রণভূমি মাঝে।
শরজাল পাতি পার্থ লাগিল খেলিতে,
যেনরে অনন্তভোগী ভুজঙ্গ প্রবর
খেলিছে উল্লাসভরে মহার্ণব মাঝে,
রক্তলিপ্ত রজ নভে উড়িল পবনে
সূর্য্যরশ্মি রক্তবর্ণ করিল ধারণ
রঞ্জিল গগনতল যেন সন্ধ্যারাগে।
সৈন্যক্ষয় হেরি তবে শান্তনুনন্দন
মহাশরাসন অস্ত্র গ্রহণ করিয়া
ছুটিয়া আসিল তথা মহাবেগভরে।
নিরখি অর্জ্জুন ভীষ্মে কহিল আবেগে—
"কার সাথে রণ-আশে কহ পিতামহ!
এসেছ হেথায় দেব ক্ষত্রকুলরবি!
এসেছ কি মৎস্যগাভী করিতে হরণ

নিঃসহায় হেরি এবে বিরাট ভূপালে ?
এই কি কর্ত্তব্য তব পুরুষ প্রধান !
সত্যের জীবন্ত ছবি কুরুকুলচূড়া ?
চোর দুর্য্যোধন প্রতি এত স্নেহ তব,
এসেছ সাহায্য দানে হেন হীন কাজে !
ফিরে যাও পিতামহ ! অকলঙ্ক নামে
মেখনা কালিমা-রেখা চোর-সহবাসে।
যে কষ্ট মোদের দুষ্ট দেছে এতকাল
জান ত সকলি দেব ! দাও অবসর
প্রতিশোধ কিছু আজি লইতে তাহার।"
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলা গাঙ্গেয়—
"যা কহিলে ধনঞ্জয় ! যথার্থ সকলি,
মাখিতেছি কালি মুখে, বুঝিতেছি সব,
নিদারুণ অত্যাচার তোমাদেব প্রতি
করিয়াছে দুর্য্যোধন অবগত তাহা,
তবু বৎস ! সর্ব্বক্ষণ সংসর্গের বশে
কৌরব-মমতা-জাল ছিঁড়িতে অক্ষম,
বার্দ্ধক্য করেছে মোর বিবেক নিরোধ,
এ কারণে নাহি পারি ত্যজিতে কৌরবে ;
অতএব শোন পার্থ ! যেকাল অবধি
পরাজিত নাহি হই আমি রণভূমে
সে অবধি পারিব না অবসর দিতে

প্রতিশোধ নিতে তোমা দুর্য্যোধন প্রতি।”
ভীষ্মদেব উক্তি শুনি কহিলা কিরীটী—
“দোষ তবে পিতামহ! ক’র’ না গ্রহণ,
পৌত্র-অস্ত্র-শিক্ষা আজি লও পরিচয়।”
বাধিল সমর তবে পৌত্রে পিতামহে।
ভীষ্মদেব শরাসন সঘনে টঙ্কারি
আক্রমিল ধনঞ্জয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে
বিঁধিল বানরধ্বজে সারথি উত্তরে;
নিরখি অর্জ্জুন তাহা জ্বলি মহাক্রোধে
ভীষ্ম-ধ্বজছত্র ভূমে ফেলিল কাটিয়া
বধিল সারথি অশ্ব বাণের আঘাতে।
মহাবীর ভীষ্ম তবে মহারোষ-বশে
এড়িলা দিব্যাস্ত্র বহু ধনঞ্জয় প্রতি,
পার্থ বীর ক্ষিপ্রহস্তে রোধিল সে সবে;
বাধিল তুমুল রণ ভীষণ দুর্ব্বার,
যেন বলি বাসবেতে স্বর্গরাজ্য লয়ে
হইল প্রচণ্ড যুদ্ধ ত্রিদিবে আবার।
যাবতীয় কুরুসৈন্য আকাশে দেবতা
বিস্মিত চিত্তেতে তাহা লাগিল দেখিতে;
স্তম্ভিত হইল ভীষ্ম পার্থ-শরাঘাতে।

সহসা এ হেন কালে নিরখি অর্জ্জুন
সুবলনন্দন ধূর্ত্ত শকুনি মাতুলে

রুষিলা বধিতে তাঁরে শর বৃষ্টি করি।
সভয়ে জগৎ, পাপী, দেখিল আঁধার,
অনুপায় হয়ে তবে শঠচূড়ামণি
বিমুগ্ধ করিতে ছলে কহিল অর্জ্জুনে—
“একি হেরি ধনঞ্জয়! আচার তোমার
বধিতে উদ্যত তুমি গুরুজনে তব,
ধার্ম্মিক সুজন খ্যাতি তোমা সবাকার,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহোদর তব,
এ হেন অধর্ম্মকর্ম্ম তোমারে কি শোভে?
জ্ঞানবান্ গুণবান্ বুদ্ধিমান্ তুমি
মাতুল শকুনি আমি, পূজনীয় তব,
আমারে বধিতে চাও এ কোন্ বিচার?
বিশেষতঃ সহদেব করেছে প্রতিজ্ঞা
বধিবে আমারে রণে, প্রতিজ্ঞা ভ্রাতার
ভাঙিতে চাও কি তুমি বীরেন্দ্র-কেশরি?
যা ইচ্ছা করহ তুমি, আমি কিন্তু বীর!
কদাপি তোমার সহ করিব না রণ,
ভাগিনা-প্রতিজ্ঞা কভু দিব না ভাঙ্গিতে।”
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে কহিল তাঁহারে,—
“বধিব না মামা! তোমা আমি এ আহবে,
ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব যতনে,
কিন্তু মামা! লব শোধ কপট পাশার,

যেরূপ দারুণ বনে ঘুরালে মোদের
তেমতি তোমারে আমি ঘুরাব এবার
চড়ায়ে গাধার পৃষ্ঠে চক্ষে ঠুলি বাঁধি
কলুর বলদ সম ঘুর্ণিবায়ু যথা।”
এরূপ কহিয়া তবে পার্থ মহারথী
বেড়াপাক অস্ত্র ত্বরা করিলা সন্ধান,
বান্ধিলা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে শকুনি মামায়
লইল রজক-গৃহে নয়ন বান্ধিয়া,
ঘুরিতে লাগিল মামা চক্রবৎ সেথা।
 পুনরায় ভীষ্মার্জ্জুনে বাধিল সংগ্রাম ;
কুরুবীর দ্বয় দোঁহে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপি
করিতে লাগিল ক্রীড়া সমর-প্রাঙ্গণে,
অবাক হইয়া লোকে লাগিল দেখিতে।
অনন্তর ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
ছেদিলা ভীষ্মের ধনু বিন্ধিয়া তাঁহারে ;
মহাক্রোধে ভীষ্মদেব এড়িলা তখন
অসংখ্য নারাচ ভল্ল অর্জ্জুন উপর,
নিবারিল পার্থ তাহা অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
এইরূপে দুইবীর লাগিল যুঝিতে
কেবা লঘু কেবা গুরু মীমাংসা কঠিন,
যুগান্তের ক্রোধ যেন মীমাংসা করিতে
রাম রাবণেতে যুদ্ধ বাধিল আবার।

অনন্তর পার্থ বীর জ্বলন্ত শায়কে
ভীষ্ম-রথরক্ষীগণে করিল সংহার ;
মুহুর্মুহু শর-বৃষ্টি করিলা অর্জ্জুন,
নিক্ষিপ্ত আয়ুধবৃন্দ উঠিয়া আকাশে
হংসপংক্তি সম নভে লাগিল শোভিতে,
দেববৃন্দ 'সাধু সাধু' করিল প্রশংসা,
দেবরাজ পুষ্পবৃষ্টি করিল মস্তকে।
অতঃপর ভীষ্মদেব পার্থ-বামভাগে
এড়িতে লাগিলা বাণ সুতীক্ষ্ণ প্রখর ;
মহাবীর ধনঞ্জয় সহাস্যে তখন
ক্ষুরধার অস্ত্রে কাটি ভীষ্ম-শরাসন
বিন্ধিলা সজোরে বক্ষ দশ বাণাঘাতে
ব্যথিত হইলা ভীষ্ম ভীষণ প্রহারে।
সংজ্ঞাশূন্য হেরি তবে সারথি নিপুণ
রথ লয়ে রণ-ত্যজি করিল প্রস্থান।
ভীষ্মে পরাঙ্মুখ হেরি দুর্য্যোধন তবে
কার্ম্মুক লইয়া হাতে সিংহনাদ ত্যজি
সহসা অর্জ্জুন-পাশে হইলা উদয়,
বিন্ধিলা ললাট তাঁর ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপি
বহিল রুধির ধারা অর্জ্জুন-ললাটে।
মহাক্রোধে পার্থ তবে গাণ্ডীব আকর্ষি
বিষাগ্নি সদৃশ শর হানিলা রাজায়,

নিবারিতে দুর্য্যোধন লাগিল সে সবে,
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল উভয়ে।
মত্ত মাতঙ্গেতে চাপি বিকর্ণ তখন
সবেগে আসিল ছুটি অর্জ্জুন-সম্মুখে
ভ্রাতার সাহায্য তরে রণভূমি মাঝে।
গজকুম্ভ লক্ষ্য করি পার্থবীর তবে
ত্যজিলা ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড প্রতাপে,
দেবেন্দ্র-নিক্ষিপ্ত-বজ্র বিদরে যেমতি
গিরিরাজ-শৃঙ্গদেশ, তেমতি সে বাণ
বিদীর্ণ করিল কুম্ভ কাঁপিল কুঞ্জর
পতিত হইয়া ভূমে ত্যজিল জীবন,
পলাইল রণত্যজি বিকর্ণ সভয়ে।
পুনরায় সব্যসাচী দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে
দুর্য্যোধন-বক্ষঃস্থল বিন্ধিল সবেগে,
যন্ত্রণায় কুরুরাজ সকাতর প্রাণে
রণ-ত্যজি পলায়নে হইল তৎপর ;
নিরখি সে রঙ্গ হাসি কহিল অর্জ্জুন,—
"কীর্ত্তিলোপ করিতেছ কৌরব-সম্রাট্ !
কলঙ্ক মাখিছ ভালে মানী দুর্য্যোধন !
নিস্ফল করিলে আজি দুর্য্যোধন নাম !
কোথা আজি রক্ষীবৃন্দ পশ্চাতে তোমার,
পলাও সত্বর বীর ! প্রাণ বড় ধন।"

অঙ্কুশ আঘাতে যথা প্রত্যাগত করী,
পদাঘাতে ফণী যথা তুলে উর্দ্ধে ফণা,
তেমতি অর্জ্জুন-বাক্য সহিতে না পারি
ফিরিল কৌরবপতি মহাক্রোধভরে।
হেরিয়া রাজায় পুনঃ প্রত্যাগত রণে,
কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা ভীষ্ম দ্রোণ আদি
ছুটিয়া আসিল সেথা রক্ষিতে তাহারে।
নবীন নীরদে যথা হেরি হংসগণ
পরম পুলকভরে ধায় তার পানে,
তেমতি বীরেন্দ্র-সিংহ বীভৎসু ধীমান্
নিবৃত্ত নেহারি যত কুরুবীরগণে
ধাবিত হইল বীর তা' সবার প্রতি।
কুরুগণ বেষ্টি তবে অর্জ্জুনে চৌদিকে
পর্ব্বতে জলদ যথা বর্ষে বারি-ধারা
তেমতি বর্ষিল অস্ত্র অবিরাম গতি।
নিরখি বীরেন্দ্র-বৃন্দে একত্র মিলিত
চিন্তিল অর্জ্জুন বীর,—'বহু জ্ঞাতিক্ষয়
করিনু পরের কাজে গোগৃহ-সমরে
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুমতি বিনা,
আর না করিব আমি জ্ঞাতিগণে বধ',—
এত চিন্তি ধনঞ্জয় জুড়িলা গাণ্ডীবে
সম্মোহন মহাঅস্ত্র মন্ত্রপূত করি,

বাণাঘাতে যাবতীয় কৌরব-বাহিনী
কর্ণ দ্রোণ কৃপ আদি বীরগণ যত
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল সকলে।
নিরখি চেতনা-হীন কুরুবীরগণ
উত্তরার বাক্য পার্থ স্মরণ করিয়া
কহিল উত্তরে ডাকি,—"আন বীরবর!
ত্বরায় ভূষণ বস্ত্র উত্তরা-বাঞ্ছিত
কুরুবীর-দেহ হ'তে বাছিয়া বাছিয়া.
কেবল স্পর্শনা অঙ্গ ভীষ্ম আচার্য্যের।"
অর্জ্জুন-আদেশ লভি কুমার উত্তর
বাছিয়া বাছিয়া বস্ত্র করিল সংগ্রহ;
কুণ্ডল ভূষণ চারু গ্রহণ করিয়া
রথীগণে রাজপুত্র বসাইল গজে,
আসোয়ারে খরপৃষ্ঠে করিলা স্থাপন,
মুকুট খুলিয়া কারু কালিমা লেপিয়া
চিত্রিত করিল মুখ অদ্ভুত বাহারে,
কেশে কেশে বান্ধি বহু কুরুবীরগণে
অপূর্ব্ব সাজেতে সবে রাখিল সাজায়ে।
অতঃপর রাজপুত্র বস্ত্রাদি লইয়া
রথেতে উঠিল পুনঃ পুলকিত চিতে।
কহিল অর্জ্জুন তবে,—"হে রাজকুমার!
উদ্ধার হয়েছে তব কার্য্য সমুদয়,

চল এবে ফিরে যাই বিরাট-নগরে।”
অর্জ্জুন-আদেশে তবে কুমার উত্তর
চালাইয়া দিলা রথ বিরাটাভিমুখে,
ঘর্ঘর নিনাদ করি চলিল স্যন্দন।

ইতি একাদশ সর্গ

দ্বাদশ সর্গ

চেতনা লভিয়া যত কুরুবীরগণ
লজ্জায় কাহার' পানে চাহিল না কেহ।
পশ্চাৎ ফিরিয়া হেরি পার্থ ধনুর্দ্ধর
কৌরববাহিনী পুনঃ লভেছে চেতনা,
দশবাণ মহাবীর করিলা সন্ধান,
কুরুবৃদ্ধ-পদ বাণ করিল বন্দনা ;
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পুনঃ জুড়িয়া কার্ম্মুকে
রাজার মুকুট পার্থ ফেলিল ছেদিয়া।
ভয়ে দুর্য্যোধন তবে চাহি চতুর্দ্দিকে
সৈন্যবৃন্দ মাঝে ভীরু করিল প্রবেশ।
নিরখি রাজার দশা কহিলা আচার্য্য,—
আর ভয় নাই তব বৎস দুর্য্যোধন !
বড়ই দয়ালু পার্থ, তাই মহামতি
না কাটি মস্তক তব কাটিল মুকুট ;
অনুমান হয় এই, দয়ার সাগর
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেয়নি আদেশ
কাটিতে তোমার শির পরের কারণ,

নতুবা মুকুট যেবা কাটিতে সক্ষম
রোধিত তাহারে কেবা কাটিলে মস্তক ;
ভাগ্যবলে ভীমসেন আসেনি এখানে,
আসিলে সে ক্রূরকর্ম্মা আজি এ আহবে
কারু দেহে শির নাহি থাকিত বজায়।
চল সবে আর নাহি থাকিব হেথায়,
কি জানি যদ্যপি ভীম আসে এই স্থানে
ভীষণ সঙ্কট বড় হইবে উদয়।"
হেনকালে দুর্য্যোধনে শকুনি-সারথি
কহিল কাতর স্বরে ভয়াকুল চিতে,—
"রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি!
আজ্ঞা দাও মহারাজ! খুঁজিতে তাঁহারে।"
সারথি-সন্দেশ শুনি, কহে কোন বীর—
"জাতক্রোধ পাণ্ডবের শকুনি উপর,
কে জানে তাঁহারে বান্ধি লয়নি সঙ্গেতে,"
—"কেহ বলে যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়েছে মাতুল।"—
কেহ বা কহিল—"বীর দিয়াছে চম্পট।"
কহিলা রাজেন্দ্র পরে,—"শোন বীরগণ।
সবে মিলি খোঁজ ত্বরা মাতুলে আমার।"
ধাইল বীরেন্দ্রবৃন্দ চতুর্দ্দিকে ছুটি
খুঁজিতে গান্ধাররাজে রাজার আদেশে।
বহু খোঁজ করি সবে, রজকের গৃহে

হেরিল গান্ধাররাজে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠেতে,
হস্তপদবদ্ধ মামা চক্ষে দীর্ঘ ঠুলি
কুম্ভকার-চক্রবৎ ঘুরিছে নিরত।
নিরখি মাতুল-দশা বীরেন্দ্রনিচয়
হাসিতে হাসিতে সবে পড়িল ঢলিয়া।
কতক্ষণে কোন বীর জিজ্ঞাসিল তাঁরে—
"এদশা তোমার কেবা করিল মাতুল!
কেন গো গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে রজকের গৃহে?"
কহিল শকুনি তবে কাঁপিতে কাঁপিতে
মনে করি পার্থ পুনঃ আসিয়াছে ফিরে,—
"কলুর বলদ আমি মেরো না আমায়,
কোন অপরাধে আমি নহি অপরাধী,
শকুনি আমার নাম গিয়াছি ভুলিয়া,
যত দোষী দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন,
আমি গো নিমিত্তমাত্র সেবক তাদের;
শাস্তি দাও দুষ্টগণে দুর্বৃত্ত পামরে,
শৃগালে বধিয়া সিংহ! মেখো না কালিমা,
অতি নীচ ক্রূরমতি পাপাত্মা কৌরব
তুষানলে দগ্ধি সবে করহ সংহার।"
শকুনি-বচন-অন্তে বীরগণ মিলি
ধরিয়া তাঁহারে সবে খুলিল বন্ধন
চক্ষুঠুলি অন্তর্হিত করিল ত্বরায়;

কহিল তখন তাঁরে,—"এই কি মাতুল !
ভাগিনার প্রতি তব স্নেহ ভালবাসা ?
চল আজি সব কথা কহিব রাজায়।"
তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর শকুনি মাতুল
কহিল সকলে চাহি,—"নির্ব্বোধ তোমরা,
মম বাক্য তাৎপর্য্য বুঝিবে কেমনে ?
পরীক্ষা করিতেছিনু আমি তোমা সবে
পাণ্ডবের গুপ্তচর কিংবা অন্য কেহ ;
কোন স্থানে রূঢ় কথা কহিলে স্বজনে
বুঝে তারা আছে কোন গুপ্ত অভিপ্রায় ;
শত্রু-নিন্দা করি যদি শত্রুর সম্মুখে
তবে কি মস্তক মোর থাকে রে বাতুল !
স্থানের হিসাব করি সুচতুর জন
প্রয়োগ করিবে ভাষা সময় উচিত
নতুবা বিপদ তার প্রতি পদে পদে,
তাই মূর্খগণ ! আমি নিন্দেছি কৌরবে,
ও নহে প্রাণের কথা অবোধ অজ্ঞান,
কর্ণ দুর্য্যোধন মোর প্রাণ হতে প্রিয়,
কহিতে তাদের মূর্খ ! পারি কি কদাপি
প্রাণ হ'তে হেন নীচ কটুভাষা আমি ?
মূর্খগণ সনে তর্ক বৃথা কালক্ষয়,
চল ত্বরা যথা মোর স্নেহের কৌরব।"

বীরগণ সঙ্গে করি লইল মাতুলে
যথায় কৌরবপতি বিষণ্ণ বদনে
যুদ্ধে হারি বসে দুঃখে ভূমিপানে চাহি।
শকুনি-দুর্দ্দশা হেরি হাসি বীরগণ
কহিল সম্বোধি তাঁরে,—"গান্ধারতিলক!
কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ কোথা গেল তব,
মুণ্ডিত কি হেতু তব মস্তক মাতুল!
বদন-কমল কেন বিচিত্র চিত্রিত,
এত গজবাজী সত্বে গর্দ্দভ-আসনে?
পাশায় যেরূপ তুমি পাঠালে পাণ্ডবে
বনবাসে চিরবস্ত্রে, তার প্রতিশোধে
অর্জ্জুন কি আজি মামা অস্ত্র-পাশা খেলি
মস্তক মুড়ায়ে তব ঘোল ঢালি শিরে
বসায়ে গর্দ্দভপৃষ্ঠে করিল ঘূর্ণন
নির্জ্জন রজক-গৃহে কান্তার মাঝারে?
অথবা আতঙ্কে মামা যুদ্ধস্থল ত্যজি
পলাইয়াছিলে গুপ্ত বহুরূপী সাজে?"
কহিল অপর কেহ,—"মাতুল শকুনি
পরিচয় দেছে বলি কলুর বলদ,
নহে গো শকুনি মামা গান্ধারাধিপতি,
অন্যায় করিয়া কেন করিছ বিদ্রূপ?
ত্বরায় লইয়া যাও কলুর আবাসে

ঘানিবৃক্ষে জুড়ি দাও, ভাঙুন সর্ষপ।"
ক্রোধেতে শকুনি তবে কহিল সকলে,—
"এত স্পর্দ্ধা, মোর প্রতি হেন উপহাস ?
আমি কি তোদের সম ভীরু কাপুরুষ
পলাইব রণ-ত্যজি অর্জ্জুনের ভয়ে ?
ভাগিনা অর্জ্জুন মম কহিল আদরে
সাজাব তোমারে মামা বিচিত্র সজ্জায়,
স্নেহের ভাগিনাবাক্য কেমনে এড়াই,
কাজেই বলিনু তারে, যেরূপ বাসনা
সেরূপে সাজাও মোরে প্রিয় ধনঞ্জয়,
সাজাইল মোরে ভাগ্নে এরূপ সাজেতে ;
স্নেহের সন্তান যদি বিদ্রুপ রহস্য
করে গুরুজন প্রতি, কি করিবে গুরু ?
অসহ্য হলেও তাহা হইবে সহিতে।"
এইরূপ বাক্যালাপ চলিছে যখন
উপনীত সেই কালে সুশর্ম্মা নৃপতি
যুদ্ধে হারি বেগভরে। সভয় অন্তরে
কহিল ত্রিগর্ত্তাধিপ দুর্য্যোধন প্রতি ;—
"মহারাজ ! আর হেথা থেক'না ক্ষণেক,
দুর্ম্মদ গন্ধর্ব্ব যদি আসে এই স্থানে
রাজ্যে ফেরা হবে বড় কঠিন রাজন্ !
কিবা সে ভৈরব মূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস

এখন' শিহরে প্রাণ স্মরিলে তাহারে ;
ছাগশিশু সম মোর কেশ আকর্ষিয়া
অক্লেশে লইল মোরে কঙ্কের সদনে ;
বড়ই দয়ালু সেই কঙ্ক সদাশয়
বিরাটের সভাসদ্ ধার্ম্মিক সুমতি,
তাহার দয়ায় আমি হয়েছি উদ্ধার ;
যুক্তিযুক্ত নহে আর বিলম্ব এস্থলে,
আসিলে বিরাট্ সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
ছিন্ন ভিন্ন করি সবে করিবে বিনাশ।"
সুশর্ম্মা-বর্ণনা শুনি কহিলা আচার্য্য,—
"যাহারে ত্রিগর্ত্তপতি ! কহিছ রাক্ষস,
নহে সে রাক্ষস নৃপ ! বীর বৃকোদর ;
সম্ভব ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ দয়ার সাগর
কঙ্ক নামা মহামতি যুধিষ্ঠির পাশে
লইল তোমারে ভীম, বাঁচিলে সে হেতু ;
যা'হ'ক বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন,
কে জানে যদ্যপি ভীম আইসে হেথায়
বড়ই সঙ্কটে তবে পড়িব সকলে,
পার্থসম সুকোমল নহে প্রাণ তার ;
আজি যদি ভীমসেন হইত অর্জ্জুন
চিরনিদ্রা-ক্রোড়ে সবে হইত ঘুমাতে ;
বৃথা বাক্যে অপব্যয় না করি সময়

চল ত্বরা স্বীয় রাজ্যে পাত্রমিত্রসহ।"
অনন্তর কুরুগণ বিষণ্ন বদনে
ফিরিয়া চলিল সবে হস্তিনাভিমুখে।
হেথায় কিরীট ছেদি বীরেন্দ্র অর্জ্জুন
চলিলা পবনবেগে সমীবৃক্ষ পানে।
কহিল পথের মাঝে অর্জ্জুনে উত্তর—
"বড় সাধ হে বীরেন্দ্র! শুনিতে আমার
পূরব বৃত্তান্ত তব ভুবন বিখ্যাত,
দয়া করি যদি দেব! বল নিজ মুখে
সার্থক করিব জ্ঞান জীবন আমার।"
হাসিয়া কহিল পার্থ,—"বিরাটনন্দন!
বড়ই সন্তুষ্ট আমি সারথ্যে তোমার,
বিশেষতঃ চিরঋণী তব পিতৃপাশে,
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার;
পূরব বৃত্তান্ত মোর কহিব সকল,
আরও দেখাব তোমা সেই সব স্থান
যথায় পূরবে মোরা করিনু বসতি,
লভিনু দিব্যাস্ত্রগণ যেই যেই স্থলে,
মায়ারথ মুহূর্ত্তেকে করিবে গমন
বনবাস-কাল যথা হরিনু আমরা।"
পার্থ-ইচ্ছাক্রমে তবে উঠিয়া আকাশে
চলিতে লাগিল রথ বিদ্যুৎ গমনে।

তড়াগ তটিনী আদি পর্ব্বত কানন
অতিক্রমি ক্রমে ক্রমে কহিলা তখন
অর্জ্জুন উত্তরে ডাকি,—"নেহার কুমার!
অদূরে অরণ্যপথ বনরাজী-মাঝে
শারদ আকাশ-গায় ছায়াপথ সম
সুদূর বিস্তৃত ওই সুচারু সুন্দর,
ওই পথে জতুগৃহ-দাহে রক্ষা লভি
গঙ্গাপার হয়ে মোরা লভিনু আশ্রয়।
হের পুনঃ সম্মুখেতে একচক্রা গ্রাম,
যথায় জননীসহ বহুকাল ধরি
যাপিনু সময় মোরা ভিখারী সাজিয়া।
ওই হের সুসজ্জিত পাঞ্চাল নগর,
যথায় রাজন্যবর্গে পরাজিত করি
লভিনু কৃষ্ণারে মোরা পাঞ্চাল-নন্দিনী।
নেহার আবার, ওই ময়-বিনির্ম্মিত
ইন্দ্রপ্রস্থ মনোহর ইন্দ্রপুরীসম,
স্ফটিক-নির্ম্মিত পুরী ভুবন-বিদিত ;
যথায় নৃপতি শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন
স্ফটিক-নির্ম্মিত সরে ভ্রমে বুঝি স্থল
পড়িল সলিল মাঝে হাসায়ে সকলে।
হের ওই বনস্থলী, শোভিছে যাহায়
সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী অপূর্ব্ব বাহারে

শোভিছে পল্লব পুষ্প সৌরভ বিস্তারি ;
ওই স্থানে মহাসুখে ছিনু কিছুকাল,
খেলিত দ্রৌপদী হেথা মৃগশিশু লয়ে,
ময়ূর ময়ূরী নৃত্যে জুড়াত নয়ন।
নেহার' অদূরে পুনঃ কানন সুন্দর,
ফুটন্ত গোলাপ যথা হাসিমাখা মুখে
মলয়-সমীরভরে সৌরভ ছড়ায়,
গুণগুণ রবে ভৃঙ্গ ইতস্ততঃ ভ্রমি
চুম্বিছে গোলাপে মাতি পরম উল্লাসে ;
ওই স্থানে চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
কর্ণ দুর্য্যোধনে ধরি রাখিলা বান্ধিয়া,
উদ্ধারিনু আমি সবে স্বীয় বাহুবলে।
ওই দেখ রাজপুত্র ! সুচারু আশ্রম,
যথায় যাপিনু কাল কিছুকাল ধরি,
যে স্থলে দুর্ব্বাসা ঋষি মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ
আসিলা সশিষ্যে হায় ধ্বংসিতে মোদের
অকালে, অদৃষ্টজোরে বাঁচিনু আমরা,
রক্ষিল অনাথনাথ কাঙাল পাণ্ডবে।
নেহার' সম্মুখে ওই স্বচ্ছ সরোবর,
পদ্মপুষ্প অগণন ফুটি সারিসারি ;
তীরভূমি স্থলপদ্মে শোভিত কেমন,
আবার ভ্রমর তাহে বসি মাঝে মাঝে

সোহাগে সরসী-শোভা স্বভাবে সাজায় ;
ওই সরে বকরূপী ধর্ম্ম ছদ্মবেশে
হরিয়া পরাণ-ছলে আমা সবাকার,
পরীক্ষিলা যুধিষ্ঠিরে কুট-প্রশ্নজালে ;
প্রত্যুত্তর যুক্তিপূর্ণ দানি ধর্ম্মরাজ
সন্তোষি শমনে প্রাণ রক্ষিলা মোদের,
বাঁচিনু দ্রৌপদীসহ মোরা চারি ভ্রাতা।
কুমার ! সরসী-তটে হের বনরাজি,
কূজিছে বিহঙ্গ শাখে মধুর আলাপে,
কাতরা কুমুদ-দুঃখে বিটপী নিচয়
শোকাচ্ছন্ন যেন অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
হের কমলিনী রঙ্গ প্রভাত সমীরে
হেলিছে দুলিছে কিবা সরসী সলিলে,
মধুলিহ মধুপানে প্রমত্তপরাণে
করিছে কতই রঙ্গ তুষিতে তাহারে,
মানিনী পদ্মিনী কিন্তু করিতেছে মানা
এসনা এসনা বলি ভৃঙ্গে বারে বারে,
কহিতেছে যেন তারে, কুমুদপরাগ
অতি মিষ্ট, যাও সেথা, কেন মোর কাছে।
সম্মুখে কুমার ! ওই হের পর্ণকুটী
গভীর অরণ্য মাঝে, যোগীন্দ্র তপস্বী
ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন নিশ্চিন্ত পরাণে ;

বীরবর বৃকোদর বক নিশাচরে
বধিয়া করেছে ওই স্থান ভয়হীন,—
নির্ভয় তাপসবৃন্দ ভীমসেন তেজে।
নেহার' অদূরে ওই ভূস্বর্গ কুমার!
কিন্নরী-অপ্সরাসেবী নন্দনকানন
স্রোতস্বিনী-হার মালা পরিয়া গলায়,
মধুর কাকলী রবে যথায় হরিণ
অবশ চেতনাশূন্য নিশ্চল দাঁড়ায়ে,
বিমুগ্ধ নিষাধ ক্রূর কলহংস নাদে
সম্মুখে শিকার তবু বিরত বিনাশে;
পুষ্পিত কমল মাঝে নেহার' আবার
শুভ্র কলহংস-শ্রেণী ফেনিল পুলিনে,
প্রতীত হইছে শুধু হংসবলি নাদে,
নতুবা বিভ্রম মনে শ্বেতপদ্মবলি।
হের পার্শ্বে মনোহর হিম গিরিবর,
অত্যুচ্চ শিখর যার স্পর্শিছে আকাশ,
ধবল-তুষার-শ্রেণী জমি মাঝে মাঝে
উজ্জ্বল রবির করে শোভিছে কেমন,
কোথা বা হীরক পান্না জ্বলে ধিকি ধিকি
প্রবাল মাণিক মতি জ্বলিছে কোথায়;
আবার নেহার, গিরি কাঁদে উচ্চৈস্বরে
কন্যার বিরহে যেন আঁখিনীরে ভাসি,

বহিছে অজস্রধারা বক্ষদেশ বাহি
পড়িছে প্রবল বেগে পাদদেশে তার,
কল কল রবে সবে চলিছে ছুটিয়া
খুঁজিতে কন্যায় যেন দেশদেশান্তরে ;
ওই গিরিমধ্যদেশে বসি বহুকাল
আরাধিনু মহেশ্বরে ফলমূলাহারে,
মম তপে তুষ্ট হয়ে বৃষভবাহন
কিরাতের ছদ্মবেশে আসিলা শঙ্কর,
পরীক্ষা করিলা মোরে দ্বৈরথ সমরে,
সন্তুষ্ট ধূর্জ্জটী হেরি মম বাহুবল
পাশুপত মহাঅস্ত্র দানিলা আমারে।
ওই স্থান হ'তে ইন্দ্র অসুর-শাসনে
আমারে লইলা স্বর্গে, করিনু নির্ভয়
স্বর্গরাজ্য বাহুবলে অসুর বিনাশি ;
তুষ্ট হয়ে দেববৃন্দ প্রদানিলা মোরে
অসংখ্য আয়ুধরাজি মন্ত্রের সহিত ;
উর্ব্বশী যাচিলা সেথা সহবাস মোর
প্রত্যাখ্যান তারে আমি করিনু ঘৃণায়,
কুপিয়া অপ্সরা মোরে দিলা অভিশাপ
তাই ক্লীব বৃহন্নলা তব রাজ্যে আজি।
হের পুনঃ সিন্ধুদেশ, সিন্ধুনদ ওই
গম্ভীর গরজি কিবা চলিছে নাচিয়া

স্ফীত বক্ষ করি যেন ঘোষিয়া জগতে
উত্তাল তরঙ্গ তুলি. আমি শ্রেষ্ঠ নদ ;
ওই সিন্ধুরাজপুত্র দুষ্ট জয়দ্রথে
ধর্ষিনু আমরা যবে পাপাত্মা দুর্জ্জন
কৃষ্ণায় হরিল হেরি একাকী আশ্রমে।
হের দূরে বেলাভূমে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি
শোভিছে নগর রম্য ইন্দ্রপুরী সম
দ্বারকা নগর উহা, নব বৃন্দাবন,
মানসমোহন ভূমি শ্রীকৃষ্ণ-বসতি,
সমুদ্র-পরিখা সম রয়েছে বেষ্টিয়া।"
দ্বারকা ত্যজিয়া রথ চলিল আবার,
কতক্ষণে উপনীত মলয় পর্ব্বতে,
সুরভি সমীর তথা বহে অবিরত,
বসন্ত বিরাজে নিত্য সংবৎসর ধরি,
ফল পুষ্পে তরুরাজি ভূষিত সর্ব্বদা,
স্থির-যৌবনের চিহ্ন পাদপে পল্লবে,
প্রফুল্ল কমল সম সর্ব্বজীবচয়,
কোথায় হরিণগণ চরিছে পুলকে,
ময়ূর ময়ূরী কোথা সোহাগে বিভোর,
কোথা পদ্ম প্রস্ফুটিত সরসী-সলিলে,
বসি তাহে ভৃঙ্গবঁধু গুণ গুণ রবে
মধুর গুঞ্জরি প্রাণ করিছে হরণ ;

বহিছে সমুদ্র বেগে গিরিপাদদেশে
উত্তাল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত করি,
যেনরে দেবতাবৃন্দ সুধার সন্ধানে
মন্থন করিছে পুনঃ দ্বিগুণ-উৎসাহে,
কভু উঠি কভু নামি কত রঙ্গ করি
পিইছে সমুদ্র-বারি জলধর সুখে,
কুপিতা সরোজ-লক্ষ্মী ভ্রাতা বিধু সহ
পিতার দুর্দ্দশা হেরি পশিছে অতলে
যেনরে শাসিতে দেবে পৃথ্বীবাসী জীবে ;
আবার ভুজঙ্গগণ সমীরণ-পানে
নির্গত হইয়া তীরে জন্মায় বিভ্রম
ফেনিল তরঙ্গ বলি মানব-হৃদয়ে।
"ভুবনে অতুল এই স্থান সুখময়,
স্বভাবের মনোহারী সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
যাপিনু সময় কিছু হেথা ফুল্ল চিতে।"
আবার চলিল রথ দক্ষিণাভিমুখে,
কহিলা অর্জ্জুন তবে,—"নেহার' কুমার !
সম্মুখে তোমার ওই মণিপুর-ধাম
ওই স্থানে কিছুকাল কাটানু আদরে
রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদা বরিল আমায়।
হের পুনঃ বঙ্গদেশ বঙ্গোপসাগরে
স্বর্ণপ্রসূ স্বর্ণভূমি শ্যামলা জননী,

বহিছে যথায় নিত্য সুরতরঙ্গিণী
পিতৃ-পিতামহী মোর জাহ্নবী শুভদে,
সাগর-সঙ্গম দূরে নেহার আবার,
পিয়িছে কতই রঙ্গে প্রিয়ামুখসুধা,
রমণী-রঞ্জন-শক্তি সাগর সমান
জগতে দ্বিতীয় জন নাহি কেহ আর,
নির্লজ্জ তটিনী কত আবেগ পরাণে
ধাইছে সাগর-পানে চুম্বিতে অধর,
আহ্লাদে সাগর-বঁধু দিতেছে বাড়ায়ে
তরঙ্গ-অধর-সুধা তুষিতে আদরে
প্রণয়িণীগণে যেন সোহাগে বিহ্বল ;
অদূরে শ্যামল ধান্যে বসুধা সুন্দরী
শোভিছে সুন্দর কিবা মানসমোহন,
আবার অরুণকর পড়িয়া তাহায়
মৃদু মন্দ বায়ু ভরে দুলিছে কেমন,
যেনরে সুনীল হ্রদে তরঙ্গের মালা
তালে তালে নৃত্য করে হেলিয়া দুলিয়া
স্বভাব শোভিত চারু এ বঙ্গ জননী
কমলা সতিনী সহ বিরাজে হেথায়।
ওই হের নাগলোক কানন মাঝারে
নাগরাজ কন্যা সতী উলুপী যথায়
আবদ্ধ করিলা মোরে বিবাহ-বন্ধনে।

নিকটে নেহার পুনঃ গিরি ব্রজপুরী
পর্ব্বত পরিখা যার স্বভাব নির্ম্মিত ;
দারুণ দুর্গম ওই পুরে প্রবেশিয়া
ভীমসেন জরাসন্ধে করিলা সংহার।
রাজপুত্র! দূরে ওই হের বারাণসী
শোভে কিবা মনোহর গঙ্গা-বক্ষস্থলে,
বিরাজে শঙ্কর যথা ভিক্ষাপাত্র-হাতে
অন্নপূর্ণা অন্নদান করে অকাতরে।
হের পুনঃ ব্রজধাম রাসলীলা পুরী
তমাল কদম্ব তরু যমুনার কুলে,
নাহি সে মুরলী-ধ্বনি আনন্দ উৎসব,
পুষ্পিত কদম্ব আর শোভে না তেমন,
যমুনা নাচে না আর অনুরাগ ভরে,
প্রেমিকা গোপিকা বালা সে হাসি মাধুরী
হারায়েছে বৃন্দাবন-শশাঙ্ক বিহনে,
ধেনু বৎস গোঠ পানে নাহি ধায় আর
রাখাল বালক সনে নাচিতে নাচিতে,
'হাম্বা হাম্বা' নাহি ডাকে বাঁশরী-নিনাদে,
নবদূর্ব্বাদল-দুঃখে বিশুষ্ক বদন,
গোকুল-চন্দ্রমা বিনা গভীর আঁধারে
নিমগ্ন হায় রে আজি সে মধু নগরী ;
পরাণ থাকিতে আর চাহে না এখানে

ত্বরায় চালাও রথ কুমার উত্তর !
'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলি করুণা মিশ্রিত
শ্রীরাধা-ক্রন্দন-ধ্বনি যদি পশে কানে
ফেটে যাবে এ কঠিন পাষাণ হৃদয়
দ্রবীভূত হয়ে যাব যমুনা-সলিলে,
বিলম্ব ক'র না দ্রুত চালাও কুমার !
বাঁচাতে বাসনা যদি থাকে হে আমারে।"
ত্বরায় উত্তর রথ দিল চালাইয়া
চলিল আকাশে রথ বিদ্যুৎগমনে,
কহিল অর্জ্জুন পুনঃ—"নেহার' কুমার !
মথুরা নগর ওই, যথায় কেশব
বিনাশিয়া কংশ দৈত্যে করিলা উদ্ধার
জনক জননী নিজ কারাগার হ'তে,
মাতামহে সিংহাসনে স্থাপিলা আবার।"
আবার চলিল রথ উত্তরাভিমুখে
কতক্ষণে ধনঞ্জয় কহেন কুমারে,
"হের ওই সম্মুখেতে হরিদ্বার পুরী
নীলাচল পরপারে জাহ্নবী পুলিনে
শোভে কিবা মনোরম নয়ন তুষিয়া।
আবার নেহার' গঙ্গা যেনরে ঈর্ষায়
সতিনী জনমভূমি বলি দক্ষপুরী
সম্মুখে রাখিয়া বহে গিরিপাদদেশে ;

পিতৃ-পিতামহী-রঙ্গ নেহার আবার,
প্রগল্‌ভা নারীর সম ধাইছে আবেগে
আঁখিনীরে ভাসাইয়া পাদপ পর্ব্বত
উচ্চৈস্বরে কাঁদি দিক্ মুখরিত করি
কান্তমুখ-সুধা যেন পিয়াস মানসে।
হের পুনঃ রাজপুত্র! বদরিকাশ্রম
ব্যাস ঋষি বাসভূমি, যথা ভ্রাতৃগণ
পাঞ্চাল-দুহিতা সহ যাপিলা সময়,
যবে আমি স্বর্গধামে দেবরাজ-রথে
সপ্ত স্বর্গ দরশনে আছিনু ব্যাপৃত,
বিনাশিনু কালকেয় নিবাতকবচে
ত্রিদিবে অসুর-ভীতি করিনু বারণ ;
সংক্ষেপে দেখানু কিছু, দিনু পরিচয়,
পূরব বৃত্তান্ত মোর তোমারে কুমার!
পরেতে কহিব তোমা আর যত বাকি,
অদ্য চল রাজ্যে ফিরে, অধিক বিলম্বে
চিন্তিত হইবে তব জনক জননী,
মৎস্যদেশবাসী হবে আতঙ্কে বিভোর।"
অর্জ্জুন-আদেশে রথ চলিল ফিরিয়া,
মুহূর্ত্তে উদয় আসি শমীবৃক্ষতলে।
সেথায় কিরীটী পুনঃ রণসজ্জা ত্যজি
ক্লীব-বৃহন্নলা-বেশে সাজিল আবার ;

মায়ারথ কপিধ্বজ গেলা নিজ স্থানে ;
উত্তর রাখিল বৃক্ষে অর্জ্জুন-শায়ক ;
অশ্ববল্গা পুনরায় ধরিয়া কিরীটী
উত্তর-রথেতে মৎস্যে করিলা প্রস্থান।
অর্জ্জুন কহিলা পথে,—"বিরাট-নন্দন
পাণ্ডবের পরিচয় দিও না জনকে
কিংবা মৎস্যবাসীগণে কিছুকাল তরে,
কহিও সমর জয় করেছো আপনি
কিংবা যাহা মনে লয় তোমার কুমার !"
কথোপকথনে বেলা হইল অতীত
অপরাহ্নে রথ আসি পৌঁছিল নগরে।
অর্জ্জুন-আদেশে দূত প্রেরিলা উত্তর
আগমন-বার্ত্তা দিতে রাজার সমীপে।

ইতি দ্বাদশ সর্গ

ত্রয়োদশ সর্গ।

পরদিন সূর্য্যোদয়ে বিরাট নৃপতি
সসৈন্যে চলিলা ফিরি রাজ্য-অভিমুখে।
জনপদবাসী আদি নাগরিকগণ
সাদরে রাজায় সবে করিল বরণ।
কুশল জিজ্ঞাসি নৃপ প্রকৃতিপুঞ্জের
প্রবেশিলা ফুল্ল চিত্তে প্রাসাদ মাঝারে।
ছুটিয়া আসিল যত পুরনারীগণ
সুদেষ্ণা রাণীর সহ সৈরিন্ধ্রী উত্তরা।
নিরখি সকলে রাজা উত্তরে না হেরি
জিজ্ঞাসিলা,—"কোথা মোর কুমার উত্তর,
তাহারে না হেরি কেন আজি এ উৎসবে?"
কহিলা সুদেষ্ণা রাণী,—"যবে মহারাজ!
গেলে তুমি যুদ্ধতরে দক্ষিণ-গোগৃহে,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সাথে রাজা দুর্য্যোধন

হরিল তোমার গাভী উত্তর গোগৃহে,
সে সংবাদ লভি পুত্র কুপিত অন্তরে
রক্ষিতে গোধনে ত্বরা করিলা প্রস্থান
বৃহন্নলা ক্লীবে রথে সারথি করিয়া,
এখন' সংবাদ কিছু পাইনি তাহার।"
রাজ্ঞীর বচন শুনি বিরাট ভূপতি
বাত্যাহত তরু সম পড়িলা বসিয়া,
দুইগণ্ডে হস্ত রাখি বিষণ্ণ বদনে
সম্বোধি সচিববৃন্দে কহিলা নৃপতি,
—"যে কৌরব সসাগরা পৃথিবী-সম্রাট্
যার ভয়ে চরাচর কাঁপে থরহরি
দেবতা দানব যার শঙ্কায় আকুল
ভীষ্ম দ্রোণ রথী যার শমন সমান
তাহারে রোধিতে গেল বালক উত্তর
একাকী নর্ত্তকক্লীবে সারথি করিয়া ;
কি জানি কি বিধি মোর লিখেছে কপালে
পুত্রবধ বুঝি চক্ষে হইল দেখিতে ;
লিখেছে যা ধাতা ভালে হবে না খণ্ডন,
তথাপি পাঠাও মন্ত্রী ! যোদ্ধবৃন্দে ত্বরা
রক্ষিতে কুমার-প্রাণ কৌরব-সমরে ;
প্রথমে জনেক দূত ফিরিয়া সত্বর
দেয় যেন বার্ত্তা মোরে জীবিত কি মৃত ;

প্রাণের পুতলি মোর উত্তর কুমার
ক্লীবে রথে লয়ে যবে করেছে গমন
ধারণা হয়না মনে আছে সে জীবিত।"
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন—"মহারাজ! বৃহন্নলা যবে
সারথ্য স্বীকার করি গিয়াছে সমরে
গোধন তোমার পুনঃ আসিবে ফিরিয়া;
একমাত্র বৃহন্নলা-সারথি সহায়ে
দেবতা দানব যক্ষ কৌরববাহিনী
অক্লেশে কুমার তব করিবে বিজয়,
বিন্দুমাত্র নাহি ইথে সন্দেহ রাজন্!"
হেন কালে দূত এক প্রবেশি সভায়
কৌরব-বিজয়-বার্ত্তা নিবেদিল ভূপে,
কহিল নগর-প্রান্তে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
অপেক্ষিছে রাজপুত্র বৃহন্নলা সহ।
বিজয়-কাহিনী শুনি ধর্ম্ম মহামতি
কহিলা—"এ নহে কিছু আশ্চর্য্য সংবাদ,
বৃহন্নলা যার রথে সারথি নিপুণ
পরাজয় কভু তার হয় না সমরে।"
কুমার-বিজয়-বার্ত্তা শুনিয়া উল্লাসে
আজ্ঞা দিলা মৎস্যরাজ,—"সাজাও নগর,
ভক্তি ভরে দেবগণে পূজ ফুলদলে,

উড়াও পতাকা নভে রাজত্ব ব্যাপিয়া,
গণিকা বালকবৃন্দ সৈনিকনিচয়
অগ্রসর হ'ক্ সবে সুবেশে সাজিয়া,
মত্ত মাতঙ্গেতে চড়ি স্তুতিকারগণ
রণজয়-বার্ত্তা রাজ্যে করুক ঘোষণা,
উজ্জ্বল সুবেশে সাজি কুমারী উত্তরা
আনিতে উত্তরে যাক্ কন্যাগণ সহ।"
রাজ-আজ্ঞা লভি সবে ধাইল সবেগে,
তুরী ভেরী শঙ্খনাদে পূরিল মেদিনী,
'জয় জয়' মহাশব্দে চলিল ছুটিয়া।
আনন্দে মাতিয়া রাজা কহিলা তখন,
—"আনহ সৈরিন্ধ্রি! অক্ষ ত্বরায় আমার
খেলিব কঙ্কের সাথে পরম হরিষে,
এমন সুদিন আর হবে না উদয়।"
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজবাক্য শুনি
কহিলা রাজার প্রতি,—"শুনেছি ভূপতি!
হৃষ্ট ধূর্ত্ত সনে ক্রীড়া নিতান্ত গর্হিত।
আজি অতি হৃষ্ট চিত্ত হেরিতেছি তোমা,
এ হেতু সঙ্গত নহে ক্রীড়া তব সনে,
অন্য কিছু প্রিয়কার্য্য থাকে যদি নৃপ!
আদেশ' পালিব তাহা পরম পুলকে।"
কহিল বিরাট তবে—"অপর বাসনা

নাহি কিছু মোর কঙ্ক! দ্যূত-ক্রীড়া বিনা;
অদ্য যদি হারি আমি সর্ব্বস্ব আমার
বিন্দুমাত্র ক্লেশ মোর হইবে না মনে।”
কহিলা আবার ধর্ম্ম,—“মৎস্য-অধিপতি!
দ্যূতক্রীড়া অতি হেয় বহু দোষকর,
পরিত্যজ্য ইহা সদা ধার্ম্মিকজনার;
বোধ হয় মহারাজ! আছ’ অবগত
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়া করি
হারাইলা রাজ্যধন সহোদরগণে;
এ হেতু অপ্রীতিকর অক্ষক্রীড়া মোর,
কিন্তু যদি একান্তই খেলিতে বাসনা
আদেশ অমান্য নাহি করিব নৃপতি!”
অনন্তর পাশাক্রীড়া হইল আরম্ভ,
কতক্ষণে মৎস্যপতি কহিলা গরবে,
—“মহাবীর্য্যবান্ কঙ্ক! কুমার উত্তর,
একাকী রোধিল রণে কৌরববাহিনী,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণে পুত্র করিল বিজয়,
বড় ভাগ্যবান্ আমি হেন পুত্র লভি।”
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলা আবার,
—“বৃহন্নলা যার রথে সারথি রাজন্!
অবশ্যই রণ জয় হইবে তাহার,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ তুচ্ছ আসিলে দেবতা

নিস্তার নাহিক তার সে কাল-সমরে।”
বারবার বৃহন্নলা প্রশংসা শুনিয়া
কুপিত হইয়া কঙ্কে কহিলা ভূপাল,
—“মম পুত্রে সম ক্লীবে করিছ সুখ্যাতি,
বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান তব নাহিক অধম!
অবিরত অপমান করিছ আমারে,
সভাসদ্ বলি তোমা করেছি আদর
এহেতু ক্ষমিনু আজি অপরাধ তব,
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে হে তোমার
পুনরায় হেন বাক্য আনিও না মুখে।”
সত্যের জ্বলন্ত ছবি সত্য মূর্ত্তিমান্
সে কি কভু সত্য কথা কহিতে ডরায়।
কহিলা আবার ধর্ম্ম—“শোন মহারাজ!
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যোদ্ধাবৃন্দ সহ
নাহি কেহ উপযুক্ত করিতে সমর
বৃহন্নলা ব্যতিরেকে ত্রিভুবন মাঝে,
নাহি ভবে তার তুল্য বীর্য্যবান্ শূর,
ভবিষ্যেও কেহ নাহি জন্মিবে তেমন;
ভীষণ সংগ্রামে যার আনন্দ অপার,
দেবতা দানব নর মিলিলে একত্রে
জিনিতে সমর্থ যেবা মুহূর্ত্তে সকলে,
হেন বীর্য্যবন্ত যেবা তাহার সাহায্যে

কেবা নাহি রণজয় করে নরপতি ?"
ক্রোধে অগ্নিবৎ রাজা রক্ত আঁখি করি
গর্জ্জিয়া কহিলা ধর্ম্মে,—"রে কঙ্ক দুর্ম্মতি !
বারবার অপমান করিছ আমারে ?
সুরাসুর-জয়ী কুরু তাহারে যে জন
বিজয় করিল রণে, তারে না প্রশংসি,
প্রশংসা করিছ ক্লীবে দুর্ব্বল নর্ত্তকে ?
উপযুক্ত প্রতিফল লভ তার আজি।"
এত কহি হস্তস্থিত অক্ষের প্রহারে
কাতর করিল ধর্ম্মে, বহিল রুধির
নাশারন্ধ্র, বহি তাঁর অনর্গল ধারে।
অক্রোধী অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির
ধরাতল-স্পর্শ পূর্ব্বে অঞ্জলি বিস্তারি
ধরিলা শোণিতধারা অতিক্ষিপ্রগতি।
পার্শ্বেস্থিতা কৃষ্ণা বুঝি ধর্ম্ম-অভিপ্রায়
জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র ধরিলা সম্মুখে।
হেন কালে উত্তরিল কুমার উত্তর
পুরদ্বারে, নানা বাদ্য উঠিল বাজিয়া,
গাহিল মঙ্গল গীত বৈতালিকগণ,
দ্বিজগণ বেদমন্ত্রে করিলা আশীষ,
নারীবৃন্দ আচারিলা মঙ্গল আচার,
অভ্যর্থিল প্রজাবৃন্দ কুসুমসম্ভারে,

প্রবেশিল পুরীমাঝে কুমার হরিষে।
দ্বারপাল ত্বরা নৃপে করিল জ্ঞাপন,
আদেশিলা মহারাজ আনিতে নন্দনে।
রাজাদেশে দ্বারপাল চলিল যখন
ধর্ম্মরাজ তারে ডাকি কহিলা গোপনে,
—"বৃহন্নলা যেন কভু আসে না হেথায়,
আসিলে অনর্থ বড় হইবে রাজার,
প্রতিজ্ঞা তাহার এই সমর বিহনে
যে জন করিবে রক্তপাত মোর দেহে
সবংশে বধিবে তারে বীরেন্দ্রকেশরী,
অতএব দ্বারপাল এন' না তাহারে।"
দ্বারপাল উত্তরিয়া পুরীদ্বারদেশে
নিবেদিল রাজপুত্রে যাইতে সভায় ;
বৃহন্নলা-সভাযাত্রা কঙ্কের নিষেধ।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা নাই জানিয়া কিরীটী
অন্তঃপুরে প্রবেশিল কন্যাগণ যথা,
বিবিধ বসন রত্ন বাছিয়া বাছিয়া
উত্তরাদি কন্যাগণে করিলা প্রদান।
রাজ-আজ্ঞা লভি তবে বিরাট-নন্দন
সভায় প্রবেশি অগ্রে বন্দিলা পিতায়,
প্রণাম করিলা পরে ধর্ম্মরাজ-পদে।
রক্তাক্ত নিরখি তবে ধর্ম্মের শরীর

সৈরিন্ধ্রী করিছে সেবা ধরাসনে বসি,
সন্তপ্ত পরাণে বীর জিজ্ঞাসিল ত্বরা,
—"কহ পিতা কেবা কঙ্কে করেছে প্রহার,
কোন্ পাপী হেন কার্য্য করিল সাধন ?"
কহিল নৃপতি তবে,—"যবে বৎস ! আমি
সংগ্রাম-বিজয়-বার্ত্তা শুনিয়া তোমার
প্রশংসিনু বারে বারে, তখন কুটিল
না প্রশংসি তোমা পুত্র ! প্রশংসিল ক্লীবে,
তাই রুষ্ট হয়ে আমি করেছি প্রহার।"
উত্তর কহিল তবে পিতৃবাক্য শুনি,
—"বড়ই কুকার্য্য পিতা ! করেছ প্রহারি,
ত্বরা করি ক্ষমা ভিক্ষা মাগ কঙ্ক পাশে,
নহে ব্রহ্মশাপে তুমি সবংশে মজিবে।"
পুত্রের বচনে রাজা অতি সানুনয়ে
ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশন সম ধর্ম্ম পাশে
কাতরে মাগিল ক্ষমা। দয়ার সাগর
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলা ভূপালে,
—"বহুপূর্ব্বে ক্ষমা তোমা করেছি রাজন্ !
তা' না হ'লে মহারাজ ! রক্ত বিন্দু মোর
পতিত হইলে ভূমে মজিতে আপনি,
ভস্ম হ'ত রাজ্য তব প্রজার সহিত ;
প্রহার করেছ মোরে বিনা অপরাধে

অনুমাত্র অপরাধ লইনি তাহায়,
যে হেতু প্রসিদ্ধ ইহা, বলবান্ প্রভু
সহসা কুপিত হয় অধীন উপর।”
অনন্তর মহারাজ কহিল উত্তরে,
—“কহ পুত্র! কি কৌশলে জিনিলে কৌরবে,—
কেমনে জগৎ-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণে
রোধিলে সংগ্রামে বৎস! বীরেন্দ্র-কেশরী!
উত্তর কহিলা তবে,—“সংগ্রাম-বিজয়
করি নাই আমি পিতা! নিজ বাহুবলে;
সদয় হইয়া মোরে দেবপুত্র এক
উদ্ধারিয়া দিল গাভী কৌরবে জিনিয়া,
রক্ষিলা আমারে সেই ভীষণ আহবে,
কণামাত্র ইথে নাহি পৌরুষ আমার।”
পুত্রের বচন শুনি কহিলা নৃপতি,
—“কহ বৎস! কোথা সেই দেবের কুমার?
দেখিতে তাঁহারে মন হইছে ব্যাকুল,
অর্চ্চিব তাঁহারে বাঞ্ছা ফুলদল দিয়া।”
উত্তর কহিল তবে,—“পাইবে দেখিতে
দেবপুত্রে পিতা! তুমি অচিরে হেথায়,
কল্য বা পরশ্ব তাঁর হইবে উদয়।”
অনন্তর ধনঞ্জয় উত্তর সহিত
কর্ত্তব্য কি এবে তাহা মন্ত্রণা করিয়া

নিবেদিল যুধিষ্ঠিরে। পরে পঞ্চ ভ্রাতা
একত্রে মিলিয়া রাত্রে করিল মন্ত্রণা
প্রকাশ হইবে কবে মৎস্য-সিংহাসনে।
অনন্তর শুভদিনে তৃতীয় দিবসে
প্রতিজ্ঞা বিমুক্ত পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
শুভ্রবাস অলঙ্কার পরিধান করি
মৎস্যরাজ-সিংহাসনে হইলা প্রকাশ ;
ভস্ম ঢাকা অগ্নি যেন হইল বাহির,
মেঘোন্মুক্ত সূর্য্য সেথা হইল উদয়,
শোভিল বিরাট-সভা অপূর্ব্ব শোভায়।
হেনকালে মৎস্যরাজ আসিল সেখানে,
অধিষ্ঠিত সিংহাসনে নিরখি পাণ্ডবে,
অতিক্রোধে যুধিষ্ঠিরে কহিল সম্বোধি,
—"হে কঙ্ক! তোমার একি হেরি আচরণ,
দয়া করি সভাসদ্ করিনু তোমায়
সন্তুষ্ট না হয়ে তাহে, আজ বুঝি তাই
উপবিষ্ট হইয়াছ মোর সিংহাসনে ?
হে বল্লব! কহ তুমি কাহার আদেশে
ছত্রদণ্ড ধরিয়াছ কঙ্কের মস্তকে ?
তুমি কেন বৃহন্নলা! অন্তঃপুর ছাড়ি
করজোড়ে দাঁড়াইয়া কঙ্কের সম্মুখে ?
হে গোপাল! অশ্বপাল! তোমরা উভয়ে

চামর ঢুলাও কেন কঙ্কের উপর ?
হইয়াছ ভূতাবিষ্ট কিংবা জ্ঞানহারা,
অদ্ভুত ব্যাপার হেন শুনিনি শ্রবণে।
হে সৈরিন্ধ্রি ! তুমি নাকি সতী-শিরোমণি ?
এই বুঝি সতীত্বের পরিচয় তব ?
গন্ধর্ব্ব-ভামিনী হয়ে বরিছ মানবে ?
ধিক্ তোমা কলঙ্কিনী কুলটা রমণী।"
পিতার বচনে ভীত হইয়া উত্তর
ইঙ্গিতে বারিলা তাঁরে কহিতে কুকথা।
বিরাট পুত্রের ভাব বুঝিতে না পারি
কহিল সম্বোধি তারে,—"একি বিপরীত
হেরি আজি আচরণ তোমার কুমার !
মোর পুত্র হয়ে তব এত হীনমতি,
জোড়হস্ত করি আছ কঙ্কের সমীপে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তারে করিতেছ স্তব,
যেই দিন মৎস্য-গাভী করিলে উদ্ধার
সেই দিন হ'তে তুমি হারায়েছ জ্ঞান,
আমা হ'তে কঙ্কপ্রতি ভক্তি সমধিক,
এই সে কারণে কঙ্ক করেছে সাহস
বসিতে আমার এই রাজসিংহাসনে।"
পুনরায় যুধিষ্ঠিরে কহিল ডাকিয়া,
—"ওহে কঙ্ক ! সিংহাসন ত্যজিয়া ত্বরায়

বস নিজস্থানে যদি চাও নিজ মান,
নহে দ্বারপালে ডাকি কর্ণ ধরি তব
সভাগৃহ হ'তে আজি করিব বাহির।"
রুষিল রাজার বাক্যে বীর বৃকোদর,
নিষেধ করিল ধর্ম্ম ইঙ্গিতে তাহারে।
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে কহিল বিরাটে,
—"যথার্থ উচিত কথা বলেছ নৃপতি!
উপযুক্ত নহে এঁর তব সিংহাসন,—
যে আসনে চরাচর করে নমস্কার,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি লয় হে শরণ,
জগৎকারণ কৃষ্ণ দেব দামোদর
যে পদে প্রণতি করে পুলক অন্তরে,
সে কভু কি হয় যোগ্য তব সিংহাসন;
বৃষ্ণিবংশ ভোজবংশ অন্ধক কৌরব
যাঁর ডরে সর্ব্বদাই রহে শশঙ্কিত,
যদুগণ যাঁর সেবা করে দিবারাতি,
বসুধা-বেষ্টিত রাজা আজ্ঞাধীন যাঁর,
রক্ষশ্রেষ্ঠ বিভীষণ যাঁর পদানত,
যাঁর দানে পৃথ্বীদেবী দরিদ্রবিহীন,
রামরাজ্য সম যাঁর রাজ্যের সুযশ,
ভীমার্জ্জুন সদা যাঁর রক্ষে পৃষ্ঠদেশ,
শ্রীকৃষ্ণ প্রধান মন্ত্রী যাঁহার রাজত্বে,

হেন রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার আসন
তব সিংহাসন নয় উচিত এ কথা ;
অন্যায় এ কার্য্য তাঁর নাহিক সন্দেহ।"
চমৎকৃত নরপতি অর্জ্জুন বচনে,
জিজ্ঞাসিল পুনরায়,—"কহ বৃহন্নলা !
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম মহামতি,
অন্য চারি সহোদর কোথায় ইহাঁর,
জগৎবরেণ্য নারী দ্রৌপদী সুন্দরী
তিনিই বা কোথা এবে নিবার সন্দেহ ?"
অর্জ্জুন কহিল তবে—"নেহার নৃপতি !
ছত্রদণ্ডধারী ওই বীর বৃকোদর,
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়,
রাজার বামেতে বসি সুচারুহাসিনী
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা, যাঁর ক্রোধবশে
নিহত কীচক বীর ভীমসেন-করে,
আমিই অর্জ্জুন ক্লীব নর্ত্তক তোমার।"
অর্জ্জুন-বচন অন্তে কহিল উত্তর,
—"কহ পিতা ! অচেতন হয়েছ কি তুমি,
দেখেও দেখনা চক্ষে বড়ই অদ্ভুত !
যাঁহার উদয়ে সভা হয়েছে উজ্জ্বল,
চন্দ্র সূর্য্য যাঁর তেজে ধরে মলিনতা,
সুরভি দক্ষিণ-বায়ু বহে অহরহ,

হেন ধর্ম্মরাজে নাহি পার গো চিনিতে ?
কীচক মাতুলে যিনি বধিলা হেলায়,
উদ্ধারিলা তোমা দুষ্ট সুশর্ম্মার করে,
সে বীরেন্দ্র ভীমসেনে পার না চিনিতে ?"
অর্জ্জুনে দেখায়ে তবে কহিল উত্তর,—
"ওই সেই দেবপুত্র, যাঁর ভুজবলে
কৌরব-সাগর পার হইনু হেলায়,
উদ্ধারিনু গা ভীগণে বিনা পরিশ্রমে।
এই ধর্ম্মরাজ-দ্বারে বহুকাল ধরি
রাজসূয়-যজ্ঞকালে আছিলে আবদ্ধ
কর লয়ে, বহু রাজা রাজেন্দ্র সহিত।
আজি বহুপুণ্য ফলে স্বগৃহ মাঝারে
পাইলে সে রত্ননিধি ভ্রাতৃগণ সহ ;
চরণে শরণ পিতা ! লও ত্বরা করি
এ হেন মাহেন্দ্রযোগ ঘটে কদাচিৎ।"
এত কহি রাজপুত্র পড়িল চরণে।
শুনিয়া পুত্রের বাক্য, বিরাট-নয়নে
বহিল আনন্দধারা, রোমাঞ্চ শরীর,
সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে লুটি করিল প্রণাম,
ধুলি ধুসরিত অঙ্গ হইল রাজার।
যতনে কিরীটী তাঁরে তুলিলা আদরে।
গদ গদ ভাষে রাজা কহিল তখন,

—"বহু দোষে দোষী আমি তব শ্রীচরণে,
ক্ষমা কর মোরে ধর্ম্ম! দয়া-অবতার ;
রাজ্য দারা ধন জন সম্পতি বিভব
তব পাদপদ্মে আজ করিনু অর্পণ,
শাস রাজ্য, পাল প্রজা, হইয়া কিঙ্কর
সেবিব ও পদযুগ যাবৎ জীবন।"
বিরাট-বচনে তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির
কহিলা মধুর স্বরে,—"কেন নরপতি!
হতেছ ব্যাকুল এত আমার সকাশে,
তব সম উপকারী নাহি পাণ্ডবের,
অজ্ঞাত-বৎসর বাস করিনু এথানে,
কেহ না জানিল তাহা তোমার কৃপায়,
নিজ গৃহ হ'তে সুখ ভুঞ্জিনু বিরাটে,
পাণ্ডবের নাহি বন্ধু তোমার সমান।"
বিরাট বলিল তবে,—"যদি ধর্ম্মরাজ!
এতই প্রসন্ন আজ এ অধম প্রতি,
এক নিবেদন মোর আছে তব পদে ;
দুহিতা উত্তরা নামে আছে এক মোর,
বিবাহ করুন তারে বীর ধনঞ্জয়।"
কহিলা অর্জ্জুন শুনি রাজার বাসনা,
—"অসম্ভব নাহি কভু সম্ভবে ভূপতি!
শিক্ষা দিনু তারে আমি সংবৎসর ধরি,

গুরু-জ্ঞানে পূজা মোরে করিল বালিকা ;
গুরু পিতা ত্রিজগতে একই সমান,
বাতুলের প্রায় তুমি কহিছ এ কথা ;
তথাপি নিরাশ তোমা করিব না নৃপ !
অভিমন্যু পুত্র মোর শ্রীকৃষ্ণ-ভাগিনা
তার সহ উত্তরার দিইব বিবাহ
যদ্যপি অমত নাহি করে ধর্ম্মরাজ।"
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি রাজা যুধিষ্ঠির
কহিলা উল্লাস ভরে,—"সম্পূর্ণ সম্মতি
আছে মোর এই কার্য্যে বিরাট নরেশ !
ত্বরায় বিবাহ-কার্য্য হ'ক অনুষ্ঠান।"
অনন্তর ধর্ম্মরাজ করিলা আদেশ
দানিতে এ সুসংবাদ স্বজন বান্ধবে,
আসিতে ত্বরায় মৎস্যে পরিজন সহ।
চলি গেলা দূতগণ ত্বরিত গমনে
দ্বারকা পাঞ্চাল কাশী দ্রাবিড় কর্ণাট
মদ্রদেশ আদি যত মিত্ররাজ্য মাঝে,
বহিল আনন্দধারা বিরাট-নগরে,
মাতিল নগরবাসী বিবাহ-উৎসবে,
ছুটিল স্ফূর্ত্তির উৎস প্লাবিয়া বিরা ,
বাজী বাদ্য কোলাহলে ভরিল নগর,
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা বিরাট-প্রাসাদ,

নৃত্যগীত রঙ্গরস আমোদ প্রমোদে
মুখরিত রাজপুরী গ্রাম জনপদ,
ছুটিল আনন্দ-উৎস তরঙ্গ-প্রবাহে
পিয়িল পরাণ ভরি নর নারীগণ।

পাণ্ডব-উদয়-বার্ত্তা বিবাহ-সংবাদ
শুনিয়া রাজন্যবর্গ পরম আহ্লাদে
আসিল বিরাট-রাজ্যে পাত্র মিত্র সাথে,
ধৃষ্টদ্যুম্নে সাথে লয়ে আসিল দ্রুপদ,
শ্রীকৃষ্ণ আসিলা ত্বরা নারীবৃন্দে লয়ে,
আসিলা যাদব সাথে প্রদ্যুম্ন সাত্যকি
সুভদ্রা পুত্রের সহ পুলকিত চিতে,
কুন্তীদেবী মহাহর্ষে আসিলা সেথায়,
বহু ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসিল ব্রাহ্মণ,
রাজা রাজপুত্র বহু আসিল উৎসাহে।
সভায় রাজন্যবৃন্দ প্রবেশিল ক্রমে,
সম্বর্দ্ধনা যথাবিধি প্রতি জনে জনে
করিল বিরাটপতি গললগ্নীবাসে,
সন্তোষ লভিল তাহে আমন্ত্রিত জন।
নিরখি শ্রীকৃষ্ণে তবে মৎস্য-অধিপতি
আনন্দ বিহ্বল চিত্তে বন্দিল তাঁহায়,
—"কহিল সৌভাগ্য কিবা বিরাটভূমির,
উদিল সারদশশী উজলি সভায়,

"পবিত্র এ পুরী আজি তব পদার্পণে।"
কহিল শ্রীকৃষ্ণ শুনি রাজার বচন,
—"এ নহে আশ্চর্য্য কথা বিরাট ভূপাল!
যথায় পাণ্ডব মোর আমি সেই স্থানে,
বিশেষতঃ তুমি নৃপ পরম আদরে
স্থান দিলে পাণ্ডুপুত্রে সংবৎসর ধরি
এ কারণে তব প্রতি বড় তুষ্ট আমি
আসিয়াছি অতি ত্বরা পরিজন সহ।"
শ্রীকৃষ্ণ-উদয় হেরি রাজ-সভামাঝে
যুধিষ্ঠির-দুনয়ন বাহিয়া প্রবল
বহিল প্রেমাশ্রুধারা বক্ষস্থল বহি,
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে মধুর সম্ভাষি
করিলা কুশল-প্রশ্ন যাদবগণের,
নিবেদিলা পাদপদ্মে দুঃখের কাহিনী।
অপর রাজন্যবর্গে অভ্যর্থিত জনে
অতঃপর জিজ্ঞাসিলা কুশল-বারতা;
পরম সন্তোষ লাভ করিল সকলে।
অনন্তর প্রবেশিয়া অন্তঃপুর মাঝে
জননী-চরণ বন্দি প্রণমিলা তাঁরে।
অন্য চারি ভ্রাতা বন্দি মাতৃপদযুগ
সভামাঝে পুনরায় ফিরিয়া ত্বরিত
নিমন্ত্রিত জনগণে মিষ্ট সম্ভাষণে

আপ্যায়িত করি সবে তুষিলা আদরে,
সন্তুষ্ট হইল সবে পাণ্ডব-বিনয়ে।
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে সভাজনে চাহি
দেখায়ে পাণ্ডবগণে, বাক্যের ছটায়,—
"হের সবে, পাণ্ডবের নাহি সে শরীর,
হেমকান্তি কৃষ্ণবর্ণ পাংশুল বরণ
বনে বনে ভ্রমি সবে লাবণ্যবিহীন,
রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসম বিবর্ণ মলিন,
রাজপুত্র সসাগরা-ধরণী-সম্রাট্
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মল স্বভাব
সত্যবাক্য-রক্ষা তরে আজি এ দুর্দ্দশা,
ঈর্ষ্যা পরায়ণ ক্রূর পাপী দুর্য্যোধন
কপটে দিল এ কষ্ট ধার্ম্মিক পাণ্ডবে।
সংসারে পাপের স্রোত বহিবে প্রবল
প্রতিকার যদি এর নাহি হয় ত্বরা,
স্বল্প শক্তি রাজবৃন্দ মজিবে অচিরে,
স্বচ্ছন্দে রবে না কোন জনপদবাসী,
ধার্ম্মিক সুজন নাহি হইলে সম্রাট্
স্বর্ণপ্রসূ আর্য্যভূমি ডুবিবে অতলে।"
শ্রীকৃষ্ণ-বচন শুনি সভাস্থ সকলে
গর্জ্জিয়া কহিল সবে মহাক্রোধ-ভরে,—
"দুর্বৃত্ত কৌরবে দিব সমুচিত ফল,

সিংহাসন-চ্যুত করি দুষ্ট দুর্য্যোধনে
সমূলে পাপের নাশ করিব ধরায়,
স্থাপিব আবার ধর্ম্মে রাজা যুধিষ্ঠিরে
ভারত-সম্রাট্-পদে হস্তিনা-আসনে।”
রাজবৃন্দ কথা শুনি কহিলা মাধব,
—“যুক্তিযুক্ত কার্য্য যাহা কহিলে সকলে,
উপযুক্ত কালে সবে মিলিয়া একত্র
সমুচিত প্রতিফল দানিব কৌরবে ;
বিবাহ-আহ্বানে আজি এসেছি হেথায়
শুভকার্য্য এস আগে করি সম্পাদন
পরে পুনঃ যুক্তি করি শাসিব কৌরবে।
রাজগণ কৃষ্ণ-বাক্যে হইয়া সম্মত
বিবাহ-আমোদে সবে মাতিল পুলকে ;
ছুটিল স্ফূর্ত্তির স্রোত সভার মাঝারে,
নিমগ্ন হইল তাহে সভাস্থ সকলে।
নর্ত্তকী ঈষৎ হাসি নয়ন ঠারিয়া
প্রলুব্ধ করিল যত দর্শক-মণ্ডলী।
কতক্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিল হাসিয়া
রহস্য আলাপে সেই বিবাহ-সভায়,
—“শুনেছি নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ তৃতীয়-পাণ্ডব,
সংবৎসর মৎস্যরাজ্যে নর্ত্তকী সাজিয়া
শিক্ষাদিলা কন্যাগণে রাজ-অন্তঃপুরে,

এ হেতু আকাঙ্খা আজ আমা সবাকার
হেরিতে তাঁহার নৃত্য এই সভামাঝে ;
নর্ত্তকী সাজিয়া আজি কুন্তল বাঁধিয়া
কাঁচলি আঁটিয়া বক্ষে পরিয়া নূপুর
দেখান্ অপূর্ব্ব তাঁর নৃত্য-কুশলতা।"
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে,—"যথার্থ একথা,
কর্ত্তব্য পিতার পুত্র বিবাহ-আসরে
নৃত্যকলা প্রদর্শন তুষিতে সকলে ;
নর্ত্তকীর নৃত্যগীত নেহারি সর্ব্বদা,
পাত্রের পিতার নৃত্য হেরিনি কখন,'
এ কার্য্য হইলে আজি বিরাট-নগরে
অভিনব ধারা এক চলিবে জগতে।"
শ্রীকৃষ্ণ-বচন শুনি কহিলা অর্জ্জুন,
—"পুরুষের নৃত্য প্রতি এত অনুরাগ
কোন্ দিন হ'তে সখা! হইল উদয় ;
জানিতাম চিরকাল ভালবাস তুমি
গোপিকার নৃত্যকলা সঙ্গীত মাধুরী,
হেলিয়া দুলিয়া যবে প্রতি তালে তালে
নাচিত তাহারা ব্রজে, হে ব্রজরঞ্জন!
বিভোর পরাণে তুমি বাজাতে বাঁশরী,
'রাধা রাধা রাধা' রবে মাতাতে গোকুল,
রসময় রাসেশ্বর সাজিতে হে তুমি ;

পুরুষের নৃত্যে সখা পাবে কি সে সুখ
বাজিবে পরাণে কিহে সে স্বরলহরী ?”
—“নূতনে আদর কেবা করে না জগতে”
কহিল ঈষৎ হাসি মুকুন্দমুরারি,
—“ত্রিদিবে শিখেছ সখা ! অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
নৃত্যকলা শিখিয়াছ বিদ্যাধরী পাশে,
এ শিক্ষা লভেছে বল কেবা এ ধরায় ?
বিদ্যাধরী-নৃত্য আর স্বরগ সঙ্গীত
শুনিতে বাসনা বল হয় না কাহার ?”
কহিল অর্জ্জুন তবে শ্রীকৃষ্ণে সম্বোধি ;—
“এত ছল জান তুমি রুক্মিণীরমণ !
আমিই সঙ্গীত নৃত্যে নিপুণ সংসারে ?
বেশ সখা, কার নৃত্যে বাঁশরী আলাপে
মজিল গোপিকাকুল গোকুলনিবাসী,
কুল ছাড়ি কুল-নারী হইলা উতলা,
কার আড়-বাঁশী সখা শ্রীব্রজমণ্ডলে
মাতাইল মত্ত করি পরাণ ছিনিয়া,
কার বংশীরবে সখা ! তালে তালে নাচি
ধাইত গোঠের পানে ধেনু বৎসগণ,
কাহার বাঁশরী-রবে বৃকভানুসুতা
কলঙ্কিনী নামে খ্যাত বৃন্দাবন-ধামে,
কার বংশীরবে ব্রজ রাসলীলা-ভূমি

রসময় রাসেশ্বর বঙ্কিমবয়ান ?
হেন শক্তি কার সখা ! আছে এ জগতে
মাতাতে সক্ষম যেবা ব্রজকুলবালা
ব্রজকুল-চন্দ্র বিনা বাঁশরী-সঙ্গীতে ?
পুরুষের নৃত্যগীতে যদি এত সখ
তুমি তো জগৎশ্রেষ্ঠ নৃত্যবিশারদ,
নাচনা তুমিই সখা ! ভাগিনা-বিবাহে
নয়ন যুগল মোরা জুড়াই নিরখি।"
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে রহস্য করিয়া,—
"জান নাকি তুমি সখা ! রাসেশ্বরী বিনা
বাজে কি সে আড়-বাঁশী চলে পদ মোর,
পার যদি তুমি সখা আনিতে কিশোরী
বাজিবে আবার বাঁশী মজায়ে ভুবনে,
নূপুর বাজিবে পুনঃ মধুর গুঞ্জরি।"
—"কহ নব বৈবাহিকে"—কহিলা অর্জ্জুন,
"শুনেছি রূপসীশ্রেষ্ঠা নববৈবাহিকা,
দ্বার লয়ে তাঁরে আজি বৈবাহিক পাশে
রাসেশ্বরী কর তব এ সুখ আসরে।"
বিরাট কহিল তবে—"কেন বৈবাহিক !
অরসিক জনে লয়ে কর টানাটানি,
বৈবাহিকা প্রতি যদি থাকে অনুরাগ
মিটাও সে সাধ কহি তাঁহারে সে কথা,

বিন্দুমাত্র নাহি মোর অমত তাহায়।”
শ্রীকৃষ্ণ কহিল নৃপে,—“নববৈবাহিক!
তব পুরে ছিল সখা অদ্ভুত নর্ত্তকী,
আজ্ঞাধীন ছিল তব সংবৎসর ধরি,
তব আজ্ঞা বিনা সখা নাচিবে না হেথা,
অতএব দেহ আজ্ঞা সখারে আমার
নাচিতে স্বরগ-নৃত্য বৈবাহিকা সনে,
বড় মনোরম দৃশ্য হইবে তাহায়
সংসারে নূতন প্রথা হইবে স্থাপিত।”
শ্রীকৃষ্ণ-বচন-অন্তে কহিলা কিরীটী,—
“এ কাজে সুপটু তুমি জানে সর্ব্বলোকে,
সাক্ষী তার বাজে সদা নূপুর চরণে
কথায় বাঁশরী-ধ্বনি মধুর ঝঙ্কারে।”
এইরূপ বাক্যালাপ চলিছে যথন
উদিল তথায় আসি রাজপুরোহিত,
কহিল—“বিবাহ-লগ্ন সমাগত প্রায়
কন্যা-সম্প্রদান তরে চল মহারাজ!”
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লয়ে শশব্যস্তে রাজা
চলিল ত্বরিত পদে অন্তঃপুর মাঝে।
    সুস্নিগ্ধ সুনীল শুভ্র জোছনা নিশায়
মৃদু সঞ্চারিণী হেমলতিকা সমান
অচলা চপলা কান্তি সসিত সুন্দর

শশাঙ্কভামিনী সম সুবর্ণলতিকা
উত্তরা কন্যায়, রাজা পরম পুলকে
অর্পিলা যতন করি অভিমন্যু-করে।
বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া যজ্ঞ হোম করি
পুরোহিত চিরতরে বাঁধিলা উভয়ে।
মরি মরি কিবা শোভা হইল সেথায়
নন্দন ত্যজিয়া যেন মদনমোহিনী
শোভিল উত্তরারূপে অভিমন্যুবামে,
পূর্ণচন্দ্র ক্রোড়ে যেন শোভিল রোহিণী,
সরোজবাসিনী যেন সরোজ ত্যজিয়া
শোভিল সে সভাগেহ আলোকিত করি।
শাস্ত্রকার্য্য-অন্তে বর কন্যারে লইয়া
প্রবেশিল নারীবৃন্দ সুরম্য বাসরে,
বসিল উত্তরা সহ অভিমন্যু তথা,
বিবিধ রহস্যালাপ লাগিল চলিতে।
কুন্তীদেবী ফুল্লচিত্তে উদিলা সেথায়,
ছুটিল আনন্দধারা রজনী ব্যাপিয়া,
গীতবাদ্য রহস্যের ছুটিল ফোয়ারা,
ফুল সাজে সাজি কেহ লাগিল নাচিতে।
কন্যাগণ বৃদ্ধা দেবী কুন্তীরে লইয়া
করিতে লাগিল রঙ্গ বিবিধ প্রকারে ;
কেহ তাঁরে সাজাইল ফুলরাণী সাজে,

কেহ বধূ সাজাইয়া পরিহাস ছলে
বর কন্যা মাঝে তাঁরে বসায় আমোদে ;
নবীন দম্পতিদ্বয় সে রঙ্গ নেহারি
ঢলিয়া পড়িল হাসি কুন্তীদেবী দেহে।
আহা মরি কিবা শোভা হইল তাহায়
পঙ্কজবাসিনী করে দুইটি কমল
ফুটিল সোহাগে যেন সরসী শোভিয়া।
জাগিলা বাসর কুন্তী পরম পুলকে॥

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ।

সমাপ্ত

সরকার-গ্রন্থমালা

১। ঋতুসংহারম্ (মূল-অন্বয়যুক্ত বাংলা ব্যাখ্যা-টীকা ও অনুবাদ) ১৲

২। পুষ্পবাণবিলাসম্—(মূল-আভাষ-পদ্যানুবাদ) ।৵০

(এই দুটি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" পাওয়া যায়)

৩। জ্যোতিষ যোগতত্ত্ব—(১ম তত্ত্ব) ১॥০

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

৪। বিধবা বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম—(ছাপা নাই)

৫। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজাপদ্ধতি— ।০

(বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় পাওয়া যায়)

৬। উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা প্রয়োগ ।৵০

৭। যজুঃ সংস্কার-পদ্ধতি—

(মূল-ভাষ্য-বঙ্গানুবাদ) ১৲

৮। দুর্গাপূজাপদ্ধতি—(কালিকাপুরাণীয় মূলমাত্র) ১৲

৯। আসলে মেকি—(প্রহসন) ।৴০

১০। কামন্দকীয় নীতিসার—(রাজনীতি গ্রন্থ) ১৲

১১। রস-নির্ঝর—

(আদিরসাত্মক-উদ্ভট শ্লোক ও পদ্যানুবাদ) ।৵০

১২। শ্রাদ্ধপদ্ধতি—(মূল-বাংলা চূর্ণকসহ) ॥৵০

১৩। মধ্যম রহস্য (এক অঙ্কের পৌরাণিক দৃশ্য নাটক) ৵০

১৪। রাজসিংহ—(তিন অঙ্কের নাটক) ৶০

১৫। কুরু-পাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা—

(তিন অঙ্কের পৌরাণিক নাটক) ॥৵০

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী সম্বন্ধে অভিমত ঃ—

মহারাষ্ট্র জাগরণ ঃ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই ; এম্-এ বলিতেছেন—

"দেশভক্তির 'হিরোয়িক ডোজ' বেশ মিষ্টি লাগে এবং মনকেও একটু মাতাতে পারে।...বইখানির যা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। শিবাজী ও রামদাসের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে।"

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এল্ বাহাদুর, ইম্প্রুভ্মেণ্টট্রাষ্ট-ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট, বলেন—

"...গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি এবং পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি।...যে কয়েকটি আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সেগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।...আপনার জয়সিংহ-চরিত্র পড়িয়া ভীষ্মদেবকে মনে পড়িল এবং আপনার জিজাবাঈ-চরিত্র কুন্তীদেবীকে মনে পড়াইয়া দেয়।"

(ভারতবর্ষ—শ্রাবণ ১৩৩৫)। এখানি নাটক।···ইহা প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্র বীর, স্বাধীনতার মূর্ত্তবিগ্রহ মহাত্মা শিবাজির অতুলনীয় জীবনকথা। নাট্যকার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের এই নাটকখানির সর্ব্বপ্রধান গুণ এই যে তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া মহাত্মা শিবাজির অবদান বর্ণনা করিয়াছেন, তাই এই নাটকখানি এমন সুন্দর হইয়াছে।···নাটক হিসাবে তাঁহার এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।···ইহার ছত্রে ছত্রে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন রহিয়াছে এবং সেই জন্যই এই নাটকখানি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে।

Amrita Bazer Patrika (May 19th—1929)—

The book in a word has been a very valuable contribution to the histrionic literature of Bengal. The author of the book has already won a very high reputation in the field of Bengali literature··· The character of Sivaji has been very faithfully and ably drawn and there is hardly any room for better suggestions. The other character sketches are also very commendable. He has very ably tackled the social economical and political problem of the time referred to in the book, and we are glad that he has achieved a considerable success in the attempt. The style of representation of the characters is very good and the manner in which the acts of the drama has been arrrnged demands a popular justification The book demands, from all points of view, a very wide circulation and a warm appreciation···A close study of the book will, we are sure, be amply repaid.

কর্ম্মরহস্য :—

Amrita Bazar Patrika (26th May 1929)—

The author deals in this book with one of the interesting problems of the hour and in his attempt

to present before the readers a hopeful solution of the problem, the author has attained a considerable amount of success. The principal character in the book remind us of that saintly personaltity of Mahatma Gandhi···In every act and in every scene the masterly delineation of facts and artistic drawing up of characters amply justify the thought with which the author was inspired to write the drama. It is not only a social drama but it bears a splendid record of an evolution of the nation and it goes far to help the nation in its struggle for freedom. Kissen Chand brings back to our memory the name of Deshbandhu Chitta anjon. Nothing has escaped from the idea of this young dramatist who has not forgotten to tackle serious problems which are eating into the vitals of our village life and happiness now-a-days.···The female characters···are very conspicuous and much thought-provoking.

আসক্তি-রহিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কর্ম্মই যে মানবের মুক্তির একমাত্র সোপান, সুধীনাট্যকার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় এই 'কর্ম্মরহস্য' নাটকখানিতে তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্বদেশীযুগে কি ভাবে দেশসেবা করিতে হয়, তাহার মনোরম চিত্র এই নাটকখানিতে দেখান হইয়াছে। অনন্তদেবের চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। নাটকখানিতে যে দেশ-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বড়ই মনোরম। আমরা বিধুবাবুর এই নাটকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। (ভারতবর্ষ আশ্বিন ১৩৩৫)।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই ই, এম্-এ, মহাশয় বলেন—

"···এটা একরকম স্বরাজপার্টির জয়গান।···পড়িলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা স্বতই মনে পড়ে।···এই···নাটকে সমাজ

সংস্কারের নানারূপ চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তার মধ্যে অভ্রান্ত মিশ্রের স্ত্রী-স্বাধীনতা-দান ও তাঁহার স্ত্রীর ভয়ানক বেয়াদবী ঘরে ঘরে পড়া উচিত। সুধু বাঙ্গালায় নয় সকল দেশেই ঘরে ঘরে পড়া উচিত।···মিশ্র মহাশয় দেখিলেন তাঁহার ধন, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার পদমর্য্যাদা কিছুতেই রাজার হুকুম রদ হইল না। তিনি যে এত বড় সমাজ-সংস্কারক তাহাতেও তাঁহার রক্ষা নাই। তাই তিনি আস্তে আস্তে···জাতীয় সভায় যোগ দিলেন এবং আপনার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় সভায় দান করিলেন। এমন মর্ম্মস্পর্শী চিত্র নাটকে অতি বিরল। সুদখোর মহাজন ফতেসিং আগরওয়ালার চিত্রটিও বেশ।···নাটকে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বিদূষক ও বিদ্যাদিগ্‌গজের মত লোক নামান। ইহারা প্রতিবাদ করে না। কাহার ও মুখের উপর তোমার ভুল হচ্ছে বলে না, অথচ প্রতি কথায় প্রতিবাদ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।···গ্রন্থকারের আর এক কল্পনার সৃষ্টি উদাসীন। পৃথিবীর যা কিছু ভাল সব উদাসীনে আছে, অথচ সে কেমন নির্বিকার। মনে কোন দ্বিধা নাই। কেবল বিপন্নের ত্রাণ করিতেছে। আর লোকজন লইয়া গিয়া জাতীয় সঙ্ঘে মিলাইয়া দিতেছে। অনন্তদেবের কথা কিছু বলিব না। তিনি বোধ হয় মহাত্মা গান্ধী।···বিধুবাবু লেখার অভ্যাস রাখিলে অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়।

রাজসিংহ :—তিন অঙ্কের নাটক।

বঙ্কিমবাবুর "রাজসিংহ" হইতেই নাটকাকারে গ্রথিত।

কুরু পাণ্ডবের গুরু দক্ষিণা :—(তিন অঙ্ক)—

গুরু দ্রোণাচার্য্যকে দক্ষিণা দান লইয়া ইহার আখ্যায়িকা।